আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ভারতে ৩ দিনের রিমান্ডে পি কে হালদার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হাজার কোটি টাকা আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ নিয়ে বছর কয়েক ধরে পালিয়ে থাকা পি কে হালদার নামে পরিচিত প্রশান্ত কুমার হালদারের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৩৩ || সোমবার || জৈষ্ঠ্য ২ || ১৪২৯ || শাওয়াল ১৫ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 33 || 16 May || 2022 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



বাফেলোয় বন্দুক হামলা আতঙ্কে প্রবাসী বাংলাদেশীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত বাফেলো শহরে বন্দুক হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিনজন। স্থানীয় সময় শনিবার (১৪ মে) অপরাহ্নে বাফেলো সুপার মার্কেটে অজ্ঞাত এক বন্দুকধারী নির্বিচারে গুলি চালালে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশী হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। জানা যায়, শনিবার (১৪ মে) দুপুর আড়াইটা। হঠাৎ গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে নিউইয়র্কের বাফেলো সুপার মার্কেট। বন্দুক হামলায়ঘটনাস্থলেই মারা যান ১০ জন। হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায়রয়েছেন আরও তিজন। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল নিজ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২০০ সেকেন্ডে ব্রিটেন, ১০ সেকেন্ডে ফিনল্যান্ড উড়িয়ে দেবে রাশিয়া

নিম্নকক্ষ ডুমার প্রতিরক্ষা কমিটির হুঁশিয়ারি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শয়তান-২ বা আরএস-২৮ সারমাট ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছিল ২০১৮ সালে রাশিয়া। পরমাণু অস্ত্রবাহী এই ক্ষেপণাস্ত্র একসঙ্গে ১২টি পরমাণু ওয়ারহেড বহন করতে সক্ষম। একটি মাত্র ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হতে পারে পুরো একটি দেশ। এবার ব্রিটেন ও ফিনল্যান্ডকে সেই অস্ত্রের হুমকি দিয়েছেন রুশ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটঃ তিন বছর কোন আয় করতে পারেনি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চার বছর আগে ধনকুবের ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্স-এর নতুন প্রযুক্তির রকেট ফ্যালকন (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

আমিরাতের নতুন প্রেসিডেন্ট শেখ আল নাহিয়ান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের নাম ঘোষণা করেছে দেশটির সুপ্রিম কাউ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

ভারতে আজীবন সম্মাননা পেলেন

আলমগীর-রুনা লায়লা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারতের কলকতায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন বাংলাদেশের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

জাতিসংঘে আল জাজিরার সাংবাদিক শিরিনকে হত্যার নিন্দায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ আল জাজিরার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শিরিন আবু আকলার হত্যাকা-ের নিন্দা করেছে। পরিষদ অবিলম্বে তার মৃত্যুর ঘটনা তদন্তেরও আহ্বান জানিয়েছে। ïµবার আবু আকলার শেষকৃত্যের উদ্যোগের সময় **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
Software Testing with Selenium
& Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY


MANAGEOLOGY
HOLDINGS
PRESENTS
LIVE IN CONCERT
SUNDAY, 12th JUNE
TIME : 7:00 PM
QUEENS PALACE
Preyoshi Featured By
RYAN
&
Taj
PROMI
A Mesmerizing Musical Evening
POWERED BY
TJ SOUNDS & ENTERTAINMENTS
SPONSORED BY
Utshob Group
FARID GROUP INC.
Real Estate Investor
GOLDEN AGE
HOME CARE
WWW.SYLHETMOTORS.COM
SYLHET MOTORS
TEL: 718.639.3044
বারী হোম কেয়ার
37-16 73rd St., 4th Fl., Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
718-898-7100
Immigrant Elder
Home Care LLC.
Giash Ahmed, Chairman/CEO
917-746-7308
Free Entry
MEDIA PARTNER:
TiME television
সেরার সন্ধানে প্রতিদিন
আড়য়াজ বিডি
VENUE : QUEENS PALACE, 37-11 57th St, WOODSIDE, NY 11377
CONTACT INFO : (646) 578-5424
EMAIL : TJSOUNDSNYC@GMAIL.COM

utshob.com®
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

+1 8666336345
5162438539
9174852179
5162438535



CHORKI



বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম

চরকি সাবস্ক্রিপশন পাওয়া যাচ্ছে এখন utshob.com -এ।

আনলিমিটেড ফান আর ফুর্তি পেতে নজর রাখুন চরকি -তে।

সাবস্ক্রিপশন পেতে ভিজিট করুন: www.utshob.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

ইসরাইলের পুলিশ বাহিনীকে তিরস্কার মন্ত্রীর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিলিস্তিনে ইসরাইলের সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত আলজাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহকে শুক্রবার জেরুজালেমের একটি খ্রিস্টান কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে। ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত এ আমেরিকান নাগরিকের মরদেহ চার্চে নেওয়ার পথে দখলদার ইসরাইলী পুলিশ শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া মানুষের ওপর লাঠিচার্জ, স্টান গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। ইসরাইলের এক মন্ত্রী দেশটির পুলিশের এহেন আচরণের তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন। দেশটির আঞ্চলিক সহযোগিতাবিষয়ক মন্ত্রী এসাবি ফ্রেজ শনিবার এক টুইটবার্তায় ইসরাইলি পুলিশের কঠোর সমালোচনা করেন। খবর আনাদোলুর। ফ্রেজ বলেন, শোকাহত মানুষের ওপর হামলা করে পুলিশ অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে। এটা নিন্দনীয় এ লজ্জাকর ঘটনা। ইসরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটের এ আবর সদস্য আরও বলেন, শুক্রবার অকারণে এ উসকানিমূলক আচরণ করেছে পুলিশ।





উৎসব গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায়

নিউইয়র্কে আরটিভি 'বাংলার গায়েন' মেগা কনসার্ট



বিশেষ প্রতিনিধি: বর্ণাঢ্য আয়োজনে আন্তর্জাতিকমানের বাংলাদেশী মালিকানাধীন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান উৎসব গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় নিউইয়র্কে চলছে আরটিভি 'বাংলার গায়েন'র বাছাই পর্ব। মাদার্স ডে উপলক্ষে গত ৭মে বিকেলে নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিংয়ের একটি মিলনায়তনে বাংলা গায়েন ইউএসএ'র মেগা কনসার্ট আয়োজন করা হয়। এতে ৩২ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

কনসার্টের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য নাহিদ ইজাহার খান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, কনসার্টের টাইটেল স্পন্সর উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামান ও ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিফ।

সোনিয়া শারমিন সিরাজের উপস্থাপনায় কনসার্টে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আরটিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আশিক রহমান। এবারের প্রতিযোগিতায় বিচারক রয়েছেন দেশের খ্যাতিমান তিন সঙ্গীত তারকা। তারা হলেন- এস আই টুটুল, শওকত আলী ইমন ও ইমন সাহা।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক তার বক্তব্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বাংলার গানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে জানার এবং প্রবাসে তার চর্চা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং এই চর্চা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। তিনি আরটিভি আয়োজিত বাংলার গায়েন এর প্রশংসা করেন এবং এ ধরণের অনুষ্ঠান বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি শিল্পীদের গানেরও প্রশংসা করে বলেন তাদের পরিবেশনায় আমি অভিভূত। তিনি বলেন, বিদেশী সঙ্কৃতির কাছে দেশীয় সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায়, তার জন্য নতুন প্রজন্মের অভিভাবক সহ সকলের প্রচেষ্টা রাখতে হবে।

সৈয়দ আশিক রহমান বলেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বিশ্বময় করার পাশাপাশি প্রবাসে বাঙালী নতুন প্রজন্মকে নিজ দেশের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়াতেই এই কনসার্টের আয়োজন। তিনি বলেন, হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি প্রবাসের আধুনিক তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আরটিভি বাংলার গায়েন এর আয়োজন করে আসছে। আরটিভির জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো। 'বাংলার গায়েন' বাংলাদেশের লোকগানের এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে রিয়েলিটি শো'র জগতে একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

রায়হান জামান বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশী পরিবারে অনেক মেধাবী ও প্রতিভাবান তরুণ-তরুণী রয়েছে, যারা বাংলা গান ভালোবাসে, বাংলাদেশের লোকগীতি পরিবেশনে আগ্রহী। তাদেরকে খুঁজে বের করে মেধার বিকাশ ঘটাতেই বাংলার গায়েন ইউএসএ'র আয়োজন। এমন ভালো কাজের সাথে উৎসব গ্রুপ বরাবরই পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে, আগামীতেও পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

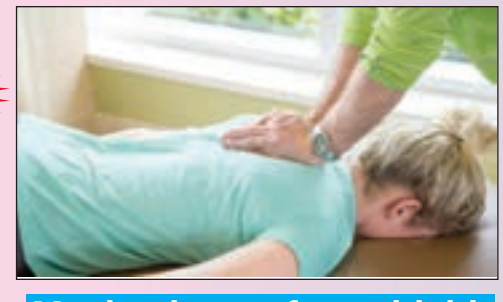
বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ কোনড্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
১৩৮১ কানেলবিন এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

পিকে হালদারের অবিশ্বাস্য দুর্নীতি
তার সব সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে

এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্সের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারকে (পিকে হালদার) ভারতের অর্থসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট পশ্চিমবঙ্গে গ্রেফতার করেছে বলে এক খবরে জানা গেছে। পিকে হালদার ক্ষমতার অপব্যবহার ও পদ-পদবি ব্যবহার করে অন্তত পাঁচ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন এবং সেই টাকার সিংহভাগই বিদেশে পাচার করেছেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে সত্য, তা নিয়ে সন্দেহের তেমন কোনো অবকাশ নেই। আগে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি কানাডায় অর্থ-সম্পদ পাচার করেছেন।

এবার ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তার বিপুল সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট থেকে পাওয়া পিকে হালদারের সম্পদ পাচারের তথ্য দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে (ইডি) দিয়েছিল। এরপর ইডি শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তার বিপুল সম্পত্তির খোঁজ পায়। পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল বাড়ি ও কয়েকশ বিঘা মূল্যবান সম্পত্তি। বিভিন্ন জেলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টেরও হদিস মিলেছে।

ইডি কলকাতা, দমদম, রাজারহাট, অশোকনগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাসহ পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ৯ জায়গায় একযোগে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগরে চার বিঘা জমির ওপর সুরম্য বাগানবাড়ি পাওয়া গেছে। এছাড়া কলকাতার ইএম বাইপাসসংলগ্ন এলাকায় একাধিক বাড়ি ও অফিসেরও খোঁজ পাওয়া গেছে। ইডির দাবি, বাংলাদেশ থেকে পাচার করা টাকায় এসব সম্পদ গড়ে তুলেছেন পিকে হালদার।

পিকে হালদারের এত বড় দুর্নীতির খবর নিশ্চয়ই অনেককে হতবাক করবে। বড় দুর্নীতিবাজরা এভাবেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে অথবা প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতি করে থাকে। তবে এটাও ঠিক, কারও একার পক্ষে এত বড় দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যদের সহযোগিতা থাকে অবশ্যই। জানা গেছে, পিকে হালদারের অবৈধ কর্মকাণ্ডে নানাভাবে সমর্থন ও সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের একাধিক অসাধু কর্মকর্তা। আমাদের কথা হলো, শুধু পিকে হালদার নয়, তার দুর্নীতির সহযোগী সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সুকুমার মৃধার কথা বলা যেতে পারে। তার মাধ্যমেই ভারতে টাকা পাচার করেছেন পিকে হালদার। পিকে হালদার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দায়ের করা চলমান মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি চাই আমরা। দ্বিতীয়ত, বিদেশে পাচার হওয়া পিকে হালদারের অর্থ ও সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। জানা গেছে, পিকে হালদারের সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনতে শিগগিরই ভারতে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স পাঠাবে দুদক। এ প্রক্রিয়াকে সফল করে তুলতে হবে অবশ্যই।



সালাহউদ্দিন বাবর

শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্যের বিধান অপরিহার্য

অ্যাবসুলেট বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মানুষকে স্বেচ্ছাচারী, অহঙ্কারী, কর্তৃত্ববাদী ও ধরাকে সরাজ্ঞান করার মানসিকতার সৃষ্টি করে। তারা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল চাটুকারদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে। এমন ব্যক্তিরা শুধু সাধারণের প্রতি অবহেলা করেন না, সমাজের বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানী গুণী বোধ বিবেচনাসম্পন্ন মানুষকে পর্যন্ত মূল্যায়ন করতে দ্বিধাবোধ করেন। তাদের জ্ঞান অভিজ্ঞানজাত বক্তব্য বোধকে বাতুলতা বলে তুচ্ছজ্ঞান করেন। তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের শাসকদের এমন মনমানসিকতা; আচার আচরণে এমনই দাম্ভিকতা লক্ষ করা যায়। এসব দেশে শাসনতন্ত্র অবশ্যই একটা থাকে যা শুধুই কেতাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। শাসকদের নিজস্ব অভিলাষ, স্বীয় বোধ বিবেচনা আর চাটুকারদের পরামর্শ খেয়ালখুশি সেখানে আইন-কানুনের ওপরই প্রাধান্য পায়। নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিধিকে দিগন্ত বিস্তৃত করা, তাদের গোছানো সাজানো বশংবদ পার্লামেন্টকে দিয়ে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় 'অল্টার' পর্যন্ত করিয়ে নেয়া হয়। এমনই তাদের প্রশাসন পরিচালনার 'শৈলী'। এমন সব দেশে সঙ্গত কারণেই একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী বা গোষ্ঠী তৈরি করা হয় যাদের কাজ কর্তার পছন্দের কীর্তন গাওয়া, আর বলা, আহা বেশ বেশ মারহাবা মারহাবা মারহাবা। সেখানে শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য বলতে কিছু থাকে না। তাদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার সব ব্যবস্থাই করা হয়। এসব কারণেই সন্দেহ নেই, দেশে এমন একটা গুমোট পরিবেশ তৈরি করা হয়, যেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে, ভার-অনুভূতি প্রকাশ করতে ভীতগ্রস্ত থাকছে। তাদের উচ্ছিষ্টভোগী গোষ্ঠী তাদের স্বার্থে এতটুকু ব্যত্যয় দেখতে পেলে বা অনুমান করলেই, যাদের দ্বারা এমনটা হতে পারে, ভাবলে তাদের 'সমুচিত শায়েস্তা'র ব্যবস্থা করে থাকে। তাদের এমন ঔদ্ধত্য আচরণ মারদাঙ্গা কর্মকাণ্ডে নিজেদের মাস্টারদের কাছে প্রীতিভাজন ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের কাছে আইনকানুন তখন সবই নস্যি। এভাবেই বিশ্বের বহু দেশ এমন গোষ্ঠীবিশেষের দেশ হিসেবে পরিচিত। সেখানে সাধারণ মানুষের ভোটের মূল্য তথা মতামতকে বাহুল্য জ্ঞান করা হয়। সীমাহীন দুঃখ কষ্টের মধ্যে থেকেও নানা আশার বাণী তাদের শোনানো হয়, যা বস্তুত আলো নয় আলেয়া, মরীচিকা সমতুল্য।

এসব দেশের নীতিনির্ধারকদের চিন্তা গবেষণা থাকে কত দীর্ঘ সময় তারা ক্ষমতার নরম গদিতে বসে এককভাবে ছড়ি ঘুরাতে পারেন। 'বনসাঁই' বানানোর ফর্মুলাটাও তাদের চমৎকারভাবে জানা। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেই তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 'কেটে ছেঁটে' রাখেন। প্রতিপক্ষকে একেবারে নির্মূল করতে চান না, কেননা তাতে আন্তর্জাতিক মহলের চাপে যদি পড়তে হয়; আন্তর্জাতিক বলয়ে তারা যাতে মিত্রশূন্য হয়ে না পড়ে। সেইসব বাছাই করা মিত্রদের ন্যায়-অন্যায় অমানবিক সব কর্মকাণ্ড চোখ বুজে তারা সমর্থন দিয়ে যান। এমন কৌশলী সরকারের একাধিক মুখপাত্র থাকে, যারা প্রতিপক্ষের প্রতি মুহুর্মুহু বাক্যবাণ ছড়াতে থাকে, এ ধার থেকে ও ধার মুভ করলেই অনবরত বাক্যে গোলা ছুড়তে থাকে। তাদের শরীর এতই স্পর্শকাতর যে, প্রতিপক্ষের যৌক্তিক আলোচনা-সমালোচনা পর্যন্ত দেহে ফোসকা ফেলে। এমন স্পর্শকাতরতার জন্য তারা মিডিয়াকে বাকরুদ্ধ করার নিত্যনতুন নিবর্তনমূলক বিধিবিধান জারি করে। আর তাতে 'সুগার কোটিং' দেয় যাতে আপাতত সেটা মিষ্টিই বোধ হয়।

জানি না, আমাদের জনপদের কেউকেটাগণ উপরি উক্ত বিষয়গুলো কতটা কিভাবে বিবেচনায় নেন। তবে আমাদের এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে, আমাদের এখানে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। দেশের আইনকানুন তথা সংবিধানের ভারসাম্যের বিধানগুলো সঙ্কুচিত করে রাখা হয়েছে, তার চর্চা, অনুশীলন নেই। আমাদের দেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বহাল থাকলেও এই ব্যবস্থার পুরো সৌরভ সৌন্দর্য নেই। ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার কারণে কখনোই ইতিবাচক কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ কারো একেবারেই নেই। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষমতাই নেই, পক্ষান্তরে দেশের প্রধান রাজনৈতিক নির্বাহীর অসীম ক্ষমতা, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচক হয়ে উঠার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বিগত ৫০ বছরের যে অভিজ্ঞতা সেটা থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে যে, নির্বাহীপ্রধানের ক্ষমতার পরিধি কখনো সেটা অপব্যবহারের জায়গায় পর্যন্ত যেতে পারে। সংবিধান এমন কোনো পবিত্র গ্রন্থ নয় যে, তাকে ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না। এতকাল ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার হয়নি যদি তা যুক্তি খাতিরেও ধরে নেয়া হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে হবে না, তার কি গ্যারান্টি আছে? সংবিধানে কোনো ফাঁকফোকর রাখা যেকোনো সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তা ছাড়া সংবিধানের মূল চেতনা তো হতে হবে সমষ্টির স্বার্থ ও কল্যাণ। সম্মুখে সংবিধানে ভারসাম্যহীনতার বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যাপার নিয়ে। এটা আমরা সবাই বুঝি, দেশে গণতন্ত্র, জনগণের ভোটাধিকার, একটি জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের গঠন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন বা ইসির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি মানসম্পন্ন, প্রশ্নমুক্ত, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন পেতে চাই তবে সংসদ গঠনে স্বচ্ছ প্রক্রিয়াটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এখন ইসি গঠনের ক্ষেত্রে নামকাওয়াস্তে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে। এ সম্পর্কে আমাদের সংবিধানে যা বর্ণিত রয়েছে- 'অনুচ্ছেদ ৪৮(৩), সেখানে বলা হয়েছে, এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।' সংবিধানে এই বিধান অনুসারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারদের নিয়োগ দিতে হলে রাষ্ট্রপতির অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শগ্রহণ করা অনিবার্য। এখানে ক্ষমতার ভারসাম্যটা পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীর অনুকূলে। তার পর আসা যাক, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ বিষয় নিয়ে। সংসদীয় ব্যবস্থায় এটাই স্বতঃসিদ্ধ প্রথা যে, সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হবে সেই সংসদীয় দলের প্রধানকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানাতে রাষ্ট্রপতি এক প্রকার বাধ্য। তা ছাড়া দেশে অন্যান্য সাংবিধানিক পদের নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির জন্য বাধ্যতামূলক।

ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যাপার নিয়ে। এটা আমরা সবাই বুঝি, দেশে গণতন্ত্র, জনগণের ভোটাধিকার, একটি জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের গঠন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন বা ইসির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এ কথা অস্বীকার করব না যে, সংসদীয় ব্যবস্থা অধিকতর জবাবদিহিমূলক। তবে সেটি আমাদের দেশে নয়, ইংল্যান্ডে ও ভারতে। সেখানে এই শাসনব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থার বিশুদ্ধতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন হতে পারে। সেসব প্রশ্নতে না হয় নাই গেলাম। তবে দু'টি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমত- সংসদীয় ব্যবস্থা তখনই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে, যখন একটি প্রশ্নহীন বিশুদ্ধ নির্বাচনের দ্বারা প্রকৃত জনপ্রতিনিধিরা সংসদের আসতে পারবেন, অর্থাৎ একটি ভালো নির্বাচন এ জন্য জরুরি। একটি ভালো নাটক তখনই মঞ্চস্থ হতে পারে যখন তার কলাকুশলীরা এই কলার ব্যাকরণটা ভালোভাবে রপ্ত করে থাকে। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত বহু সংসদ গঠিত হয়েছে; কিন্তু সেসব সংসদের কোনোটিই কিন্তু প্রাণবন্ত ছিল না, প্রথমত এর কারণ কোনো সংসদ নির্বাচনই সুষ্ঠু প্রশ্নমুক্ত ছিল না, সে জন্য সংসদে এক দলের ব্রুট মেজরিটি থাকায় কোনো তর্ক-বিতর্ক তো হয়নি; কেবল ছিল সরকারের গুণকীর্তন। অথচ সংসদে পক্ষ-বিপক্ষে 'হায়েস্ট ডিগ্রির ডিবেট' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি শাহ আজিজুর রহমান, মওদুদ আহমেদ, বি. চৌধুরী, শাহ মোয়াজ্জেম, তোফায়েল আহমদ, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আসাদুজ্জামান খান, আবদুল মতিন খসরুর মতো তুখোড় পার্লামেন্টারিয়ানদের যাদের ক্ষুরধার যুক্তি, অপূর্ব বাচনভঙ্গী। যাদের কথায়বার্তায় যেন সংসদ কার্যপ্রণালী প্রাণ পেত। তাদের বক্তব্য বক্তৃতার ছন্দে অপরূপ হয়ে উঠত সংসদ। সে বক্তব্যের ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করা চেষ্টা থাকলেও তাতে কোনো শ্লেষ কটুবাক্য বা ব্যক্তিগত আক্রমণের লেশ মাত্র থাকত না।

যাই হোক, যখন যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বহাল থাকা অবস্থায় সরকারি দলের সদস্যদের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় থাকে। বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে যদি সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি তুলে ধরা হয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত রয়েছে, 'কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

মে	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
ফজর	৪.০৭	৪.০৫	৪.০৪	৪.০৩	৪.০২	৪.০০	৩.৫৯
সূর্যোদয়	৫.৩৮	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২
জোহর	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২	১২.৫২
আসর	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০
মাগরিব	৮.০৭	৮.০৮	৮.০৯	৮.১০	৮.১১	৮.১২	৮.১৩
এশা	৯.৩৭	৯.৩৯	৯.৪০	৯.৪২	৯.৪৩	৯.৪৪	৯.৪৫

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

কিতা কন রনি ভাই! আরে ও তো আমাদের ফজাই



গোলাম মাওলা রনি

সম্প্রতি সিলেট ভ্রমণে আমি যার মেহমান হয়েছিলাম তিনি সবদিক থেকেই ব্যতিক্রমী একজন মানুষ। তার বিনয়, ভদ্রতা ও আতিথেয়তা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমার সচরাচর অভিজ্ঞতা হলো, ধনীরা অহঙ্কারী হয়। বুদ্ধিমানরা মনে করে তারা সব কিছু জানে এবং বোঝে। ফলে এই শ্রেণীর লোকজন বেশি একটা লেখাপড়া করে না। আর অন্য দিকে, কম বুদ্ধির লোকেরা বেশি লেখাপড়া করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আঁতেল বা আধা পাগলা প্রকৃতির প্রাণীতে পরিণত হয়। এর বাইরে বাবা-মায়ের শাসন-আদরযত্ন এবং অতিরিক্ত চেষ্টা তদবিরের ফলে যারা শিক্ষাজীবনে ভালো ফল করে এবং বড় চাকরিবাকরি করে তাদের বিরাট অংশ স্বার্থপর-লোভী এবং ভাবলেশহীন হয়ে পড়ে।

উল্লিখিত অভিজ্ঞতার বাইরে আমার আরো কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেমন দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা এবং অবহেলা-অযত্নের শিকার হওয়া লোকজন যদি সফল হয় তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। একধরনের হীনম্মন্যতা তাদের পেয়ে বসে এবং তারা যদি সফলতার চূড়ায় পৌঁছে যায় তবে নিজের আত্মীয়-পরিবারকে অস্বীকার করে সৈয়দ বংশের সন্তান হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। আর অন্য দিকে, বাবা-দাদাদের সহায়সম্পত্তি ও সুনাম নিয়ে বড়াই করা লোকজন সবসময়ই অলস-অকর্মণ্য এবং অপদার্থ প্রকৃতির হয়ে থাকে। আমার বাস্তব জীবনে খুব অল্প লোককেই দেখেছি যাদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি-আভিজাত্য, কমনসেন্স, দয়া-মায়া-বিনয় ও নেতৃত্বের গুণাবলি যুগপৎভাবে সন্নিবেশিত থাকে। ফলে এ ধরনের কাউকে পেলে আমি রীতিমতো পাগলপারা হয়ে সেই লোকটির সাথে ভাব বিনিময় করি যেমনটি করেছিলাম সিলেটের ডা: নাসিমের সাথে।

ডা. নাসিম সম্পর্কে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বেয়াই অর্থাৎ বন্ধুর কন্যার শ্বশুর। আমার বন্ধুটি বয়সে আমার চেয়ে প্রায় ১৫ বছরের বড় এবং তার বেয়াই অর্থাৎ ডা. নাসিমের বয়স আমার চেয়ে ১০ বছর বেশি। তাদের পেশা আমার থেকে ভিন্নতর এবং আর্থিক সঙ্গতি আমার চেয়ে বেশি বৈ কম হবে না। তো এত্ত সব বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আমাকে মাঝে মধ্যে আশ্চর্য করে। আমার মতে চিন্তাচেতনা, অভ্যাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মিল থাকলে পদ-পদবি-বংশ-অর্থ বিত্ত-ক্ষমতা ইত্যাদি কোনো কিছুই বন্ধুত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না এবং সেই কারণে মাত্র তিন দিনের সফরে সিলেটের রাজনীতি-অর্থনীতি এবং সমাজ সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছি তা আমার পক্ষে ইতঃপূর্বে অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

আমি সিলেটে বহুবার গিয়েছি এবং প্রথম সারির হোটেলগুলোতে থেকেছি। এবার যখন সিলেটে বেড়াতে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠল, তখন আমার বন্ধু সিব্বির মাহমুদকে বললাম, কই থাকব। তিনি সহাস্যে বললেন, বিয়াইবাড়ি যাচ্ছি- তার নিজেরই হোটেল আছে- থাকাখাওয়া ফ্রি। আমি হোটেলের নাম জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, গ্র্যান্ড নূরজাহান। হোটেলটি সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম। এটি সিলেট শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল এবং তারা সম্প্রতি ১৮ তলার উপরে ডাবল হাইট দিয়ে যে ইনফিনিটি টাইপের আকর্ষণীয় সুইমিংপুল করেছে এবং রুফটপ রেস্তোরাঁ করেছে, সেটির বিজ্ঞাপন সবসময় সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ভাসতে থাকে। বিজ্ঞাপনে যা দেখানো হয় তাতে মনে হয় হোটেলটি চারতারকা মানের; কিন্তু আকার আকৃতি বা রুম সংখ্যার বিচারে খুবই বড় হবে। সুতরাং আমার সিলেট ভ্রমণ যে আরামদায়ক হবে তা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম।

ঘটনার দিন সিলেট পৌঁছে বেশ অবাকই হলাম। সিলেট শহরে ২০ তলা বিল্ডিং- তাও আবার হোটেল এবং যা কিনা অতিথিতে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ ঘটনার দিন ৯৮ শতাংশ রুমে অতিথি ছিল। বেশির ভাগ রুম অনলাইনের মাধ্যমে বুকিং হয়ে যাওয়ার কারণে হোটেলের ভিআইপি রুমগুলো বহু আগেই বুক করা ছিল। ফলে অন্যান্য সময় আমার বন্ধু ও তার মেহমানদের জন্য যে প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট বরাদ্দ করা হয় তা এই যাত্রায় আমাদের নসিবে জুটল না। ডা: নাসিম এবং তার একমাত্র পুত্র অর্থাৎ আমাদের জামাই নাহিয়ান খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লেন এবং আমাদের হোটেল রুমের পরিবর্তে তাদের বাসায় থাকার অনুরোধ জানালেন। তারা হোটেলটির ১৪ তলায় পুরোটা জায়গায় থাকেন- অর্থাৎ প্রায় ১২ হাজার বর্গফুটের সেই বাসায় ঢুকে এবং বাসার সাজসজ্জার এলাহিকাণ্ড দেখে আমার তো রীতিমতো ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।

যা হোক, অনুরোধ সত্ত্বেও আমি ও আমার বন্ধু হোটেলরুমে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করলাম এবং কথা হলো, থাকব ছয়তলায় অবস্থিত হোটেলটির ভিআইপি জোনে; কিন্তু প্রতি বেলা খাবার খাবো ১৪ তলার বাসভবনে। আমাদের বিয়াই প্রতি বেলা খাবারের সময় স্বয়ং ছয় তলায় এসে আমাদের নিয়ে যেতেন। খানাপিনা শেষে আমরা তারড্রয়িংরুমে আড্ডা দিতাম কিছুক্ষণ এবং এরপর তিনি আবার নিজে ছয় তলায় এসে রুমে দিয়ে যেতেন। আমাদের ড্রাইভার-বডিগার্ডরাও তার বাসায় খেতেন। অথচ বিশাল হোটেলে আন্তর্জাতিক মানের একাধিক রেস্টুরেন্ট রয়েছে এবং পুরো সিলেটে সেসব রেস্টুরেন্টের সুনাম এতটাই ছড়িয়েছে যে, গভীর রাত অবধি রেস্টুরেন্টগুলো লোকে গিজ গিজ করে।

যা হোক, অনুরোধ সত্ত্বেও আমি ও আমার বন্ধু হোটেলরুমে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করলাম এবং কথা হলো, থাকব ছয়তলায় অবস্থিত হোটেলটির ভিআইপি জোনে; কিন্তু প্রতি বেলা খাবার খাবো ১৪ তলার বাসভবনে। আমাদের বিয়াই প্রতি বেলা খাবারের সময় স্বয়ং ছয় তলায় এসে আমাদের নিয়ে যেতেন। খানাপিনা শেষে আমরা তারড্রয়িংরুমে আড্ডা দিতাম কিছুক্ষণ এবং এরপর তিনি আবার নিজে ছয় তলায় এসে রুমে দিয়ে যেতেন।

হোটেল ব্যবসার রমরমা অবস্থা, মেহমানদের সীমাহীন ভিড় এবং অভ্যাগত মেহমান ও হোটেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখে মনে হলো আমাদের বেয়াইয়ের ব্যবসাবাণিজ্য খুব ভালো। আমি ঠাট্টাস্থলে বললাম, আরে ভাই! এত টাকা কী করবেন! তিনি বিনয়ের হাসি দিয়ে তার ব্যবসায়িক সাফল্যের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। তার পিতা ব্রিটিশ জমানার একজন নামকরা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং কর্মজীবনে তিনি চাকরি না করে সিলেটে সেই জমানায় প্রথম বেসরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন, যা এখন পর্যন্ত সুনামের সাথে সিলেট অঞ্চলের মানুষকে সেবা দিয়ে চলেছে। তিনি নিজে ডাক্তারী পাস করার পর পিতার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং ঢাকাতেও স্টোনক্রাশ নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

স্টোনক্রাশ হাসপাতালের নামটি বাংলাদেশে বেশ পরিচিত এবং সেটির মালিক যে ডা: নাসিম তা জানার পর আমি বেশ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই, ওই হাসপাতালের খবর কী! তিনি বললেন, ওটা বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ ঢাকা-সিলেট দৌড়াদৌড়ি আমার একদম সহ্য হচ্ছিল না। ফলে লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের জন্য ওটা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি তার কথা শুনে বেশ আশ্চর্য হলাম এবং চোখে অনেক প্রশ্নের ভাব তুলে তার দিকে তাকাতেই তিনি অনেক দার্শনিক কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন, যার মোদ্দা কথা হলো, বিলাসিতা আরাম আয়েশ টাকা ধনসম্পদের বাসনা সীমাহীন। কেবল পরিতৃপ্ত আত্মা এবং আত্মসংযমই পারে মানুষকে এসব প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করবে।

কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, তার দাদার জমানা থেকেই তারা সুনাম সুখ্যাতি সচ্ছলতা ও শিক্ষাদীক্ষার একটি কাঙ্খিত বৃত্তের মধ্যে বসবাস করছেন। তিনি যেভাবে তার বাবার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছেন, একইভাবে তিনি তার একমাত্র সন্তানকে শিক্ষিত করেছেন। ফলে পরপর চারটি প্রজন্ম গাণিতিকহারে জীবনের সব ক্ষেত্রে ক্রমাগত সফলতার ক্ষেত্র তৈরি অব্যাহত রাখতে পেরেছে। আমি তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম এবং অনুভব করছিলাম যে, আমারও কিছু বলা দরকার। আমি নিজে তেমন সফল না হলেও আমারও যে ডা: নাসিমের মতো সফল আরো অনেক বন্ধু রয়েছে তা জাহির করার জন্য আমি বাংলাদেশের খুব নামকরা একজন ডাক্তরের কথা বললাম এবং তাকে চমকিত করার জন্য তাকে জানালাম যে, আমার পরিচিত ডাক্তার সাহেব বৃহৎ মালকড়ির মালিক। তিনিও ঢাকার অভিজাত এলাকায় ১০-১২ হাজার বর্গফুটের বিলাসবহুল গেস্ট হাউজে থাকেন। বিশাল বিলাসবহুল দামি দামি গাড়ি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, দেহরক্ষী, হাসপাতালের মালিকানা আরো কত কী!

আমার কথা শুনে ডা. নাসিম কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং কোনো কথা না বলে কিছু একটা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। এ অবস্থায় আমার বন্ধু সিব্বির মাহমুদ সন্দেহ করলেন যে, তার বেয়াই হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করেননি। কারণ ডাক্তারি পেশা, হাসপাতাল ব্যবসা এবং সমাজের উঁচুতলার মানুষের সাথে চলাফেরার কারণে তিনি দেশ-বিদেশের হোমরা-চোমরা সবাইকে চেনেন। ঢাকার বড় বড় লোকজন সিলেটে গিয়ে তার মেহমান হওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকেন। আরা পুরো সিলেট অঞ্চলের সরকারি-বেসরকারি হোমরা-চোমরা, রাঘববোয়াল থেকে শুরু করে জ্ঞানী-গুণী-পীর-মাশায়েখ সবাই তার বাসায় দু-চার বেলার জন্য অতিথি হওয়াকে সম্মানের বিষয় মনে করেন। সুতরাং আমি যে ডাক্তার সাহেবের কথা বললাম এবং তার টাকা কড়ির যে হিসাব দিলাম তাকে তো নাসিম সাহেবের চেনা উচিত; কিন্তু নাসিম সাহেব ওই নামের অত বড় ধনী কোনো ডাক্তারের নাম স্মরণ করতে না পেরে অনেকটা অসহায়ের মতো চোখ গোল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নাসিম সাহেবের অবস্থা দেখে আমি কিছুটা বিব্রত হলাম। কারণ আসার পর থেকে তিনি যে মাত্রার মেহমানদারি করছিলেন এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়ে আমাদের সম্মানিত করছিলেন তার বিনিময়ে আমার বক্তব্য শোনার পর তিনি যেভাবে মুখ গম্ভীর করে ফেললেন সেটি দর্শন করে আমি বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। ঠিক এমন সময় ডা. নাসিম হো হো করে হেসে উঠলেন এবং সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় বলে উঠলেন, কিতা কন রনি ভাই! তার মুখে এই প্রথম সিলেটী ভাষা শুনে বেশ আশ্চর্য হলাম। কারণ তিনি প্রথমক্ষণ থেকে অনর্গল প্রমিত বাংলা অথবা ব্রিটিশ উচ্চারণে নির্ভুল ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। তো তার মুখে সিলেটী ভাষা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম এবং তার পরবর্তী বক্তব্য সোনার জন্য কান খাড়া করলাম। কারণ আমি জানি যে, মানুষ অতিরিক্ত রাগ হলে কিংবা অতিরিক্ত আমোদের মধ্যে পড়লে মনের আনন্দে নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে থাকেন।

ডা. নাসিম বললেন, কি কন রনি ভাই। আরে ও তো আমাদের ফজাই। আমরা ওরে ফজাই ডাক্তার বলতাম। ও কী করে এত টাকার মালিক হলো; আমি তো আপনার কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। পরে আপনার বর্ণনা শুনে ফজাইয়ের কথা মনে হলো। এই কথা বলে তিনি আবার হাসতে লাগলেন। তিনি এ ব্যাপারে আর বিস্তারিত কিছু বললেন না বটে তবে আন্দাজ করে নিলাম যে, বাংলাদেশের সর্বত্র যেভাবে নির্বোধদের দাপট চলছে এবং যেভাবে ধর্ম-কর্ম, পেশা-শিল্প-সাহিত্যের সর্বত্র নকল করার প্রবণতা এবং লোক ঠকানোর মহড়া চলছে সেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন সাধারণ মানের ফজাই ডাক্তার যদি অসাধারণ হয়ে ওঠেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই বলেই আমাদের বেয়াই ডা: নাসিম ফজাইকে নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

স্বদেশে ৭০ দিন

বশীর উদ্দীন আহমেদ

সদ্য স্বদেশ ফেরত আমি! এসেই পর দিন থেকে পবিত্র রমজান!তারপর এতেকাফ! অতঃপর ঈদ মোবারক! এখন আবার ৬ নফল রোজা! ইত্যাদী ইত্যাদী ব্যাস্ততার কারণে সময় পাইনি কাউকে স্মরণ করার! ঢাকাস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব, বৃহত্তর সিলেটের এক কৃতি পরিবারের কৃতি সন্তান, অমায়িক পরম শ্রদ্ধা ভাজন জনাব এ কে আব্দুল মুবিন মহোদয়-কে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি! চৌদ্দ ভাই-বোনের মধ্যে ৬ জনই বিশ্বের নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি! বাবা ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবি, সেই যুগে কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য! পরিচয় দিতে গেলে শাহনামা হয়ে যাবে! তাই আসল কথায় আসা যাক!

গুলশানের ফ্লাটে ঢুকার সাথে সাথেই বাক্স কার্টুন ইত্যাদি নজরে পড়ে! তার অন্যত্র একটা এপয়েন্টম্যান্টও ছিল, আমার জন্য বাসায় অপেক্ষা করছিলেন! জিজ্ঞাসিত হলে বললেন তিনি উত্তরায় নিজের বাসায় উঠবেন তাই বক্স কার্টুন ইত্যাদী! উত্তরায় নিজের বাসা থাকতে কেন এখানে ভাড়া বাসায় এত দিন! আমার খটকা লাগল! তিনি যা বললেন তা'শুনে আমার যেমন কস্ট লাগল তেমনই তার প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় মাথা অবনত হলো!

অবসর গ্রহনের পর তিনি যথারীতি সরকারি বাসা ছেড়ে দেন এবং নিজের বাসায় ভাড়াটিয়াকেও বাসা ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দেন! কিন্তু ভাড়াটিয়া নানা অজুহাতে বিলম্ব ও টালবাহানা শুরু করে! অধিকন্তু ভাড়া দেয়াও বন্ধ করে দেয়! আপাদমস্তক ভদ্রলোক একজন ঐতিজ্যবাহি ভদ্র পরিবারের সন্তান, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ শিক্ষিত সচিবের ভদ্রতাকে ভাড়াটিয়া দূর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করে! অবশেষে বাড়ী ছেড়ে দেয় কিন্তু যাওয়ার আগে ব্যাপক ভাংচূর ও ক্ষয়-ক্ষতি করে যায় যা' মেরামতে প্রায় ১৬ মাস সময় ও বহু অর্থ সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়! অবশেষে নিজ বাসায় উঠবেন তাই বক্স কার্টুন ইত্যাদি! প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রদ্ধাভাজন ড. মুবিন মহোদয়ের আপন বড় ভাই সাবেক অর্থ মন্ত্রী ও ক্ষমতাশীন দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এম এ মুহিত (সদ্য প্রয়াত) আর ছোট ভাই বর্তমানে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী! আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই উচ্চ পদস্থ থাকা স্বত্বেও ক্ষমতার দাপট তিনি দেখাননি বা দেখাতে চাননি! ইচ্ছে করলে এক ঘন্টার ভিতর বের করে দিতে পারতেন বলে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জমা আছে। কিন্তু পাছে বদনাম হয় তাই অমায়িক এই উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ আপাদমস্তক ভদ্রলোক ভাটিয়ার সব অভদ্রতা সহ্য করেছেন এবং নিজের আর্থিক ক্ষতি মেনে নিয়ে দীর্ঘ



দিন ধর্য সহকারে ঢাকা শহরে নিজের বাড়ী থাকা স্বত্বেও ভাড়া ফ্লাটে থেকেছেন বা থাকতে বাধ্য হয়েছেন! অবসরে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই সরকারি বাসা ছেড়ে দিয়েছেন, চাইলে আরো কিছু দিন থাকতে পারতেন! সবাই থাকে!

দেশে ভদ্রলোক হওয়ার এটাই বিপদ! People think they can play with you! ভদ্রলোক হওয়ার কারণে আমি নিজেও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছি এবং হচ্ছি! তিনি একজন সচিব, আজীবন সৎ, মানুষ এই কি তার পুরস্কার দিলো! মানুষের কি নূন্যতম সৌজন্যবোধ থাকতে নেই! এই মহৎ ব্যক্তিটিকে কূর্ণিশ জানাই!

কথায় কথা এসে যায়! আমেরিকার ভিসা পেয়েছি! সৌজন্য সাক্ষাত করতে গেলাম পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রয়াত অর্থমন্ত্রী সামস কিবরিয়া মহোয়ের সাথে! জিজ্ঞাসা করলাম স্যার, কনভেনশন শেষে মানে মানে চলে আসব নাকি থাকার চেষ্টা করব? কারণ এর আগে আমি বিলেত ফেরত! ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডও ঘুরে এসেছি! কোথাও আমার জায়গা হয়নি! বললেন- আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহলে বলব যে কোন মূল্যে থেকে যেও! আফসোস করে বললেন, আমি প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব, জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল ও এস্কাপের নির্বাহী, বিরোধী দলীয় নেত্রীর উপদেষ্টা! শাহবাগ থানার ওসি আমার টেলিফোনে পাত্তা দেয়নি! বললাম ঘটনা কিতা স্যার! বললেন, উনার ভাগ্না ইঞ্জিনিয়ার জয় (পিডাব্লিউডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শাহ মোসাব্বির ভাইয়ের সন্তান) একটি হলের কাজ পেয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাশীন দলের ছাত্র সংঘঠন চাঁদার দাবীতে সাইটে গিয়ে মালপত্র, মালামাল লুট করত, ফলে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে! ভাগ্না জয় নিরুপায় হয়ে মামার কাছে এলে শাহবাগ থানার ওসি তার টেলিফোনের পাত্তা দেয়নি! বললেন- আমি কিবরিয়ার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে তুমি এদেশে থেকে কি করবে? আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম! উনিও ফেললেন! প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা, লালমাটিয়ার আমি ছিলাম টু-টার্ম সেক্রেটারী এবং তার আপন ভগ্নীপতি শাহ মোসাব্বির (শরিফা বেগমের স্বামী) ছিলেন প্রেসিডেন্ট। এই পরিবারের অন্যান্য সদস্য ছিলেন সদস্য। সেই সুবাদে তাঁর সাথে আমার বিশেষ জানাশুনা হয়! বোমার আঘাতে উনার মৃত্যু সংবাদ আমাকে চরম ব্যথিত করে! আমি আকাশ থেকে জমিনে না পড়ে একেবারে সাগরে গিয়ে পড়ি! কিবরিয়া সাবের মত মানুষেরও দূশমন থাকতে পারে একথা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না! পরিবারের সদস্যরা বরাবরই সুবিচার না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন! আজীবন সৎ থাকার কি এটাই পুরস্কার! এসব ঘটনায় আমি বিদেশে পড়ে থাকার যুক্তি খুঁজে পাই!

ড. মুবিন সাবের ঘটনাও আমার মত সলিমুদ্দীনের আমেরিকা থেকে যাওয়ার যথার্থতা প্রমাণ করে!

কেন জানি বারবার আমার মনে হয় আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ ভাল মানুষের ভার সইতে পারছেন না! কিন্তু কেন? কেন?? **আটলান্টা, জর্জিয়া!**

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেডলিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৪ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সৌদির নতুন তেল বাণিজ্য, অস্বস্তিতে যুক্তরাষ্ট্র

(১৪ পাতার পর)

প্রকৃতপক্ষে তেলের বাজারের জন্য একটি বড় ধরনের পরিবর্তন সূচনা করবে এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের চীনা মুদ্রায় লেনদেনে উৎসাহিত করার বিষয়ে বেইজিংয়ের প্রচেষ্টা এগিয়ে নেবে।

লেনদেনের ক্ষেত্রে ইউয়ান বেছে নেওয়ার বিষয়ে সৌদি আরবের নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। সেটি হচ্ছে রিয়াদ নতুন বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের অংশ হিসেবে পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করে ইউয়ান গ্রহণ করবে এবং এর বিপরীতে দেশটিতে চলমান মেগাপ্রকল্পগুলোতে কর্মরত চীনা ঠিকাদারদের অর্থ পরিশোধ করতে পারবে।

ওয়াশিংটনের জন্য এটি নিশ্চিতভাবেই একটি সংবেদনশীল ইস্যু। কারণ ইউয়ানে সৌদি-চীন লেনদেন সুইফট মেসেজিং সিস্টেমের পর্যবেক্ষণ আয়নায় প্রদর্শিত হবে না। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক লেনদেন পর্যবেক্ষণ অকার্যকর হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে যে চীনের সহায়তায় সৌদি আরব পারমাণবিক প্রযুক্তির অর্জন ত্বরান্বিত করতে আল-উলা নগরীর কাছে একটি নতুন ইউরেনিয়াম প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে পারে। এ ছাড়া পাকিস্তানের জন্য সৌদি আরব গত সপ্তাহে আট বিলিয়ন ডলারের উদার অর্থনৈতিক সহায়তা ঘোষণা করেছে। এ বিষয়টি প্রায় নিশ্চিতভাবেই ওয়াশিংটনে হেঁচকি তুলবে।

আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট পরিচালিত চায়না গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট ট্র্যাকারের তথ্য মতে, সৌদি আরব চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ এবং চীনা নির্মাণ প্রকল্পের শীর্ষ তিনটি দেশের একটি। সুতরাং এটা বলা যায় যে সৌদি যুবরাজের সঙ্গে সিআইএ প্রধানের আলোচনাটি বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা নয়।

লেখক: সাবেক ভারতীয় কূটনীতিক

তথ্য সূত্র: এশিয়া টাইমস, সংক্ষেপিত ভাষান্তর

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে সমিরন চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি একজন সিটিজেন হিসেবে আমার স্ত্রী এবং ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানের জন্যে আবেদন করেছিলাম। আমার আবেদনে তারা এদেশে এসেছে। আমার এখন জানার বিষয় হচ্ছে তারাতো সবাই এখন গ্রিনকার্ডধারী কিন্তু কখন তারা তাদের সিটিজেনশীপ লাভ করার জন্য আবেদন করতে পারবে?

আমার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন এই বিভাগে পড়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার প্রয়োজনে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম। আশা করছি আমার প্রশ্নের জবাব এবং এ বিষয়ে পরামর্শ পাব।

সমিরণ চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার করা আবেদনে আপনার স্ত্রী, ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তান এদেশে এসেছে গ্রিনকার্ডধারী হিসাবে। এখন আপনার জানার বিষয় হচ্ছে তারা কখন তাদের সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবে? আর হ্যাঁ আপনি ঠিকই লিখেছেন প্রায় এই একই ধরনের আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি এ কারণে আমাদের প্রথম পরামর্শ এই বিভাগ পড়ুন এবং আপনার প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর জেনে নিন।

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন আর আপনার সন্তান ১৮ নিম্ন বয়সের হলে তাদের আর ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। তারা এখন সিটিজেনশীপের জন্যে অবেদন করতে পারবে। এই আবেদনের জন্য ফর্ম পুরণ করতে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র সংযোগ করে দিতে হবেঃ

১) গ্রিনকার্ডের কপি, ২) পাসপোর্টের কপি, ৩) সন্তানদের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৪) মা-বাবার বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৫) মা-বাবার ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি, ৬) ২ কপি ছবি।

ইউএস সিটিজেনের ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানদের তাদের গ্রিনকার্ডের পাবার পর যে কোন সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারে। আপনার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার আবেদনের পেক্ষিতে আপনার স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছে। একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস তার গ্রিনকার্ড পাবার ৩ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

তবে এক্ষেত্রে একটি নিয়ম হচ্ছে বিয়ের ২ বছরের মধ্যে গ্রিনকার্ড পেলে তাকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলে। এই কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারীর তাদের গ্রিনকার্ড পাবার ৩ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। যেহেতু এই নিয়মে পড়েন না তাই তারা এখনই তাদের সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে বিশেষ পরামর্শের জন্যে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে আনোয়ারা খানের প্রশ্নঃ

আমার ছেলে ইউএস সিটিজেন। আপমার ছেলের করার আবেদনে আমরা স্বামী-স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। আমাদের অন্যান্য সন্তানেরা বাংলাদেশে আছে। তাদের



দেখতে আমরা স্বামী-স্ত্রী অল্পদিনের জন্যে বাংলাদেশে বোড়াতে চাই।

আমার স্বামী বাংলাদেশে বসবাসকারী সন্তানদের জন্যে আবেদন করেছেন। আমার স্বামী কিছুদিন আগে তার মা-বাবাকে দেখার জন্যে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর এক পর্যায়ে তাকে আর বাঁচানো যায়নি। এমন দুঃখজনক ঘটনার পর আমি বিশেষ প্রয়োজনে আপনার পরামর্শের জন্যে আজ লিখছি।

আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার স্বামী বাংলাদেশে বসবাসকারী আমাদের সন্তানের জন্যে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি তো আর জীবিত নেই। তার মৃত্যুর পর আমরা সন্তানের কেসের অবস্থা কি হবে? তাদের করা আবেদন বলবৎ থাকবে কিনা? আর তাদের জন্যে করণীয় কী?

এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আনোয়ারা খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনাদের ইউএস সিটিজেন সন্তানের করা আবেদনে আপনারা এদেশে এসেছেন। এখানে আসার পরে আপনার স্বামী বাংলাদেশে বসবাসকারী অন্যান্য সন্তানের জন্যে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আপনার স্বামী আর বেঁচে নেই। তিনি আপনার সন্তানদের আবেদনকারী। এ ব্যাপারে নির্মম সত্য হচ্ছে আবেদনকারীর মৃত্যু হলে আবেদনেরও ইতি হয়ে যায়। তবে আশার কথা হচ্ছে আপনি মা হিসেবে আবার তাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে আপনার করা আবেদনকে আপনার স্বামীর করা আবেদনের প্রায়োরিটি তারিখ পাওয়া যাবে না।

আপনাদের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আপনাদের ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য জানা দরকার। আর ব্যাপার একজন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে আলোচনা করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে জিয়া হকের প্রশ্নঃ

আমার স্ত্রী এদেশে আসার পরে আমি তার ওয়ার্ক পারমিট ও সোসিয়েল সিকিউরিটি নম্বরের জন্যে আবেদন করেছিলেন তারপর সে ওয়ার্ক পারমিট ও সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর পেয়েছে। উল্লেখ্য, আমার আগেই সিটিজেনশীপ পাবার কথা ছিলো। আমার স্ত্রীর ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেখ হয়ে যাবে। আমার স্ত্রী কোন কাজ করে না। তার ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বাড়াতে হবে কিনা?

জিয়া হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

ওয়ার্ক অথোরাইজেশন কার্ড বৈধ বা অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করে না। সে কারণে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার অর্থ অবৈধ হয়ে যাওয়া নয়। কেউ যদি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকেন তবে তিনি বৈধ বলে বিবেচিত হবেন- তার ওয়ার্ক পারমিট থাকুক বা না থাকুক। আর কেস যদি অস্বীকৃত হয়ে যায় তাহলে ওয়ার্ক পাপর-মিটও বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ওয়ার্ক পারমিট রাখা ভালো। কারণ এটা এক ধরনের বৈধ আইডি।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ফাউ ট্রেন ভ্রমণ, ফাউ সেতু পার কিংবা ফাউ খাওয়ার মনস্তত্ত্ব



রুমিন ফারহানা

দেড় কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পায়রা সেতুর টোল নির্ধারণের পর সেটা নিয়ে মানুষের অসন্তোষ ছিল। ফেরির তুলনায় পাঁচ থেকে সাত গুণ টোল নির্ধারণ করাকে মেনে নেয়নি যাত্রীরা। কিছু যানবাহনের জন্য এই সেতুর নির্ধারিত টোল এরকম–বড় বাস ৩৪০, মিনিবাস-কোস্টার ১৯০, মাইক্রোবাস ১৫০, ফোর হুইলচালিত যানবাহন ১৫০, সেডান কার ৯৫, মোটরসাইকেল ২০ টাকা। এই গাড়িগুলো বেছে নেওয়ার কারণ এগুলোর মধ্য থেকেই হবে বরযাত্রীর গাড়ি। এই সেতু দিয়ে একটি বড় বরযাত্রী পার হলে তাতে সম্ভাব্য নানা ধরনের কটি গাড়ি থাকতে পারে, তাতে টোল কত হতে পারে, সে হিসাব কষা যায় সহজেই।

বাংলাদেশের নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারেও বিয়ের বাজেট কত, আমরা তা জানি। সেই আলোকেই সরকার দলীয় একজন সাংসদ কাজী কানিজ সুলতানা হেলেনের ছেলের বিয়ের বাজেট সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাঁর ছেলে বিয়ের পর কনেসহ বরযাত্রী নিয়ে বাসায় ফেরার পথে পায়রা সেতুর টোল দিতে চাননি, এমনকি জড়িয়েছেন মারামারিতে।

সেতুর টোল না দিয়ে যে কয়টি টাকা বাঁচাতে পারতেন সাংসদের পরিবার, সেটা তাঁদের আছে একেবারেই নস্যি। কিন্তু দেশের আর সব মানুষকে যখন টোল দিয়ে সেতু পার হতে হয়, সেখানে সাংসদের সন্তানের বিয়ের বরযাত্রীকে টোল দিতে হয় না, এটা সবার সামনে তাঁর দাপট প্রমাণ করে। বিশেষ করে, যখন ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, তখন নববধূকে দেখানোটা জরুরি, তিনি কাকে বিয়ে করেছেন। ক্ষমতা বলে কথা। হ্যাঁ, টাকা বাঁচানো নয়, দাপট প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ক্ষমতার প্রমাণ রাখতে তাই দাপট দেখানো এতটাই জরুরি যে টোল ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেউ মারামারি করে কেউবা আবার বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে বসে।

রেলমন্ত্রীর স্ত্রীর ভাগনেদের সঙ্গে ঠিক কী কী ঘটেছে, আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। সব পক্ষেরই নিজস্ব বয়ান আছে আর তাই টিটিই এবং ভাগনেদের পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বয়ান আমাদের সামনে এসেছে। বয়ানে ভিন্নতা যাই থাক, দুপক্ষই একটা বিষয় স্বীকার করেছে আর তা হলো মন্ত্রিমশাই এর ভাগনেদের কাছে টিকিট ছিল না। তাঁরা টিকিট ছাড়া নিজেরাই ট্রেনে উঠে গেছেন নাকি, টিকিট না পেয়ে স্টেশনমাস্টারের 'বিশেষ ব্যবস্থায়' ট্রেনে উঠেছেন, সেটা আপাতত নিশ্চিত নয়।

যা-ই হোক, টিকিট না থাকা সত্ত্বেও ভাগনেরা ট্রেনে উঠেছিলেন এবং রীতিমতো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার দখল নিয়েছিলেন। যখন টিটিই তাঁদের টিকিটের জন্য ধরলেন, তখন তাঁরা ভুল স্বীকার করে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার টিকিট কিনে নিলেই পারতেন। কিন্তু সেটি করলে তো আর দাপট দেখানো হয় না। তাই অনেক ঝামেলার পর তাঁরা কিনেছিলেন শোভন শ্রেণির টিকিট, কিন্তু সেই টিকিটেই থেকে যেতে চেয়েছিলেন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায়। রেলমন্ত্রীর ভাগনে হিসেবে আবদার খুব বেশি নয়।

এই দুই শ্রেণির টিকিটের পার্থক্য যত টাকা, সেটা তাঁদের না থাকার কোনো কারণ নেই। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই শোভন শ্রেণির ওপরে টিকিট কেনার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না তাহলে আর সবার মতো শোভন শ্রেণিতে তাঁদের ভ্রমণ করার কথা। মূল বিষয় আসলে ক্ষমতার দাপট। তাঁরা দাপট দেখাতে গিয়েছিলেন। প্রথমে দেখাতে গিয়েছিলেন টিকিট ছাড়াই তাঁরা ট্রেনে চড়তে পারেন, তাও রীতিমতো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায়। এই চেষ্টায় বাধা তৈরি হওয়ার পর পেতে চেয়েছিলেন 'সান্ত্বনা পুরস্কার' শোভন শ্রেণির টিকিটের টাকা দিয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচে থাকবেন। অর্থাৎ যেকোনোভাবেই হোক দাপট দেখাতে হবে।

টিটিই শেষ পর্যন্ত সেটাও করতে না দেওয়ায় যে পরিস্থিতি হলো তার জন্য টিটিইকে বরখাস্ত করাটা জরুরি ছিল। শুধু মন্ত্রী কেন মন্ত্রীর স্ত্রী, শালী, ভাগনাভাগনে কতটা দাপট রাখেন, সেটা দেখাতে হবে তো। যাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় রেলের কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারের ইতিহাস এ দেশে অনেক পুরোনো। কোনো যাত্রী অভিযোগ করে তার ন্যূনতম প্রতিকার কখনো পেয়েছে এমন উদাহরণ অতি বিরল। কিন্তু মুহূর্তেই টিটিইকে বরখাস্ত করা রেলমন্ত্রীর স্ত্রীর দাপট প্রমাণ করেছে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় অনেকেই অবশ্য বলছেন–টিটিই তো বেঁচে গেলেন, তাঁর জেল জরিমানা গুনতে হলো না অন্তত।

সংবাদটি প্রকাশিত হওয়া এবং সেটা নিয়ে প্রচন্ড শোরগোল হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা ব্যাকফুটে পড়েছেন মন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী। টিটিইকে চাকরিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, এমনকি তাঁকে পুরস্কৃত করার কথাও আলোচনায় আসছে। তবে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা শোনা যায়নি যে কর্মকর্তা রেলমন্ত্রীর স্ত্রীর কথায় এই অন্যায় পদক্ষেপ নিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা রেলমন্ত্রীর স্ত্রী তো বটেই স্বয়ং রেলমন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীর অন্যায়, বেআইনি আদেশ মানতে বাধ্য নন। কিন্তু এটা আসলে দাপট দেখানোর সমাজ, দাপটের সামনে মাথা নুইয়ে চলার সমাজ, না হলে এখানে টিকে থাকাই অসম্ভব।

তবে এই শোরগোল মিইয়ে যাবে অচিরেই। একজন 'নগণ্য' টিটিই যে দুঃসাহস করেছেন, অনুমান করি, তিনি সেটার মূল্য দেবেন। তিনি যদি পার পেয়ে যান, তাহলে একজন মন্ত্রী স্ত্রীর দাপট ভবিষ্যতের জন্য হুমকির মুখে পড়ে যেতে পারে। এটা হয়ে উঠবে বিরাট ক্ষমতাবানদের দাপটের বিরুদ্ধে কোনো 'তুচ্ছ' মানুষের টিকে যাওয়ার উদাহরণ, যা অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে আরও অনেক 'তুচ্ছ' মানুষের কাছে, যাঁরা দাপটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। এই দেশে দাপটওয়ালারাই যেকোনো মূল্যে ঠেকাবেন সেটা। সুতরাং অনুমান করি, আপাতত চাকরি ফিরে পেলেও নিকট ভবিষ্যতেই এই ঘটনার মূল্য চোকাতে হবে টিটিইকে।

আমরা যখন বলি 'উনি খুব পাওয়ারফুল মানুষ' তখন শ্রোতা বুঝে নেন আমরা এমন একজন মানুষের কথা বলছি যিনি চাইলে অনেক আইন, নিয়ম ভেঙে দাপট দেখাতে পারেন। মানুষের শ্রদ্ধা না পেলেও অন্তত ভীতিজনিত সমীহ আদায় করে নেন তিনি। ভীতিজনিত সমীহ ধরে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষের সামনে নিয়মিত ক্রমাগত বেআইনি, (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে থামান

প্রদীপ মালাকার

এবার নানা উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার মধ্যদিয়ে বাঙালী দেশে-প্রবাসে পহেলা বৈশাখ ও বর্ষবরণ উৎসব পালন করে। করোনা মহামারির কারণে গত দুই বৎসর সীমিত আকারে ১ বৈশাখ পালন করা হলেও পরিস্থিতির উন্নতিতে জাতি এবার জাঁকজমকভাবে পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। আর এই উৎসব পালনকে কেন্দ্র করে প্রতি বৎসরই একটি ধর্মান্ধ চক্র বাঙালীর হাজার বৎসরের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ধর্মীয় রং ছিটিয়ে সমাজে অস্থিরতার চেষ্টা করে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দশ্যে নববর্ষের শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তিনি আরও বলেন ধর্ম ও সংস্কৃতি এক নয় কিন্ত একে অপরের বিরুদ্ধেও নয়।

অথচ এনায়েত উল্লা আব্বাশি, মুফতি আমীর হামজা, মুফতি ফযলুল করীম, আল্লামা নুরল ইসলাম, জুনায়েদ আল হাবিব, মিজানুর রহমান আযহারি প্রমুখ ধর্ম ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও অর্থকে ভুলভাবে প্রত্যেকে যার যার মত কওে ব্যাখ্যা কওে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করেন। তারা বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার যারা বলে তারা নাকি কাফের এবং ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ। পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ পালন, মঙ্গলপ্রদীপ, মঙ্গল শোভাযাত্রা, হালখাতা, পান্তা-ইলিশ বা কপালে টিপ পরা, এসকল, হিন্দুদেও অনুষ্ঠান। ইসলামে না জায়েজ। অথচ এইসকল জামায়াতি-হেফাজতি ধর্মীয় নেতারা সংস্কৃতি কি তা বুজে না তা আমি মনে করিনা। তারা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে কোড কওে ধর্মেও সাথে সংস্কৃতির সংঘাত বা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গুলিয়ে ব্যাখ্যা করেন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য।

প্রিয় পাঠক, এই এনায়েত উল্লা আব্বাশি, মুফতি ফজল করীম গংরা বাঙালীর সংস্কৃতি বাবর্ষবরণের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তারা এবার বিজ্ঞানের ওপরও থাবা বসিয়েছে। তারা বিজ্ঞান পুস্তক থেকে ডারউইনের থিউরি বাদ দেওয়ার দাবি জানান। সাম্প্রতিক সময়ে মুন্সীগঞ্জের বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় চন্দ্রমন্ডলকে মিথ্যা ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ফাঁসানোর চেষ্টা হয়। পরবর্তীতে তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হন। কিন্তু অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল হৃদয় মন্ডল ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের বিজ্ঞান ও ধর্মেও আলোচনা। সাম্প্রতিক সময়ে টিপ কান্ডে, এক কলেজ শিক্ষিকা টিপ পরার কারনে এক পুলিশ কনস্টেবল দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা আমাদের কি অশনি সংকেত দিচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, যে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মোল্লাদের এত ক্ষোভ, সেই সংস্কৃতির হাত ধরেই ৫২'র ভাষা আন্দোলন পেরিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। তারপর ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সকল ধর্ম, বর্ণের মানুষের সমন্বয়ে তথা অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী লড়াই করে দেশ স্বাধীন করে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কলিকাতায় গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আমি ধর্মনিরপেক্ষতার একটি চারা রোপণ করেছি, কেউ যদি আমার অবর্তমানে তা উপড়ে ফেলে না দেয় তা একদিন মহিরূপে প্রকাশ পাবে। আর যার রাষ্ট্রীয় আদর্শ থাকবে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ক্ষমতার পালা বদলের পাশাপাশি রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত ধর্মান্ধ শক্তি পুনর্বাসিত হয়। জেঃ জিয়া ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং স্বাধীনতার চার মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে সংবিধানের তিলকে বিসমিল্লাহ বসিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেন। জেঃ এরশাদ ক্ষমতায় এসে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সাম্প্রদায়িক করণ করা হয়। জেঃ জিয়া, জেঃ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া তারা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা বিরোধী ও ধর্মান্ধ শক্তিকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতার পার্টনার করার ফলে রাষ্ট্র যন্ত্রই নয়, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সাম্প্রদায়িককরণ হয়েছে। আর এই দীর্ঘ সময় সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ধর্মান্ধতা বা জঙ্গিবাদ।

যা আমরা ২০০১ সালে জোট সরকারের আমলে বাংলা ভাই, শায়খ আঃরহমান জঙ্গি নেতাদের নেতৃত্বে জঙ্গিবাদের উত্থান দেখতে পাই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জঙ্গিবাদের বিরক্কে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার লড়াই করে যাচ্ছে। এই সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের কারনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খতিগ্রস্থ হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু, প্রগতিশীল বা ভিন্ন মতালনবি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্টি সম্প্রদায়। গত ৫০ বৎসরে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশী। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং হিন্দুদের সংখ্যা ৭৫ লাখ কমেছে। এই সময়ে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার হার মোটামুটি একই আছে।

স্বাধীন দেশে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে। তখন হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ। এর পর আরও চারটি আদমশুমারি হয়েছে। সর্বশেষ ২০১১সালে আদমশুমারিতে দেখা গেছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৮ দশমিক ৫ শতাংশ হিন্দু। প্রতিবেদনে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার দুটি কারন উল্লেখ করেছে। প্রথমত হিন্দুরা নিগৃহীত হয়ে দেশ ছাড়ছে। দ্বিতীয়ত তাদের প্রজনন হার কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাত তার গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছেন, কোন মানুষ নিজের মাতৃভূমি, নিজের বাড়িঘর, ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য দেশে যেতে চান না। অত্যাচারের কারনে বাংলাদেশের হিন্দুরা দেশ ছেড়েছেন, তাদের সংখ্যা দ্রুত কমছে এবং তার মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। শত্রু সম্পত্তি আইনের কারনে অনেকে নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কোরআন অবমাননার ঘটনার জের ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মন্দির ভাংচুর, বাড়িঘরে হামলা, আগুন দেওয়া, লুটতরাজ, হত্যা, নারী ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটেছে।

এবারের দুর্গা পুজায় কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির পাড়ে পূজা মন্ডপে হনুমানের কোলে পবিত্র কোরআন শরিফ রাখাকে ধর্মানুভুতিতে আঘাতের অজুহাত তুলে ধর্মান্ধ গুষ্টি ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে সারা দেশে স্বরণকালে সহিংস তান্ডব চালায়। মন্দিরে কোরআন রাখা অপরাধী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে সরকার বার বার ঘোষণা দেওয়ার পরও পরবর্তী পাঁচ দিনে ভোলা, চট্টগ্রাম, ফেনি, বাঁশখালী, সাতখিরা, চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, নোয়াখালীর চৌমহনী, রংপুরের পীরগঞ্জ সহ দেশের বহু স্থানে ধর্মান্ধ গুষ্টি শত শত মন্দির ভাংচুর, বাড়িঘর, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও অসংখ্য নারীর শীলতা হানি ঘটায়। কাজেই ধর্মানুভূতি নয়, ধর্মীয় বিদ্বেষই এ সকল হামলার কারণ। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও কলামিস্ট বদরুদ্দিন উমর বলেছেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক চেতনার বীজ রয়ে গেছে।

প্রিয় পাঠক, আমরা ছাত্র/যুবা অবস্থায় প্রায়ই সহপাঠী বন্ধুরা মিলে রাত জেগে যাত্রা পালা বা সার্কাস দেখতাম। কখনো কখনোও নাটক বা পালাগান, জারিগানের আসর বসতো। আজ সময়ের পরিক্রমায় সেই সকল ব্রাত গ্রাম বা মফস্বল এলাকায় এখন ছাত্র/যুবারা রাত জেগে হুজুরদের ওয়াজমাফিল বা ইসলামী জলসার বয়ান শোনেন। জামায়াত বা হেফাজতি সমর্থিত অধিকাংশ হুজুরদের বয়ানের বেশীর ভাগ জুড়ে থাকে অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা , বিদ্বেষ, উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং হিন্দুদের দেব-দেবীদের নিয়ে চলে বাধাহীনভাবে কুৎসা, কূটক্তি। আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াত নেতা যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে যাবত জীবন সাজা দিয়েছে। কিন্তু তার ওয়াজের বয়ানকৃত হাজার হাজার ক্যাসেট এখনও বাস, রেল ষ্টেশন, লঞ্চ বা ষ্টীমারে বাজতে শোনা যায়। যার প্রায় গুলোই অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানো। আর এভাবেই মাস, বছর, যুগ যুগ ধরে সমাজে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে।

প্রিয় পাঠক, আমরা ছাত্র/যুবা অবস্থায় প্রায়ই সহপাঠী বন্ধুরা মিলে রাত জেগে যাত্রা পালা বা সার্কাস দেখতাম। কখনো কখনোও নাটক বা পালাগান, জারিগানের আসর বসতো। আজ সময়ের পরিক্রমায় সেই সকল ব্রাত গ্রাম বা মফস্বল এলাকায় এখন ছাত্র/যুবারা রাত জেগে হুজুরদের ওয়াজমাফিল বা ইসলামী জলসার বয়ান শোনেন।

এবার ফিরে যাই পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন আনা বিষয়ে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এক আলোচনা সভায় হেফাজতে ইসলামের চাওয়া অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ে "সাম্প্রদায়িক পরিবর্তন" আনা হয়েছে মন্তব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিশি প্রয়াত অধ্যাপক অজয় রায় সরকারকে সতর্ক করেন। সংকটের আবর্তে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা শিরোনামের আলোচনায় বলেছিলেন, একদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, আপনাকেও বোরকা পড়তে হবে, আপনাকেও হেজাব পরতে হবে। এই হেফাজতিরা আপনাকেও ছাড়বে না । বঙ্গবন্ধুর কন্যা বলে রেহাই দেবে না । মানীয় প্রধানমন্ত্রী এদেরকে থামান, নচেৎ এরা বাঙালীর আত্ম পরিচয়ের ঠিকানাই পালটে দিবে।

প্রয়াত অজয় রায়ের বক্তব্য সত্য হওয়ার আগেই ঘটে যায় আরেক ঘটনা। গণজাগরণ মঞ্চের ব্লগার রাজীবকে হত্যার পর প্রধানমন্ত্রী কঠোর ভাষায় বলেছিলেন, হেফাজত-জামায়াতকে আর ছাড় দেওয়া যাবে না। এর কয়েক মাস পরেই দেখা গেল হেফাজতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সখ্যতা। বুজা গিয়েছিল সরকার হেফাজতকে কিছু সুবিধা দিয়ে পোষ মানিয়েছিল। আর এই সুযোগে হেফাজত ও সাময়িকভাবে তার বিষাক্ত ফণা নামিয়ে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি সহ ১৩ দফা দাবী আদায় করে নেয়। যা এতদিন এই ১৩ দফা জামায়াতেরই দাবী ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য হওয়ার বিষয় যার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হল সেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে তারা 'জাতির জনক' হিসেবে আজও স্বীকার করে না। তারা শহীদ মিনার, একুশ উদযাপন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস মানে না। অনেক কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত পর্যন্ত গাওয়া হয় না। সেই দলার নেত্রী বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরি জন নেত্রী শেখ হাসিনা তাদের কাছ থেকে কওমি জননীর খেতাব নিতে সোহওয়ারদী উদ্যানে যেতে হয়।

তখন অনেকেই বলতে শোনা গিয়েছিল তবে কি আওয়ামীলীগ বদলে যাচ্ছে? মুক্তিযুদ্ধর চেতনা কি আজ জামায়াত-হেফাজতি ইসলামের চেতনা কি একাকার হয়ে গেছে? এই জন্য কি ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছিল এবং ৪ লক্ষ মা বোন ইজ্জত দিয়েছিল? আওয়ামী লীগের দেউলিয়াত্বের শেষ কোথায়? হেফাজত তাদের কাজ হাসিলের পর ২০১৭ সালে সুপ্রিমকোর্টের সামনে থেকে লেডি জাস্টিসিয়ার ভাস্কর্য সরানোর জন্য আবার যেই না তর্জন গর্জন শুরু করেছে, সরকার সঙ্গে সঙ্গে এটি সবার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে নেয়। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারের হেফাজতের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটে, যখন হেফাজত জাতির জনকের অস্তিত্ব ধরে টান দেয়। গত বৎসরের ১৩ নভেম্বের করোনা কালীন যাবতীয় বিধিনিষেধ লংঘন করে ঢাকার গেন্ডারিয়ার ধুপখোলার মাঠে সমাবেশ করে হেফাজতের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মুহাম্মদ মামুনুল হক বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ হলে তা বুড়িগঙ্গায় ছুড়ে ফেলার হুমকি দেন।

তার পর থেকে ভাস্কর্য ইস্যুতে ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র ও চরমোনাই পীর সহ ধর্মান্ধ দলগুলি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ বন্ধে সারাদেশে বেশ কিছুদিন লাগাতার বিক্ষোভ সমাবেশ করে। পরে প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের সকল দল মাঠে নামে। তীব্র বিক্ষুব্ধ জনরোষে ধর্মান্ধ দলগুলি চাপে পড়ে এবং বেকফুটে চলে যায়। কিন্তু এদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন থেমে থাকেনি। গত বৎসর স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রাককালে অনুষ্ঠানের প্রধান অথিতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমনের বিরোধিতা করে জামায়াতি-হেফাজতী সহ ধর্মান্ধ দলগুলো সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশের নামে সহিংস তান্ডব চালায়।

বাহ্যিকভাবে মোদী বিরোধী বিক্ষোভ দেখালেও আসলে ধর্মান্ধদের লক্ষ্য ছিল সুবর্ণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী বানচাল করার। তিন দিনের তান্ডবে তারা বেছে বেছে প্রগতিশীল ও সংখ্যালঘুদের বাড়ি ঘর ও মন্দিরে হামলা, কয়েক স্থানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ভাংচুর, লুটপাট চালিয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিল্পকলা একাডেমী ভবন, ওস্থাদ আলাউদ্দিন খার সুরবিতান বিদ্যালয়, পাঠাগার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তাই সচেতন দেশবাসীর দাবী সরকার যেন ধর্মান্ধ রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার রখার জন্য সুরক্ষা আইনের ব্যবস্থা করেন। সেই সাথে পাঠ্যপুস্তক থেকে সকল সাম্প্রদায়িক লেখা, কবিতা বাদ দিয়ে গণমুখী অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা চালুকরার ব্যবস্থা করবেন। পাশাপাশি সরকার স্বাধীনতার সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে ধর্মান্ধ রাজনীতির বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবেন এটাই জনতার সময়ের দাবী ।

নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

(১১ পাতার পর)

ফাউ ট্রেন ভ্রমণ, ফাউ সেতু পার কিংবা ফাউ খাওয়ার মনস্তত্ত্ব

অন্যায় দাপট প্রদর্শন। তাই এ দেশের একজন 'ক্ষমতাবান' মানুষ তাঁর এই দাপট চালিয়ে যান।

এ তো গেল মন্ত্রী এমপির মতো বড় ক্ষমতাবানদের কথা। এ দেশের পরতে পরতে এখন ক্ষমতাবানদের ছড়াছড়ি। এই ক্ষমতা টাকার ক্ষমতা, এই ক্ষমতা দীর্ঘদিন সরকারে থাকার ক্ষমতা। বর্তমান বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠনের নেতাদের কাছে আছে বেশুমার টাকা; লাখ টাকার হিসাবও নাকি তাঁরা করেন না। তৃণমূল পর্যায়ের কোনো নেতা তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে স্থানীয় কোনো রেস্টুরেন্টে সেখানকার দামি খাবারে ভোজ উৎসব করলে যে বিল হবে সেটাও তাঁর কাছে একেবারেই নস্যি। কিন্তু আমরা দেখি বহু সময় তাঁরা বিল দেন না, ফাউ খান। এখানেও টাকা বাঁচানো কারণ নয়, বরং সাঙ্গপাঙ্গদের এবং এলাকায় নিজের ক্ষমতার দাপট দেখানোর জন্য এমনটা করেন তাঁরা। সরকারি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরও যদি বিল দিতে হয়, তাহলে আর ইজ্জতটা থাকে কোথায়?

উন্নত, বিকশিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে 'ক্ষমতা' বলতে বোঝায় যে কারও সংবিধান এবং আইনের চৌহদ্দির মধ্যে ক্ষমতা। যিনি বেশি ক্ষমতাবান, তাঁর এই চৌহদ্দি অনেক বড়, কিন্তু তাঁকেও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয় এই চৌহদ্দির ভেতরে থেকেই, আইনকানুন, নিয়ম মেনে। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে কম ক্ষমতাবান কেউ তাঁর সংবিধান ও আইনি চৌহদ্দির মধ্যে বেশি ক্ষমতাবান কাউকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এবং আইনি পদক্ষেপও নিতে পারেন। সম্প্রতি কোভিড নিষেধাজ্ঞা ভেঙে পার্টি করার অভিযোগে স্বয়ং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের বিরুদ্ধে তদন্ত করেছে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং তাতে বরিসকে দায়ী পেয়ে জরিমানা করা হয়েছে। এটা সাম্প্রতিক ঘটনা, কিন্তু তুলনামূলক অনেক কম ক্ষমতাবান মানুষ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান মানুষকে শাস্তি দিয়েছে, এমন উদাহরণ পশ্চিমে ভূরি ভূরি।

একটি দেশের প্রেক্ষাপট কোনো শব্দের নতুন দ্যোতনা, নতুন মানে তৈরি করতে পারে। দুই পক্ষের গোলাগুলির মাঝে পড়ে কেউ গুলিবিদ্ধ হলে সেটা হচ্ছে 'ক্রসফায়ার'। অথচ এই দেশে যখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শব্দটি আমাদের সামনে বলে, তখন একজন শিশুও জানে এর মানে কী। এ কারণেই সত্যি ক্রসফায়ার একটি দুর্ঘটনা হলেও আমাদের দেশে কাউকে 'ক্রসফায়ারে দেওয়ার' হুমকি দেওয়া হয়। একইভাবে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে 'ক্ষমতা' শব্দটির মানেও পাল্টে গেছে।

বাংলাদেশে 'ক্ষমতা' শব্দটি বেআইনি, অন্যায়, অনৈতিক দাপট প্রকাশের প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। নিত্যকার আলাপে বাংলা 'ক্ষমতাবান' শব্দটি খুব একটা ব্যবহার করি না আমরা, ব্যবহার করি এর ইংরেজি প্রতিশব্দটি। আমরা যখন বলি 'উনি খুব পাওয়ারফুল মানুষ' তখন শ্রোতা বুঝে নেন আমরা এমন একজন মানুষের কথা বলছি যিনি চাইলে অনেক আইন, নিয়ম ভেঙে দাপট দেখাতে পারেন। তিনি আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেও আইনের হাত অত লম্বা নয় যে তাঁকে আইনের আওতায় আনতে পারে। এই কারণে মানুষের শ্রদ্ধা না পেলেও অন্তত ভীতিজনিত সমীহ আদায় করে নেন তিনি। ভীতিজনিত সমীহ ধরে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষের সামনে নিয়মিত ক্রমাগত বেআইনি, অন্যায় দাপট প্রদর্শন। তাই এ দেশের একজন 'ক্ষমতাবান' মানুষ তাঁর এই দাপট চালিয়ে যান।

ক্ষমতা হতে পারে রাজনৈতিক, হতে পারে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা সামাজিক। ক্ষমতার উৎস যাই হোক, প্রকাশ মোটামুটি একই ধরনের। ক্ষমতায় কুলালে কোনো এমপি সাধারণ মানুষ থেকে সরকারি কর্মচারীদের চড়থাপ্পড় মারা থেকে শুরু করে জমি দখল পর্যন্ত কোনোটাই বাদ দেন না। জ্যামে পড়ে মাথা গরম এমপি পুত্রের ইতস্তত গুলি চালানো কিংবা এমপির গাড়ির সঙ্গে বাইকের ধাক্কা লাগার খেসারত হিসেবে গাড়ি থেকে নেমে মারধর, আত্মহত্যা প্ররোচনা বা হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত হওয়ার পরও গ্রেপ্তার তো দূরে থাকুক সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি পর্যন্ত না হওয়া, কুখ্যাত ব্যাংক লুটেরা হয়েও সবার নাকের ডগায় দেশত্যাগ, করোনার মহাদুর্যোগে যখন সব যোগাযোগ বন্ধ, তখন হত্যাচেষ্টা মামলার দুই আসামির দেশ ছাড়া হওয়ার মতো বৃহৎ দাপট দেখানোর উদাহরণ আমরা দেখি নিয়মিত বিরতিতে। আর মাঝারি বা ক্ষুদ্র দাপট প্রদর্শনের মধ্যেই এই দেশের মানুষদের নিত্যকার জীবনযাপন।

এভাবেই ক্রমাগত বেআইনি, অন্যায় দাপট দেখানো চলে ক্ষমতাবানদের আর ক্ষমতাবান হতে চাওয়াদের। এভাবেই দাপট দেখিয়ে দেখিয়ে দেশে কিছু মানুষ এই দেশের মানদণ্ডে সত্যিকারভাবে 'ক্ষমতাবান' হয়ে ওঠেন, যাঁদেরকে নানা পরিস্থিতিতে 'আমারে চিনস' বলতে হয় না, নিজস্ব চৌহদ্দির মানুষ তাঁদের চেনে এমনিতেই, ভয়মিশ্রিত সমীহ সহকারে।

লেখক: বিএনপির সংসদ সদস্য, বিরোধীদলীয় হুইপ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

সৌদির নতুন তেল বাণিজ্য, অস্বস্তিতে যুক্তরাষ্ট্র

এম কে ভদ্রকুমার

সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর পরিচালক উইলিয়াম বার্নসের বৈঠকের প্রায় তিন সপ্তাহ পর গত ৫ মে বৃহস্পতিবার ওপেক প্লাসের মন্ত্রী পর্যায়ের একটি ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। ওপেক সদস্য এবং সদস্য নয় এমন দেশগুলোর সমন্বয়ে ওপেক প্লাসের বৈঠকটিকে সফল বলা হচ্ছে। কারণ তেলের বাজারের মৌলিক ভিত্তি এবং পূর্বাভাস নিয়ে ঐকমত্য বজায় রাখতে পারায় বৈঠকটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজারের বার্তা দিয়েছে।

এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাবেক প্রকাশক কারেন এলিয়ট হাউস একটি শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন যে উইলিয়াম বার্নস যুবরাজ মোহাম্মদের সঙ্গে 'প্রণয় নৃত্য' করতে সৌদি গিয়েছিলেন। ভাবখানা এমন, মোহাম্মদকে অবশ্যই ইউরোপীয় দেশগুলোর জ্বালানি ঘাটতি থেকে উদ্ধার করতে উৎপাদন বাড়িয়ে পশ্চিমাদের 'নতুন তেল-সুরক্ষা কৌশল'কে সহায়তা করতে হবে।

বার্নস বাগদাদে অনুষ্ঠিত সৌদি গোয়েন্দা প্রধান ও ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপপ্রধানের মধ্যে বৈঠকের ঠিক আগমুহূর্তে যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল-কাদিমি ইরান-সৌদি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'সৌদি আরব ও ইরানে আমাদের ভাইয়েরা বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী একটি বড় দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিচ্ছেন। আমরা নিশ্চিত যে পুনর্মিলন আসন্ন।'

সুতরাং বার্নসের মিশনটি তেহরান-রিয়াদ পুনর্মিলন ইস্যুতে উদাসীন ছিল, সেটা বলার সুযোগ নেই। কারণ এমনিতেই ভিয়েনায় ইরানের পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনার ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে ইরানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ওয়াশিংটনের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য কৌশলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অস্বীকারকারী তেহরানের অনমনীয় অবস্থানের কারণ ওয়াশিংটন তার আঞ্চলিক মিত্রদের নিয়ে ইরানবিরোধী ফ্রন্টকে চাঙ্গা করার অক্ষম বিকল্পে ফিরে আসতেই বাধ্য হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে তেলের দাম প্রধান ইস্যু হয়ে পড়েছে। কারণ তেলের দাম বেশি হওয়া মানেই রাশিয়ার বেশি আয়। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের আকাশছোঁয়া দামের ফলে রাশিয়ার আয় ২০২১ সালের প্রাথমিক পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক বেশি, যা দেশটির মোট বাজেটের ৩৬ শতাংশের সমান। দেশটির রাজস্ব আয় ৫১.৩ শতাংশের প্রাথমিক পরিকল্পনাও ছাড়িয়ে গেছে, যার পরিমাণ মোট ১১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাই রাশিয়ার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য মার্কিন প্রশাসনের সর্বোত্তম পরিকল্পনাগুলো এখন প্রকাশ পাচ্ছে। একইভাবে তেলের উচ্চ মূল্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি ইউরোপ যদি তেলের ভিন্ন উৎস খুঁজে না পায়, তাহলে সে রুশ তেল ক্রয়ও চালিয়ে যাবে।

বাইরে যা-ই ঘটুক, যুবরাজ মোহাম্মদেরও নিজস্ব এজেন্ডা রয়েছে। তিনি সম্ভবত কয়েক দশক ধরে সৌদি আরব শাসন করবেন এবং তিনি যদি তাঁর বাবার মতোই ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকেন, তাহলে তাঁর শাসনকালের মেয়াদ হবে অর্ধশতাব্দী। সে ক্ষেত্রে যুবরাজ একটি 'পাওয়ার বেস' তৈরিতে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছেন।

এটা পরিষ্কার যে রাশিয়াকে শাস্তি দিতে তাঁর অস্বীকৃতি তাঁর নিজস্ব অবস্থানের কথাই জানান দিচ্ছে। এর পেছনে তাঁর দেশের নিজস্ব একটি কারণও থাকতে পারে। সেটা হচ্ছে সৌদি আরবকে একটি 'অস্পৃশ্য রাষ্ট্র' (পারিয়া স্টেট) হিসেবে বাইডেনের অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য। যুবরাজ সম্প্রতি জো বাইডেনের ফোনকলে সাড়া না দিয়ে একটি পাল্টা জবাব দিয়েছেন। এ ছাড়া সৌদি আরবে অস্ত্র বিক্রির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, হুতি বাহিনী কর্তৃক সৌদি আরবের ওপর হামলার বিষয়ে অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া, ২০১৮ সালে জামাল খাশোগি হত্যার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদন প্রকাশ–এই সবই এর পেছনে কাজ করছে। এখন মার্কিন প্রশাসন যদি সৌদি আরবের জন্য নতুন নিরাপত্তা গ্যারান্টি কংগ্রেসের অনুমোদন আদায় করে নিতে পারে, তাতেও যুবরাজকে টলানো যাবে না। কারণ দিন শেষে তেলের উচ্চ মূল্য সৌদি বাজেটকেও সমৃদ্ধ করে।

প্যারাড হলো সৌদি আরব ও রাশিয়া উভয়ই ওপেক প্লাসের অংশীদার। গত মাসে ওপেকের মহাসচিব মোহাম্মদ বারকিন্দোর ইউরোপীয় ইউনিয়নকে যে সতর্কবার্তা দিয়েছেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে রুশ পেট্রোলিয়ামের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ নিষেধাজ্ঞা বা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট শূন্যতা খুব একটা পূরণ করা সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে চীনা প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের সৌদি আরব সফরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা বাইডেন প্রশাসনকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হতাশ করছে। এর মধ্যে উপসাগরীয় তেল বিক্রিতে ডলারের পরিবর্তে ইউয়ানে মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে রিয়াদ ও বেইজিং আলোচনা করছে বলেও একের পর এক সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যদি ইউয়ানে মূল্য নির্ধারণের ঘটনাটি ঘটে, তাহলে সেটা (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক বিপর্যয়



মো: বজলুর রশীদ

অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত শ্রীলঙ্কা ৫১ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করেছে। এ অবস্থায় ১২ এপ্রিল নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সম্ভব নয়। যদিও শ্রীলঙ্কার ঋণ পরিশোধের 'নিখুঁত রেকর্ড' রয়েছে। জ্বালানির মতো অপরিহার্য উপকরণ আমদানি চালু রাখতে দেশের রিজার্ভ সংরক্ষণ প্রয়োজন বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যেসব ঋণদাতা সংস্থা বা দেশ ঋণ দিয়েছিল, তারা তাদের মতো করে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। সুদ আদায়ের ক্ষেত্রে এ পন্থার কথা বলা হয়েছে। প্রচন্ড বিক্ষোভে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। হরতালে দোকানপাট বন্ধ, গণপরিবহনও বন্ধ, ২২ মিলিয়ন মানুষের দেশটি কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে।

১৯৪৮ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে রেকর্ড মুদ্রাস্ফীতি ও ব্ল্যাকআউটসহ খাদ্য ও জ্বালানির দুর্লভ ভয়াবহ দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে। প্রচন্ড ক্ষোভে অনেক সরকারি ব্যক্তির বাড়িতে হামলা চালিয়েছে জনগণ। বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, জরুরি ওষুধ, খাদ্যসঙ্কট এসব বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ করছে শ্রীলঙ্কার মানুষ। সরকারে থাকা ২৬ জন মন্ত্রীর সবাই পদত্যাগ করেছেন। অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগে বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। তাদের অনেকে বলেছেন, তারা পুলিশ হেফাজতে নির্যাতিত হয়েছেন। বিরোধী দলগুলো এরই মধ্যে একটি ঐক্য প্রশাসন গঠনের রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। স্বাধীনতার পর কখনো এমন দুরবস্থায় পড়েনি দেশটি। এ অবস্থার অনেক কারণ রয়েছে; যেগুলো অনেক দিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপাকসে অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, এখন মাত্র দুই বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রয়েছে। দেশের ঋণ থেকে জিডিপি ২০১৯ সালের ৮৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২১ সালে ১০৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতিতে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, কাগজপত্র, দুধের গুঁড়োসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ পেতে তীব্র অসুবিধা দেখা দিয়েছে। দেশটি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হচ্ছে, এমনকি নিউজপ্রিন্টের অভাবে কাগজের মুদ্রণ বন্ধ হয়ে গেছে। মার্চে দেশটিতে সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১৭ শতাংশের বেশি। খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৩০.২ শতাংশ। এতে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার মূলধারার গণমাধ্যমগুলো বলছে, এটি এমন কিছু অকার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ, যার ফলে বর্তমান সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কিছু পশ্চিমা মিডিয়া এ অসত্য দাবি প্রচার করছে, এটি চীনের 'ঋণের ফাঁদ' যা শ্রীলঙ্কাকে অর্থনৈতিক সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কা সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, দেশটির ঋণ কাঠামো জটিল। বৈশ্বিক পুঁজিবাজার থেকে কলম্বো সবচেয়ে বেশি ঋণ নিয়েছে, যা মোট ঋণের ৪৭ শতাংশ, তার পর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ১৩ শতাংশ, জাপান ১০ শতাংশ, চীন ১০ শতাংশ, বিশ্বব্যাংক ৯ শতাংশ ও ভারত ২ শতাংশ। এটি প্রমাণ করে, তথাকথিত 'ঋণের ফাঁদ' কোনো সত্যের সাথে জড়িত নয়। লঙ্কানদের ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করতে এটি বানোয়াট পশ্চিমা ফাঁদ।

গত এক দশকে শ্রীলঙ্কা চীনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে মাত্র ছয় বিলিয়ন ডলার। ঋণের আরেকটি বড় উৎস হলো সার্বভৌম বন্ড। ২০০৭ সালে সরকার এ সার্বভৌম বন্ড ইস্যু করে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে সার্বভৌম বন্ড বিক্রি করা হয়। এ বন্ড বাবদ ঋণ রয়েছে ১২.৫ বিলিয়ন ডলার।

বৈদেশিক ঋণ থেকে ২.৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়। জানুয়ারিতে ৫০০ মিলিয়ন পরিশোধ করেছে শ্রীলঙ্কা, তাই রিজার্ভে টান পড়েছে, এ কারণে তেল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে পারছে না। সরকারের বিলাসবহুল প্রকল্পও অর্থনীতিকে ধাক্কা দিয়েছে।

সমুদ্র ও বিমানবন্দর, সড়ক-মহাসড়কে গত ১৫ বছরে শ্রীলঙ্কা অনেক মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রাজধানী কলম্বোর কাছেই সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার করে কলম্বো পোর্ট সিটি তৈরি করা হচ্ছে। প্রকল্পটিতে ১.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় ধরা হয়েছে। এটির কাজ শেষ হতে সময় লাগবে ২৬ বছর। দুবাই, সিঙ্গাপুর ও হংকংকে টেক্কা দিতে এই সিটি নির্মাণ করা হচ্ছে। চীনের সাথে একত্র হয়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে শ্রীলঙ্কা। এ ধরনের আরো প্রকল্পে শ্রীলঙ্কা বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়েছে। অর্থ খরচ করলেও অনেক প্রকল্প লাভজনক হচ্ছে না। ২০১৯ সালের নভেম্বরে ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্যাট ও ট্যাক্স কমানোর সিদ্ধান্ত নেন। ভ্যাট প্রদানের হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনেন। ভ্যাট-ট্যাক্স কমানোর মূল কারণ ছিল অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ শেষে মাহিন্দা রাজাপাকসে একই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে গতি এসেছিল। সেই আলোকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বাড়াতে একই পদক্ষেপ নেন। এ ঘটনার কয়েক মাস পরই কোভিড মহামারীর প্রভাব পড়তে থাকে। আয়কর ও ভ্যাট কমানোয় সরকারের আয় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। অবস্থা সামাল দিতে সরকার আরো ঋণ নিতে থাকে। কোভিড শেষ হবে, শেষ হবে ভাবনায় দুই বছর দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রায় স্থবির হয়ে যায়। সরকারের দূরদৃষ্টি না থাকায় কর ও



ভ্যাট কমানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেনি। ফলে একটি শোচনীয় পরিণতির দিকে দেশ এগিয়ে যায়। অন্য দিকে ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাদকতাও মেনে চলতে হয়। তাই অর্থনীতি প্রচন্ড চাপে পড়ে।

শ্রীলঙ্কায় পর্যটন খাত থেকে দেশের বড় জোগান আসে। করোনার দুই বছরে পর্যটন খাত বন্ধ থাকায় আয় বন্ধ থাকে। বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায়, মহামারীর আগে বেশি পর্যটক আসত চীন থেকে, চীনে করোনা বিধিনিষেধ কঠোর থাকায় সেখান থেকে পর্যটক আসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রা আসার আরেকটি বড় চ্যানেল হলো বিদেশে কর্মরত লঙ্কান নাগরিকদের পাঠানো অর্থ, মহামারীর কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিমারীর আগে পর্যটন খাতে শ্রীলঙ্কায় ১২ বিলিয়ন ডলার আয় হতো।

২০১৯ সালে ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে দেশে অর্গানিক কৃষি চালু করেন। দেশে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়। সার আমদানি নিষিদ্ধ হওয়ায় চালের উৎপাদন ২০ শতাংশ কমে যায়। চালের দেশ শ্রীলঙ্কা খাদ্য ঘাটতি মেঠাতে ৪৬০ মিলিয়ন ডলারের চাল আমদানি করে। এতে চালের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। অর্গানিক কৃষির নীতিমালা দেশের চা উৎপাদনেও পড়ে। চা রফতানি করে শ্রীলঙ্কা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এ খাত সজীব রাখতে সরকার ২০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। দেশজুড়ে খাদ্যঘাটতিতে জনদুর্ভোগ প্রকট আকার ধারণ করে।

বর্তমান সঙ্কট থেকে উত্তরণে শ্রীলঙ্কার এ মুহূর্তে প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রা। দেশটি তাই অনেকের দ্বারস্থ হচ্ছে- চীন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি। আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ পেতে ১৫ শতাংশ মুদ্রার অবমূল্যায়ন করেছে শ্রীলঙ্কা। বর্তমানে এক ডলার সমান শ্রীলঙ্কার ২৩০ রুপি; তা বেড়ে ৩১৬ রুপিতে দাঁড়িয়েছে। আমদানি বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থা। জরুরি খাবার, ওষুধ ও জ্বালানি কেনার জন্য ভারত এক বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। ২৫ কোটি ডলারের 'কারেন্সি সোয়াপ' ঋণ নিয়ে শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়ায় বাংলাদেশ এবং চলমান সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে সহায়তার অংশ হিসেবে ২০ কোটি টাকা মূল্যের জরুরি ওষুধ উপহার দেয়।

প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের ভবনের সামনে বিশাল বিক্ষোভ তার জনসমর্থনে ধস বলে মনে করা হচ্ছে। ক্ষমতায় আসার সময় দেশের উন্নয়ন তথা অর্থনীতির উন্নয়ন ও শক্তভাবে দেশের হাল ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। দেশকে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বানানোর প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিল। এসব কিছুই অর্জিত না হওয়ায় সাধারণ মানুষ এখন বিক্ষোভ করছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজাপাকসে বড় ধরনের করহ্রাস ও আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ায় বর্তমান অবস্থাকে আরো সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে বলে জনদাবি সোচ্চার হয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, লঙ্কা এখন যে পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে তার মূল কারণ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। দেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ার কয়েক ভাই ও ভাতিজারা। এর আগে দুই মেয়াদে দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তার আরেক ভাই মাহিন্দা রাজাপাকসে, দেশের প্রধানমন্ত্রী, ৯ মে তিনি পদত্যাগ করেছেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায়ও তাদের আত্মীয়স্বজনরা রয়েছেন। দেশে বিদ্যুৎ সঙ্কট চললেও তাদের পরিবারে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। রাজাপাকসে পরিবারের বিপুল বৈভবও জনরোষের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমান ভয়াবহ অবস্থা আসলে কয়েক দশক ধরে গড়ে ওঠা পরিস্থিতির পুঞ্জীভূত কালো মেঘের ঘনঘটা, এককভাবে দায়ভার নেয়ার কেউ নেই। অব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্লেষকরা নেতৃত্বকে দায়ী করছেন। ২০১৯ সালে ক্ষমতায় আসার ব্যাপারটিকেও অযোগ্যতা, অহঙ্কার ও দুর্নীতি বলে দাবি করা হচ্ছে।

এখান থেকে বের হওয়ার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া দরকার। বাড়াতে হবে রফতানি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ। রাজস্ব খাত ঢেলে সাজানো ও অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসী প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কোভিড-পরবর্তী অবস্থায় অর্থনীতি কিছুটা সচল হওয়ায় সাথে সাথে ভ্যাট ও কর হ্রাস প্রত্যাহার করা উচিত। অর্গানিক চাষে ভারতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। ভারতে মোদি সরকার সব প্রদেশে এটি চালু করেনি। সিকিম ভারতের প্রথম স্টেট যেখানে অর্গানিক চাষ বিধিসম্মত করা হয়। এটার ফল, 'এরর ও ট্রায়াল' পদ্ধতির অভিজ্ঞতায় অন্যান্য প্রদেশে বলবৎ হবে এমনই সিদ্ধান্ত রয়েছে। তবে ঋণের পর্বত থেকে শিগগিরই উত্তরণের কোনো ম্যাজিক পথ খোলা নেই। সেটি ধীরে-সুস্থে হয়তো সমাধা হবে।

সমালোচকরা বলছেন, সরকারের অনৈতিক প্রশাসনের অদক্ষতা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মিথ্যাচার ও সরকারি সম্পত্তির পরজীবী চুরি করার অভিযোগে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে; তা এখন প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, জনগণ রাস্তায় নেমে তাদের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করছে। সরকার কাঁদানে গ্যাস, জলকামান ও কারফিউ দিয়ে অবস্থা সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। এ পদক্ষেপ পরিস্থিতির উন্নতি করবে নাকি আরো খারাপ হবে ঠিক বিশ্লেষণ করার বিষয়। তবে সঠিক ব্যবস্থা নিতে অক্ষম হলে দেশ নৈরাজ্যবাদী অবস্থায় পতিত হয়ে নরকে পরিণত হবে। দেশে সংবিধান রয়েছে যা সবার মেনে চলা উচিত; অন্যথায় বিপ্লব হতে পারে। বিপ্লবী সরকারের হাতেও কোনো ম্যাজিক ফর্মুলা থাকবে না। শ্রীলঙ্কায় বর্তমান পরিস্থিতির বিপরীতে ন্যূনতম শাসনব্যবস্থা একটি প্রতিকার বলে মনে করা হচ্ছে না। এ সঙ্কটের সময় সংসদে দেখেছি কেবল তাদের পূর্বসূরিদের পূর্ববর্তী ভুল কাজগুলোর বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করে জনগণের মানসিক কষ্ট উসকে দেয়া হচ্ছে। সবাই ঘোলা পানিতে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন। লঙ্কার মানুষ শিক্ষিত এবং আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে। দেখতে হবে বর্তমান সংসদ কিভাবে ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের আর্তনাদকে মোকাবেলা করতে পারে।

শ্রীলঙ্কার সংবিধানে সুন্দর একটি ধারা রয়েছে। সংবিধানের ৩৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন, যে কারণ দ্বারা... অথবা অন্য যেকোনো কারণে তিনি তার অফিসের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হবেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত করতে পারেন এবং এ সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদে কাজ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীদের মধ্যে একজনকে নিয়োগ করতে পারেন।' এ ধারার ওপর কাজ করা যেতে পারে। এ পথে চালিত হলে প্রধানমন্ত্রী পদে কাজ করতে রাজাপাকসে পরিবারের বাইরের একজন হলে জনগণ অনেকটা স্বস্তি বোধ করবে।

মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ার আগেই সবাই পদত্যাগ করেছেন এখন একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা নিয়োগ করা জরুরি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য আরো সিনিয়র ও দক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া উচিত যিনি আপদকালীন সময়ে প্রয়োজনে মন্ত্রিসভায়ও কাজ করতে পারেন। জনসাধারণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সরবরাহে একটি নতুন বরাদ্দ বিল বিবেচনা করতে জরুরি বৈঠক করাও গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উচিত পুরো দেশের কাছে পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ করে একটি ঘোষণা দেয়া। আঞ্চলিক করপোরেশনগুলোর জন্য প্রতিষ্ঠিত সহআন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলোকে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা, যাতে কোনোটিরই বিরোধিতা করা না হয়। আইএমএফ, ডব্লিউবি, এডিবি, চীনা উন্নয়ন ব্যাংক, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ইত্যাদির সাথে বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় অর্থায়ন ব্যবস্থা নিয়ে এখনই আলোচনা শুরু করা জরুরি। একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সব বৈদেশিক মুদ্রার ডিলারদের কার্যক্রম স্থগিত করে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে ব্যবসা সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন। অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সব আমদানির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ অব্যাহত রাখতে হবে। একই সাথে জীবনযাত্রার অবস্থা আরো উন্নত হলে সাধারণ নির্বাচনে সংসদ ভেঙে দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আহ্বান জানানো যেতে পারে।

শ্রীলঙ্কা সরকারকে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সমন্বয় সাধন করতে হবে। পরিস্থিতি ভালো হয়ে গেলে ডিজিটাল অর্থনীতির দিকে আরো বেশি করে নজর দিতে হবে। বিশ্বব্যাংকের মতে, শ্রীলঙ্কার টেলিকম সেক্টর এরই মধ্যে মহামারীর আগের চেয়ে ৩২ শতাংশ বেশি উৎপাদন করছে, এর তথ্যপ্রযুক্তি খাত ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিক সেবা খাত ২৮ শতাংশ বেড়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও পরিষেবাগুলোর বিকাশে শ্রীলঙ্কার একটি আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ রয়েছে।

সাপ্লাই চেইনের গতিশীলতা চীনের সহায়তায় উন্নত হতে পারে। গার্হস্থ্য শ্রমবাজারের বিকাশে শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় আরো বেশি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। অনেক দেশ সঙ্কট থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তাই শ্রীলঙ্কার ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। তবে এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে শ্রীলঙ্কার জন্য চটজলদি কোনো সমাধান নেই। জরুরি কাজ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, সামাজিক স্থিতিশীলতা না থাকলে কখনোই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

ফিলিস্তিনের শিরিন: কে তবে মরে গেল... কে?

ফারুক ওয়াসিফ

সেই সুন্দর, আত্মবিশ্বাসী আর সাহসী মানুষটির কণ্ঠ আর শোনা যাবে না। ফিলিস্তিনীদের সব শোক আর সংগ্রামের খবর তিনি এভাবেই শেষ করতেন: শিরিন আবু আকলেহ, আল-জাজিরা, ফিলিস্তিন। ইসরায়েলি সেনারা তাঁকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে। জেনিনের ফিলিস্তিনী শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলিদের অভিযানের সংবাদ জানানোর সময়, 'প্রেস' লেখা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট আর হেলমেট পরা অবস্থায় একটি গুলিতেই নিহত হন তিনি। ২০০০ সালের পর থেকে ইসরায়েলিদের হাতে নিহত ৪০তম সাংবাদিক শিরিন।

ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশের কবিতা সত্য হয়ে উঠছে আজ। তিনি লিখেছিলেন, আমার শোক মিছিলে সর্বদাই আমি আগাম হাজির: কে তবে মরে গেলৃ কে? শিরিনের শোক মিছিলে, তাঁর কফিনের পেছনে যারা হাঁটা শুরু করেছে, তাদের হাতে মোমবাতি, বুকের কাছে ধরা শিরিনের ছবি। এই শোকের মিছিল হয়তো পরিণত হবে বিরাট ইন্তিফাদায়, পরিণত হবে গণবিদ্রোহে। তাদের সবার মনের মধ্যে জ্বলে উঠবে শিরিনের আত্মদানের স্মৃতি। এত দিন শিরিন তাদের কথা বলেছেন, এখন তারা সবাই বলছে শিরিনের কথা। কে তবে মরে গেলৃকে?

ফিলিস্তিনিদের প্রতিটি ঘরে আজ কান্না। স্বজন হারানোয় অভ্যস্ত ফিলিস্তিনিরা। তবু তাদের শোকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আরও বড় কিছু। আমি জানি না কী এর নাম। হয়তো এর নাম সংকল্প, হয়তো এর নাম সুবিচারের জন্য মরণপণ প্রতিজ্ঞা। হয়তো এর নাম শহীদের প্রতি ভালোবাসা।

২৫ বছর ধরে আল-জাজিরার হয়ে ফিলিস্তিনের খবর বিশ্বকে জানাতেন সাংবাদিক শিরিন। ফিলিস্তিনের এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে তিনি পা রাখেননি। যেখানেই ইসরায়েলি সন্ত্রাস, বুলডোজার, গণহত্যা; সেখানেই পাওয়া যেত তাঁকে। টেলিভিশন সাংবাদিকতা দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সব ফিলিস্তিনির ঘরের মানুষ। প্রতিটি আরব পরিবার তাঁর নাম জানে। ফিলিস্তিনি বালক জালাল আবুখাতের সাত বছর বয়সেই ঠিক করে ফেলেছিলেন, 'বড় হয়ে আমি শিরিনের মতো হব।' সেই বালক সত্যিই বড় হয়ে শিরিনের পাশে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকতা করে যাচ্ছিলেন।

এই শুক্রবার শিরিনকে সেখানেই শেষশ্রদ্ধা জানানো হবে, যেখান থেকে চিরবিদায় নিয়েছিলেন ইয়াসির আরাফাত। ইসরায়েলি চেকপয়েন্ট ডিঙিয়ে চতুর্দিক থেকে মানুষ আসবে কণ্ঠে 'শিরিন' ডাক নিয়ে। শহীদের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে বড় কোনো অমরত্ব নেই। কে তবে মরে গেলৃকে?

শিরিন শান্ত কণ্ঠে তথ্যকে করে তুলতেন নিরপেক্ষ, সাংবাদিকতার বয়ানকে করে তুলতেন বিশ্বাসযোগ্য। নির্মম সত্য বলার সময়ও বোঝা যেত না তিনিও একজন নির্যাতিত ফিলিস্তিনি। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ফিলিস্তিনের কণ্ঠস্বর, যুদ্ধ সাংবাদিকতার আদর্শ মানুষ, আরব সাংবাদিকতা জগতের সবচেয়ে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় নাম।

রামাল্লা থেকে গাজা, জেনিন থেকে হাইফায় আজ শোক ও প্রতিবাদের মাতম। শিরিনের মৃত্যুর পর দুদিন হয়ে যাচ্ছে, আল-জাজিরা টিভি চ্যানেল একটানা শিরিনের কাজ, শিরিনের ভিডিও, শিরিন হত্যার তথ্য-প্রমাণ, ফিলিস্তিনিদের শোক, বিশ্বজুড়ে ওঠা প্রতিবাদ দেখিয়েই যাচ্ছে। আল-জাজিরা কাতারের আমিরের মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল। ফিলিস্তিন প্রশ্ন ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের আন্তর্জাতিক নীতি আমেরিকার সঙ্গেই মেলানো। শিরিনের মৃত্যু সেই আল-জাজিরাকেও করে তুলেছে আমেরিকার ইসরায়েল নীতির কঠোর সমালোচক। দুদিন ধরে টানা শিরিনকেন্দ্রিক সংবাদ প্রকাশ করে তারা জানিয়ে যাচ্ছে, শিরিনের স্মৃতি কত জীবন্ত, কতটা ঐক্যের বন্ধন। রামাল্লায় ফিলিস্তিনিদের দুর্বলচিত্তের অধিকারী প্রেসিডেন্ট যখন শিরিনের কফিনে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশে ছিলেন ফিলিস্তিনের শীর্ষ খ্রিষ্টধর্ম পুরুষেরাও।

শিরিনের শোকে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যে ঐক্যের জাগরণ দেখা যাচ্ছে, তাদের দাবিকে যেভাবে দুনিয়ার সামনে ধর্মনিরপেক্ষ চেহারায় হাজির করেছে, যেভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ পশ্চিমা সম্প্রদায়ের নেতারা এর প্রতিবাদ



শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন এই ৫১ বছর বয়সী সাংবাদিক।

রোজার সময়ে, ঠিক ঈদের আগে বরাবরের মতো মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান আল আকসা মসজিদে অভিযান চালায় ইসরায়েলি সেনারা। বহু বছর হলো রক্তপাতহীন ঈদ দেখে না ফিলিস্তিনে। নতুন ফিলিস্তিনি বিক্ষোভের শুরু জেরুজালেম থেকেই। শিরিনের জন্মস্থান এর কাছেই, বেথলেহেমে। এই ছোট্ট শহরেই যিশুর জন্ম। সেখানকারই খ্রিষ্টান পরিবারের সন্তান শিরিন। সেই শিরিনের মৃত্যু বুঝিয়ে দিয়ে গেল, ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার আন্দোলন কোনো ধর্মীয় ব্যাপার নয়। হোন তিনি মুসলিম বা খ্রিষ্টান, তা সব ফিলিস্তিনিরই প্রাণের আন্দোলন। জীবনে শিরিন ছিলেন ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের প্রতীক। মৃত্যুতে তিনি হয়ে উঠেছেন গাজা ও রামাল্লায় বিভক্ত ফিলিস্তিনি আন্দোলনের

করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে জীবনের মতো মৃত্যু দিয়েও শিরিন ইসরায়েলি বর্বরতাকে উন্মোচিত করে গেলেন।

শিরিন জন্মসূত্রে ফিলিস্তিনি হলেও নাগরিকতায় আমেরিকান। জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যের টান তাঁকে ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে এনেছে, দূরে সরিয়েছে উচ্চশিক্ষিত আমেরিকান নাগরিকের লোভনীয় জীবন থেকে। এ রকম একজন মার্কিন নাগরিকের হত্যাকান্ড পাশ কাটানো আমেরিকার জন্য কঠিনই বটে। আগামী মাসে ইসরায়েল সফর করার কথা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। অথচ কিনা এখন তাঁকে সমালোচনার সুরে কথা বলতে হচ্ছে পরম মিত্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে।

এই মে মাস পর্যন্ত অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের ফিলিস্তিনীরা একাই লড়ে যাচ্ছিল আল আকসা মসজিদ অবমাননার বিরুদ্ধে। গাজায় হামাস ব্যস্ত ছিল তাদের ওপর আরোপিত অবরোধ সরানোর এন্তেজামে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস নিজেকে টিকিয়ে রাখা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। শিরিনের হত্যাকান্ড তাদের আবার দাঁড় করাচ্ছে প্রতিবাদের সারিতে।

এই মে মাসেই শিরিনের জন্ম। আবার ১৯৪৮ সালের মে মাসের ১৫ তারিখেই ব্রিটিশ মদদে ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করেছিল ইসরায়েল। দেশ হারানোর সেই 'নাকবা' দিবসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে শিরিনের শেষকৃত্য। কী রকম মর্মান্তিক, কী রকম অর্থবহ এবং কীরকম এক আশ্চর্য কাকতাল শিরিনের জীবন ও মৃত্যুর ঘটনা।

আধুনিক দুনিয়ায় সবচেয়ে দীর্ঘ স্বাধীনতাসংগ্রামের দাবিদার ফিলিস্তিনিরা। স্বাধীনতার জন্য তাদের জেদ, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাদের জীবনদান, জেরুজালেমের জন্য তাদের ভালোবাসা এতই অটল যে সাত দশকে সাতটা প্রজন্ম মরে গেলেও তা এখনো চলমান। দেশ থেকে তাড়িয়ে, গণহত্যা করে, খাঁচার মতো ক্যাম্পে আর অবরুদ্ধ জনপদে আটকিয়েও তাদের লড়াকুদের সংখ্যা কমানো যায়নি। ফিলিস্তিনি শিশুরা কখনো বলে না, মা, 'আমাকে তুই আনলি কেন ফিরিয়ে নে'। বোমা-বারুদ আর মৃত্যুর আবহে নারী-পুরুষের মিলন তবু হয়, সন্তানের আশায়। হায় সন্তান! এত জন্মায় তবু কমে যায় জাতির আকার। ধ্বংসপ্রায় ফিলিস্তিনি জাতিকে টেকাতে, অজস্র মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিতে তাই আরও আরও জন্ম চাই; শহীদদের শূন্যস্থান ভরাট করার জন্য। তার জন্যই বোধ হয় সেখানে তরুণ-তরুণীরা ফি বছর গণবিয়ের অনুষ্ঠান করে। তাদের কেউ বাঁচে কেউ মরে। তখন আরও তরুণ এসে দাঁড়ায়। জন্ম আর মৃত্যুর এ কোন অঙ্ক কষে যাচ্ছে ফিলিস্তিন! কোনো কালো অক্ষর, কোনো সংখ্যা দিয়ে কি সেই হিসাব করা যাবে?

সন্ধ্যার বাতাসে ঝরে যাওয়া জলপাই পাতা তুমি, শিরিন, আলতো করে শয়ান নিলে মাটিতে। কিন্তু মা পৃথিবী জানবে আরও একটি শোকের পাহাড় বসল তার বুকে। ওই মাটি আর ওই মা তোমাকে টেনে নেবে তার মায়ার কন্দরে। ওই বাতাস তোমার সব শহীদ ভাইদের অন্তিম নিশ্বাসের দমক হয়ে আছড়ে পড়বে তোমার কবরে। বিধবা বোনদের হুতাশন মরুর লু হওয়া হয়ে তোমার শিয়রে জানাবে নালিশ। আর পৃথিবীর বুকের হাপর থেকে ঝড় আসবে: ইন্তিফাদা। অযুত অযুত হারানো-খোয়ানো মানুষদের হাড়-পিঞ্জিরার ডুগডুগির তালে বেজে উঠবে জেরুজালেমের সব মিনার, গির্জার সব ঘন্টা। গলায় রক্ত উগলানো গিরি গর্জনে তারা ডাকবে: শিরিন শিরিন!

তারা তোমাকেই ডাকবে। কেননা তুমিই, তুমিই তো দখলের থাবার নিচে পড়ে থাকা তোমার দেশের কান্না পৃথিবীকে শুনিয়েছিলে।

এই শুক্রবার শিরিনকে সেখানেই শেষশ্রদ্ধা জানানো হবে, যেখান থেকে চিরবিদায় নিয়েছিলেন ইয়াসির আরাফাত। ইসরায়েলি চেকপয়েন্ট ডিঙিয়ে চতুর্দিক থেকে মানুষ আসবে কণ্ঠে 'শিরিন' ডাক নিয়ে। শহীদের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে বড় কোনো অমরত্ব নেই। কে তবে মরে গেলৃকে?

ফারুক ওয়াসিফ লেখক এবং প্রতিচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সৈন্যবিশেষ নয়, ইসরায়েল রাষ্ট্রই শিরিনের ঘাতক

মারওয়ান বিশারা

শিরিনকে অতীতের ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে লেখার জন্য আমি প্রস্তুত নই। আজকে তো নয়ই, সম্ভবত কখনোই লিখতে পারব না। আলজাজিরার সংবাদিক শিরিন কয়েক দশক ধরে ইসরায়েলি আগ্রাসনের নির্মমতার খবর সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন। যে উন্মত্ততা তুলে ধরার কাজে তিনি সারাজীবন কাটিয়ে দেন, অবশেষে তিনি নিজেই রক্তাক্ত এই উন্মত্ততার শিকার হন। আরব বিশ্বে আবু আকলেহ একটি পারিবারিক নাম। শিরিন হয়তো শারীরিকভাবে অনেক দূরে; কিন্তু তার উপস্থিতি রয়েছে মরক্কোর রাবাত থেকে সৌদি আরবের রিয়াদ পর্যন্ত অগণিত গৃহে।

শিরিন ছিলেন এক অভিজ্ঞ সাংবাদিক। ফিলিস্তিন থেকে ধ্বনিত তার সাহসী কণ্ঠ সারাবিশ্বে প্রতিধ্বনিত হতো। মৌসুমি প্রতিবেদকরা সেখানে স্বল্প সময়ের জন্য ছিলেন; আবার চলে গেছেন। কিন্তু শিরিন সেখানে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ছিলেন। তিনি তার মাতৃভূমি দখলদারদের মুখোমুখি হয়েছেন এবং কণ্ঠহীন ফিলিস্তিনির কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে গেছেন। শিরিনের কণ্ঠে দৃঢ়তা ছিল। প্রশান্তিদায়ক ও এক বিশ্বস্ত কণ্ঠ ছিল তার। তিনি সব সময়ই শান্ত ছিলেন। এমনকি শিরিন যখন রক্তাক্ত দৃশ্যাবলি ধারণ করতেন; যখন ভয়ংকর অবস্থার খবর সংগ্রহ করতেন এবং ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন, তখনও তিনি শান্ত ও স্থির ছিলেন। কীভাবে তিনি নিজেকে ধরে রাখতেন, তা কল্পনা করাও কঠিন। কিন্তু হায় তার পরিণতি!

ফিলিস্তিনের রাস্তায় তিনি যেভাবে ঘুরেছেন; যেভাবে অলিগলি চষে বেড়িয়েছেন, সেখানকার শরণার্থী শিবির কাভার করেছেন; যে ঈর্ষণীয় বাগ্মিতা প্রদর্শন করে স্পষ্টভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি তার কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন, তা কেবল বিনয়ই নয়, বরং তা জাদুকরি ক্ষমতারও বহিঃপ্রকাশ। সাংবাদিকতার দৃষ্টিতেও তার সংগ্রহ করা সংবাদ ছিল সব সময় বাস্তব, অর্থপূর্ণ এবং যথাযথ। সর্বাবস্থায় তিনি তার নার্ভ ধরে রেখেছেন। সেটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

যুদ্ধকবলিত এলাকায় অবস্থায় এবং হতাহতের সংবাদ সংগ্রহে নিয়োজিত থাকা একজন সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও শিরিনের মধ্যে আমরা তার প্রভাব দেখিনি। তিনি অমান-



বিক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও ছিলেন অবিশ্বাস্য মানবিক। তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এক সাংবাদিক। তার মাতৃভূমি যে সংকট অতিক্রম করছে, সেখানে কাজের প্রতি তার অনুরাগে ভালোবাসা ও বেদনা উভয়েরই প্রকাশ ঘটেছে।

বলা প্রয়োজন, শিরিন জন্মেছিলেন ফিলিস্তিনের একেবারে কেন্দ্র জেরুজালেমে। ইসরায়েল যুদ্ধ ও ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বছর ১৯৬৭ সালের পর তার জন্ম। ক্যাথলিক খ্রিষ্টান পরিবার থেকে আসা শিরিন সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করেছেন। প্রথমে তিনি কাজ করেছেন ফিলিস্তিনের শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএতে। পরে সংলাপ ও গণতন্ত্রের প্রসারে তিনি কাজ করেন ফিলিস্তিনি উদ্যোগ মিফতাহের সঙ্গে। এর পরই পূর্ণোদ্যমে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত হন। ১৯৯৭ সাল থেকে শিরিন আলজাজিরার সঙ্গে কাজ করেন। একজন অন্তপ্রাণ প্রতিবেদক হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেন। শত বছরের এক-চতুর্থাংশ তথা ২৫ বছরে তিনি অন্ধকার সময়ে আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি তার সময়ের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। কখনোই কাজে পিছপা হননি। আরব মিডিয়া ও অন্যান্য সাংবাদিকের তুলনায় তিনি আলজাজিরায় বিশেষ অবদান রেখেছেন; আরব বিশ্বের একেবারে কেন্দ্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে তা প্রচারে সাহায্য করেছেন।

শিরিন যুদ্ধ প্রতিবেদক হলেও বছরের পর বছর ধরে তিনি অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি অপরাধের দৃশ্যাবলি ধারণ, প্রয়োজনীয় প্রমাণ ও ক্লু সংগ্রহ এবং অপরাধীদের মুখোশ উন্মোচনে কাজ করে গেছেন। এখন তার সেসব পুরোনো খবর পুনরায় দেখতে গিয়ে পরাবাস্তব মনে হয়। যদিও পেশাদারিত্বের দিক থেকে তিনি উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন। তিনি এমন এক পেশায় ছিলেন, যা তার কারণে তিনি অর্ধশতাব্দীর কিছু বেশি সময় মাত্র বাঁচলেন। তিনি বেঁচে আছেন আমাদের হৃদয়ে। আমরা শিরিনের স্মৃতি তার মৃত্যু সম্পর্কে গতানুগতিক ও ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে না ফেলি। কে বা কোন সৈন্যের গুলিতে তার প্রাণ গেছে- তা বড় কথা নয়। বড় বিষয় হলো শিরিন ইসরায়েলি আগ্রাসনের শিকার। সকালে তাকে হত্যা করাই যথেষ্ট ছিল না; ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী বিকেলে তার বাড়ি তল্লাশি করে। এর মাধ্যমেই স্পষ্ট- হত্যাকারীদের পরিচয় কী। আমরা যারা তার ভক্ত, বন্ধু ও পরিবারের সদস্য রয়েছি; আমাদের জন্য তিনি নীরবে-নিভৃতে ভালোবেসে যে কাজ করে গেছেন; তার জন্য আমরা যেন তাকে সম্মান করি। শিরিন আরবি শব্দ, যার অর্থ সতেজ, সুন্দর। এমনটাই ছিলেন তিনি। আজ আমরা শিরিনের জন্য শোক করছি আর আগামী দিনে তার হত্যাকারীদের জন্য রইল আমাদের ঘৃণা।

লেখক: আলজাজিরার জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক; আলজাজিরার ওয়েবসাইট থেকে ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

নির্বাচন : রাজনৈতিক সমঝোতাই সময়ের দাবি

আবু সাঈদ খান

কোনো দল নির্বাচনে আসবে কিনা, তা আমাদের দেখার বিষয় নয়- এমন কথা আওয়ামী লীগের নেতারা বলে আসছিলেন। গত ৭ মে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তা নাকচ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে হবে। তাদের নির্বাচনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগই নেওয়া হবে।' (সমকাল :৮ মে ২০২২)। এটি সঠিক উপলব্ধি।

ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে যেমন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না; তেমনি বিএনপিকে বাদ দিয়েও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না। তবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অংশগ্রহণই শেষ কথা নয়। অংশগ্রহণমূলক ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য ছোট-বড় সব দলকে নির্বাচনে আনতে হবে এবং জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পর্কে আশাবাদ ফিরিয়ে আনতে হবে। এই দায়িত্ব কার এবং কতটুকু?

অংশগ্রহণমূলক অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন, সরকার, বিরোধী দল ও জনগণ- সব অংশীজনেরই ভূমিকা ও দায় রয়েছে। তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মূল ভূমিকায় থাকে নির্বাচন কমিশন। তাই ভালো নির্বাচনের জন্য প্রশংসা এবং খারাপ নির্বাচনের জন্য সমালোচনা দুই-ই কমিশনের সমানভাবে প্রাপ্য।

নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচনের তফসিল থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সব আয়োজন সম্পন্ন করা। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন চলাকালে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও প্রশাসন তার ওপর ন্যস্ত থাকবে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীও মোতায়েন করতে পারবে। তবে যতখানি ক্ষমতা কাগজে আছে, ততখানি চর্চায় নেই। আসল সত্য যে, নির্বাচন কমিশন সেই মর্যাদাপূর্ণ ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি। এর আগে যতটুকু ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল; বিগত কমিশন তা তলানিতে নিয়ে গেছে। ৪২ জন বিশিষ্ট নাগরিক নূরুল হুদা কমিশনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন এবং রাষ্ট্রপতিকে তা অবহিত করেছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান আউয়াল কমিশন প্রতিষ্ঠানটির নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবে; না পূর্বসূরি নূরুল হুদা কমিশনের পথে হাঁটবে?

রাজনীতিতে এখন পেশি ও কালো টাকার দৌরাত্ম্য, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে; কলুষিত করছে। ভোট কেনাবেচা সেকেলে ব্যাপার। তারপরও হয়। পেশির জোরে বা টাকার খেলায় বুথ দখল হয়। দিনের ভোট রাতেও হয়। এসব নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজন মেরুদন্ড শক্ত নির্বাচন কমিশন, যারা অন্যায় প্রস্তাবের কাছে মাথা নত করবে না; সরকারের মন জুগিয়ে চলবে না।

বিতর্ক হচ্ছে ইভিএম নিয়েও। সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের যে একাধিক বৈঠক হয়েছে, সেখানেও ইভিএমের নেতিবাচক দিক প্রাধান্য পেয়েছে। ইভিএমেও যে একজনের ভোট অন্যজন দিতে পারে- তারও প্রমাণ রয়েছে। দেখা গেছে, আঙুলের ছাপ দিয়ে বুথে পৌঁছার আগেও ভোট হয়ে যায়। গত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আমিও এমন ঘটনার শিকার। যথানিয়মে আঙুলের ছাপ দিয়ে বুথে গিয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি সেখানে বসে আছে। আমি তাকে বের হতে বললাম, তবে সে বের হওয়ার আগে ব্যালটে টিপ দিয়ে গেল। চিৎকার করলাম, সবাই ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে।

এ ছাড়া ইভিএমে অনেকের আঙুলের ছাপ মেলে না। ভোট বিলম্বিত হয়। সবচেয়ে বড় ত্রুটি, ইভিএমে ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল (ভিভিপিএটি) নেই। এটি না থাকায় কেউ ভোট দেওয়ার পর যাচাই করে দেখতে পারছে না, সে কাকে ভোট দিয়েছে। কোনো বিতর্ক দেখা দিলেও যাচাইয়ের সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশন ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীকে কারিগরি কমিটির চেয়ারম্যান করেছিল। তিনি ভিভিপিএটি সংযোজনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, ভারতে ভিভিপিএটি সংযোজনের পরও বিতর্ক রয়েছে। কারণ ইভিএমে যত সহজে কারসাজি করা যায়, তত সহজে ব্যালট পেপারে করা যায় না।

সব বিতর্ক ছাড়িয়ে বড় বিতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকার ব্যবস্থাপনা। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে- সরকার চাইলে ভালো নির্বাচন হয়। সরকার না চাইলে তা হয় না। ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের চাওয়াই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ ও প্রশাসন গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। বাস্তবে তারা ক্ষমতাসীনদের অনুগত সংস্থায় পরিণত হয়। পুলিশ-প্রশাসন বিএনপির শাসনামলে বিএনপির অনুগত ছিল; জাতীয় পার্টির শাসনামলে জাতীয় পার্টির অনুগত ছিল; এখন আওয়ামী লীগের অনুগত। অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও মহলের স্বার্থেও ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় তারা আগ বাড়িয়ে বিরোধী দলের ওপর দমন-পীড়ন করে; সভাসমাবেশ ভেঙে দেয়। তাদের কারণেও গণতান্ত্রিক আবহ ক্ষুণ্ণ হয়; সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। এ কারণে এরশাদের শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উঠেছিল এবং ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা একই দাবি তুলেছিল এবং আন্দোলনের মুখে এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সে অনুযায়ী ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচন হয়েছিল। এসব নির্বাচন ছিল তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য।

বিতর্ক হচ্ছে ইভিএম নিয়েও। সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের যে একাধিক বৈঠক হয়েছে, সেখানেও ইভিএমের নেতিবাচক দিক প্রাধান্য পেয়েছে। ইভিএমেও যে একজনের ভোট অন্যজন দিতে পারে- তারও প্রমাণ রয়েছে। দেখা গেছে, আঙুলের ছাপ দিয়ে বুথে পৌঁছার আগেও ভোট হয়ে যায়।

এর নেতিবাচক দিকও ছিল। বিচার বিভাগ ঘিরেও রাজনীতি শুরু হয়েছিল। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি কেএম হাসানের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এর পেছনে তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার অভিপ্রায় কাজ করেছিল। এর পর রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল। এর ফলে ১/১১-এর ঘটনার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীও রাজনীতিতে জড়িয়েছিল। অবশেষে আদালতের রায়ের আলোকে এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দলীয় সরকারের বিধানের পুনঃপ্রত্যাবর্তন ঘটেছে। ২০১৪ ও ১৮ সালের নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনেই হয়েছে।

এখন নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বিপরীত অবস্থানে। সরকার বলছে- সংবিধানসম্মতভাবেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। বিএনপির কথা- এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। ২০১৪ ও ১৮ সালের বিতর্কিত, ভোটারবিহীন নির্বাচনই তার প্রমাণ। এই বিতর্কের সমাধান কী?

এখন আওয়ামী লীগ বিএনপিকে নিয়ে আগামী নির্বাচন করতে চাইছে। ২০১৮ সালে ড. কামাল হোসেনের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে শরিক হয়ে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। এবার বিএনপি বলছে, আর নয়; এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করবে না। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- তাহলে বিএনপি কী করবে? এর আগে তারা আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের কাছে ধরনা দিয়েছে। কাজ হয়নি। এখন আর প্রকাশ্যে এ ধরনের সালিশ-সালিশ করছে না। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বারবার বলেছেন, আন্দোলনের মাধ্যমে তারা দলনিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায় করে ছাড়বেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির আর দর কষাকষির সুযোগ নেই। সরকার এক চুলও ছাড় দেবে না। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি বিএনপিকে নির্বাচনে আনার কৌশলের কথা বলেছে। এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বিএনপিকে নির্বাচনে আনার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা চেয়েছেন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সরকারও যেনতেনভাবে নির্বাচন করতে চাইছে না। বিএনপিকে নির্বাচনের বাইরে রাখতে চাইছে না। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতার বিকল্প নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচনী বিতর্কের সমাধান হবে কোথায়- আলোচনার টেবিলে, বিদেশের দূতিয়ালিতে, না আন্দোলনের রাজপথে?

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক অঙ্গনে দলীয় সরকার ও দলনিরপেক্ষ সরকারের বাইরেও তৃতীয় একটি মত রয়েছে। তা হলো- জাতীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, আ স ম আবদুর রবসহ অনেকেই প্রস্তাব করছেন। এটি করতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপিকে স্বরাষ্ট্রসহ একাধিক মন্ত্রণালয় গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে জাতীয় বা সর্বদলীয় সরকার গঠনের সুযোগ রয়েছে। তবে এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। কোন সরকারের অধীনে, কীভাবে নির্বাচন হবে- এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐকমত্যের বিকল্প নেই। তবে বিদেশের দূতিয়ালিতে নয়; দেশের মাটিতে সরকার ও বিরোধীপক্ষকে নিজেদের গরজে, গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে; অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে- সেটিই আজ প্রত্যাশিত।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক

শ্রীলঙ্কার গণরোষ থেকে শিক্ষা নেব?

রুস্তম আলী খোকন

শ্রীলঙ্কায় গণরোষে সরকারের পতন ঘটছে। একচ্ছত্র পুঞ্জীভূত ক্ষমতার চর্চা আর সীমাহীন দুর্নীতিতে দেশটির অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে যাওয়ায় জণগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দেশটিতে জ্বালানি তেলের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সরকার দৈনন্দিন জীবনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল কয়েক মাস ধরে। বৈদেশিক ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে বলতে গেলে এক প্রকার দেউলিয়া হয়ে গেছে রাজাপাকসের সরকার। চীনা অর্থায়নে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের জেলা হামবানটোটায় নির্মাণ করা হয়েছে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর। ১৪০ কোটি ডলার ঋণ নিয়ে করা এই বন্দর থেকে আসেনি কিছুই। অবশেষে সমুদ্রবন্দরটি তুলে দেওয়া হয়েছে চীনের একটি কোম্পানির কাছে। ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক বিমানবন্দর করেছে রাজাপাকসের সরকার। তা দেশটির অর্থনীতিতে কোনো কাজেই আসেনি।

শ্রীলঙ্কা একটি দ্বীপরাষ্ট্র। আশির দশকের শুরুতে দেশটি গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়। প্রেসিডেন্ট জয়াবর্ধনের আমলে তামিল জনগোষ্ঠী আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীও তামিল গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। এক সময়ে তাদের হাতে নিহত হন তামিল টাইগার নেতা প্রভাকরণ। শান্তি আলোচনায় তামিলদের সঙ্গে সমঝোতায় আসে শ্রীলঙ্কা সরকার।

শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসে তামিল জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র সংগ্রামের সময় সেনাপ্রধান ছিলেন। তাদের পরিবার শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাঞ্চলের প্রভাবশালী পরিবার। গোটাবায়া সেনাপ্রধান হিসেবে তামিলদের বিদ্রোহ দমনে বড় ভূমিকা রাখেন। রাজাপাকসের পরিবার শ্রীলঙ্কার সিংহলি সম্প্রদায়ের ভেতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ২০০৪ সালে মাহিন্দা রাজাপাকসে হয়ে যান প্রধানমন্ত্রী। তার পরের বছর ২০০৫ সালে হন প্রেসিডেন্ট। টানা ১০ বছর প্রেসিডেন্ট থাকেন তিনি। ২০১৯ সালে ছোট ভাই সাবেক সেনাপ্রধান গোটাবায়া প্রেসিডেন্ট হলে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন মাহিন্দা রাজাপাকসে।

১৯৮৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত টানা ২৫ বছর তামিল জনগোষ্ঠীসৃষ্ট গৃহযুদ্ধ থেকে বের হয়ে শ্রীলঙ্কার জণগণ একটি স্থিতিশীল সমাজ ও অর্থনীতি গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা বিগত ১৩ বছরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এর মূল কারণ সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের নীতিহীনতা। রাজাপাকসের পরিবার এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, যেখানে সংসদ সদস্যদের জনগণের



কাছে কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না। পরিবারতন্ত্রের তোষামোদি ছিল, যার পেছনে ছিল ঘুষ ও দুর্নীতি। রাজাপাকসের পরিবারের সদস্য বাসিল রাজাপাকসে ছিলেন দেশটির অর্থমন্ত্রী। তাকে ডাকা হতো মি. টেন পার্সেন্ট বলে।

শ্রীলঙ্কায় ৫ হাজার ১০০ কোটি ডলার ঋণ নিয়ে বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, যা থেকে কোনো লাভ আসেনি। কিন্তু কমিশন এসেছে রাজাপাকসের পরিবার ও দলের এমপিদের। দুবাইয়ের আদলে ৬৬৫ একর জমিতে একটি বিলাসবহুল শহর গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। কমিশন এসেছে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের পকেটে, তারপর সরকারি আমলাদের মধ্যে ছড়িয়েছে সেটি। পরিস্থিতি হয়েছে নচিকেতা চক্রবর্তীর উল্টো রাজা গানের মতো- 'সে দেশে ধার করে ভাই শোধে রাজা ধারের টাকা, মরে ভূত হলো মানুষ লোক দেখানো বদ্যি ডাক্স'। বিগত কয়েক মাসে পণ্য আমদানি করতে পারছিল না রাজাপাকসের সরকার। ডলার নেই এলসি করার। করোনা-পরবর্তী অর্থনীতি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এমনিতেই বিশ্ব-অর্থনীতি টালমাটাল। সুশাসনের অভাবে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত শ্রীলঙ্কার রাজাপাকসের সরকারের প্রথম স্বীকার।

অনেকেই আশঙ্কা করছেন, বড় বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া বাংলাদেশের পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কার মতো হয় কিনা। শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির বড় প্রকল্পগুলো যেমন চীনের অর্থায়নে হয়েছে, বাংলাদেশেও তাই। রাষ্ট্রায়ত্ত চুক্তিগুলো নিয়ে আমাদের দেশে জণগণের জানার অধিকার খুবই কম। আমরাও জানি না; যেমন জানত না শ্রীলঙ্কার জনগণ।

বস্তুত সুশাসনের অভাব আজকের নয়; বিগত ৫০ বছরের। হু হু করে বাড়ছে মাথাপিছু আয়; সেই সঙ্গে দারিদ্র্য আর ধনী-গরিবের বৈষম্য। সুশাসনের অভাবে সৃষ্ট বৈষম্য সমাজ ও অর্থনীতিকে অস্থির করে তোলে স্বাভাবিকভাবে। যারা ক্ষমতায় আছে তারা তো বটেই, যারা ক্ষমতার দাবিদার তাদের কারও প্রতিই জনগণের আস্থা কম। জনগণ হয়ে পড়েছে রাজনীতিবিমুখ।

আমরা কখনোই চাইব না- আমাদের পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কার মতো হোক। আমাদের কৃষিতে সাফল্য আছে। আছে মানবসম্পদেও সাফল্য। আমাদের জনগণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়। তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিক, জমিতে ফসল উৎপাদন করা কৃষক, বিদেশে গায়েগতরে খেটে রোজগার করা প্রবাসী বাংলাদেশকে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম করে তুলেছে। কিন্তু একটা বিশৃঙ্খলা যে সৃষ্টি হতে পারে- তার আশঙ্কা দূর করে দেওয়া যায় না। শ্রীলঙ্কায় দেখা দেওয়া গণরোষ থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

যদি ক্ষমতাসীন দল ও ক্ষমতার দাবিদার রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, নাগরিক সমাজ সবাই মিলে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা ও বৈষম্য রোধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে তার ফলাফল তৃতীয় কোনো শক্তির কাছে চলে যেতে পারে। তাতে শুধুই লাভবান হবে অন্ধকারের শক্তি।

লেখক: সাবেক ছাত্রনেতা

জনবিচ্ছিন্নতা কাম্য নয়

এ কে এম শাহনাওয়াজ

আমাদের দেশে এত অঘটন ঘটে থাকে যে কোনো একটি ঘটনা আলোচনার তুঙ্গে ওঠার আগেই তামাদি হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো ঘটনা স্মরণে রাখা দরকার। না হলে ভবিষ্যতের ভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে। কারো জানতে বাকি নেই যে ঈদ-পূর্ব ঢাকায় একটি অদ্ভুত অপ্রয়োজনীয় ঘটনার মঞ্চায়ন হয়েছিল ধানমন্ডির তেঁতুলতলা 'মাঠ' ঘিরে।

এই নাটক শুধু দেশবাসী নয়, বিশ্বের অনেকেই অবলোকন করেছে। অঘটনের কশাঘাতে পিষ্ট স্থানীয় শিশু-কিশোর আর তাদের অভিভাবক। তাদের রক্ষায় বিবেক হিসেবে এগিয়ে এসেছিলেন বিভিন্ন ব্যানারের নাগরিক সমাজের মানুষ। কয়েক দিনের মহড়ায় অসহায় দৃষ্টিতে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল কিছু যুক্তিহীন নিম্নমানের অপতৎপরতা।

সাম্প্রতিক জরিপ ফলাফলে ঢাকা দিল্লিকে টপকে অল্পের জন্য বিশ্বের এক নম্বর দূষিত নগরী হতে পারেনি। চ্যাম্পিয়নের মুকুট পাওয়ার জন্য আমাদের প্রশাসন যে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে তা স্পষ্ট হয় তেঁতুলতলা মাঠ ঘিরে কিছুদিনের শোডাউন ও প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের অপ্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যহীন বক্তব্যে। পরিসংখ্যান মতে, জনসংখ্যা অনুপাতে যেখানে ঢাকা শহরে কমপক্ষে আড়াই হাজার মাঠ-পার্ক বা খোলা চত্বর থাকার কথা, সেখানে আড়াই শও টিকে নেই। এর অনেকগুলো আবার সংকুচিত হয়ে গেছে। অনেকগুলো রয়েছে দখলদারদের দখলের হুমকিতে। এমন অবস্থায় নাগরিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় দেশের সরকারেরই ভূমিকা রাখার কথা। কিন্তু যুগ যুগ ধরে এ দেশের সরকারগুলো খাল দখল, নদী দখল আর মাঠ দখলের মতো মহা-অপকান্ডে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকেছে। কখনো কখনো সরকারপক্ষই দখলদারের ভূমিকায় নেমেছে। এরই ধারাবাহিকতা যেন দেখতে হলো তেঁতুলতলা মাঠকান্ডে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক মমতায় শেষ রক্ষা করতে ভূমিকা রেখে সংকটের বরফ গলিয়েছিলেন। কিন্তু এর আগে মাঠ রক্ষায় সমাবেশ চলেছে, চলছে প্রতিবাদী আলোচনা, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় প্রবোধ দিয়েছিলেন নতুন জায়গা খোঁজা হচ্ছে থানা ভবন নির্মাণের জন্য। পাওয়া গেলে থানার জায়গা পুনর্নির্ধারণ করা হবে। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল একদিকে প্রত্যাশার আলো জ্বালানো হচ্ছে, অন্যদিকে নির্মাণকাজ চলছে, তখনই বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ সময়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ সামনে চলে আসে। এ দেশের যেকোনো সমস্যা যেহেতু সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমাধান করতে পারে না, তাই মানুষ শেষ আশ্রয়স্থল ভেবে রাখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ। এবারও তাই প্রত্যাশিত ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আসবে। সব শেষে বঙ্গবন্ধুকন্যাকেই এগিয়ে আসতে হলো উদারতা নিয়ে। তিনিই যেন বুঝতে পারলেন ছোটদের জন্য মাঠ থাকার গুরুত্ব। পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগেই শিশু ও এলাকাবাসীর সামনে যেন ঈদের উপহার নিয়ে এলেন। জানিয়ে দিলেন এই মাঠ যেমন ছিল তেমন থাকবে। এখানে শিশুরা খেলবে। এলাকাবাসীর সামাজিক কাজ সম্পন্ন হবে। অতিরিক্ত পাওনা হলো পুলিশ বন্ধুর মতো মাঠের দেখভাল করবে। এটি নিশ্চয় একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এমন সিদ্ধান্তের জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এভাবে মধুর সমাধান হলেও কতগুলো প্রশ্ন থেকে যায়। কংক্রিটের বস্তির মাঝখানে এই একচিলতে খোলা জায়গা ছিল স্থানীয় শিশু-কিশোরদের খেলার মাঠ, তরুণ আর প্রবীণদের প্রাতর্ভ্রমণ ও সান্ধ্য ভ্রমণের জায়গা। ছোটখাটো সামাজিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরির স্থান। ঈদের নামাজ পড়া আর মৃতের জানাজা পড়ার ঠিকানা। অনেক দিন থেকেই এসব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল মাঠটি। এসব তো অজানা থাকার কথা নয়। তাহলে সাধারণ মানুষের এবং শিশু অধিকারের মানবিক বিষয়টি আমলে না এনে পুলিশ প্রশাসনের এখানেই কেন থানা ভবন নির্মাণ করতে হবে, তা আমাদের বোধগম্য হয়নি। আমলারা তো বরাবরই হুকুমবরদার। তাই জেলা প্রশাসক মাঠ বন্ধ করে খাস-জমির অজুহাতে কিভাবে জমি বরাদ্দ দিলেন থানা করার জন্য সে প্রশ্ন করা নিরর্থক। বড় অঙ্কের টাকায় কেন থানা করার জন্য মাঠ কেনা হলো–এ বিষয়গুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাবনার কোনো বিষয় মনে হয়েছিল কি না আমরা জানি না।

আমরা লক্ষ করেছি, সরকারি শক্তি যখন দাপুটে হয় আর সব প্রতিষ্ঠানে যখন দলীয়করণের অসুস্থ প্রবণতা কার্যকর থাকে তখন সুস্থ চিন্তা কাজ করে না। এ প্রবণতার বাস্তবতায় ঢাকা শহরের অনেক মাঠ আর শিশুদের জন্য উন্মুক্ত নেই। স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তিমানরা নানা উপলক্ষে গ্রাস করছে। ১০ লাখের ওপর মানুষের বাস ঢাকা শহরে। প্রতিদিন এ সংখ্যা বাড়ছে। কার্যকর মাঠের সংখ্যার সঙ্গে জনসংখ্যার অনুপাত যুক্ত করার কোনো সুযোগই নেই। ঢাকা সিটি করপোরেশনের অধীনে ১২৯টি ওয়ার্ড রয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি ওয়ার্ডে কোনো খেলার মাঠই নেই। বাকিগুলোতে মাঠের অস্তিত্ব থাকলেও এর অনেকগুলো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দখলে। কোথাও বাণিজ্যের পসরা বসেছে। কোনোটি গাড়ি রাখার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গত সপ্তাহে গেণ্ডারিয়া গিয়েছিলাম। ঐতিহাসিক ধূপখোলা মাঠের দুর্দশা দেখে দুঃখ পেলাম। একসময় এই মাঠ ছিল ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান। উনিশ শতকে এই মাঠে প্রতি ঈদুল ফিতরের বিকেলে কথক নাচের মঞ্চ তৈরি হতো। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ইস্ট এন্ড ক্লাবের মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হতো এই মাঠটি। পরবর্তী সময়ে এই বিশাল মাঠকে তিনটি মাঠে রূপান্তর করা হয়। এক অংশে ইস্ট এন্ড ক্লাবের মাঠ, আরেক অংশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ আর বাকি অংশে সাধারণের ব্যবহার করা মাঠ। খেলাধুলা ছাড়াও সকাল-বিকাল স্থানীয় মহল্লাগুলোর নারী-পুরুষ অনেকেই হাঁটাহাঁটি করতেন। এখন চারদিক ঘেরাও করে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কর্মযজ্ঞ চলছে। মাঠ দখল করে তৈরি হচ্ছে বিশাল শপিং মল। অনেক প্রতিবাদের পর একটুখানি মাঠের অংশ রাখা হয়েছে। ভাবখানা এমন যে যেভাবে পারো এখানে মিলেমিশে খেলাধুলা এবং হাঁটাহাঁটি করতে পারো।

এসব দেখে আমার রাজনৈতিক কমিটমেন্টের দুর্দশার কথা মনে হলো। এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা একটি শব্দযুগল আমাদের উপহার দিয়েছেন। তা হচ্ছে 'রাজনৈতিক বক্তব্য'। আমি এর সরল অর্থ করেছি–'মিছে কথা'। নেতাদের যে কথাগুলো বিতর্কিত, যা বলেন তা বিশ্বাস থেকে বলেন না, তাকে নিজেরাই 'রাজনৈতিক বক্তব্য' নাম দিয়ে দায় সারিয়ে নেন। তাই যখন মঞ্চ কাঁপিয়ে বলেন তাঁরা নগরীর পরিবেশ রক্ষা নিয়ে কাজ করছেন, শিশু-কিশোরদের মানসিক-শারীরিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠ-পার্ক করে দিচ্ছেন। আর কার্যত উল্টো পথে হাঁটছেন, তখন বুঝতে হবে এগুলো তাঁদের 'রাজনৈতিক বক্তব্য'।

এর সমিল সাম্প্রতিক একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। দলীয়করণের দুর্যোগে নানা বিশেষজ্ঞ কমিটিও হয়তো হয় দলীয় দৃষ্টিতে। তাই মাঝে মাঝে সংকটে পড়তে হয়। এ কারণে হঠাৎ কাগজে একটি সিদ্ধান্ত দেখে হোঁচট খেতে হয়েছিল। যেখানে বিশ্বের সব সভ্য দেশে তাঁদের ন্যাশনাল কারিকুলামে স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত অন্তত নিজ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চর্চা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে, সেখানে আমাদের কারিকুলামে স্কুল পাঠ্যসূচিতে ইতিহাস পাঠ সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। ইতিহাস নামে আলাদা কোনো বই থাকছে না। সমাজবিজ্ঞানের ভেতর মাত্র ১৫ নম্বরের ইতিহাস পাঠের সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রথমে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছি। পরে যখন জানলাম এই সিদ্ধান্ত নাকি সরকার কার্যকর করতে যাচ্ছে, তখন চট করে এগারো-বারো শতকের সেন রাজাদের কথা মনে হলো। এই বিদেশি শাসকরা বাঙালির প্রতিবাদী শক্তিকে আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করেছিল। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি যাতে প্রতিবাদী হতে না পারে তাই বাঙালির জ্ঞানচক্ষু বন্ধ করে দিতে চাইল। এই লক্ষ্যে বাংলা চর্চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। এখন কেন দেশীয় শাসকরা বাঙালিকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানা থেকে বিরত করতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ইতিহাস একাডেমি ও ইতিহাস সমিতির নেতৃবৃন্দ আমরা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন সহজেই। তাই ১০ মিনিটেই সভা শেষ করে দিলেন। জানালেন যেমন ছিল ইতিহাস তেমনই থাকবে।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ইতিহাস একাডেমি ও ইতিহাস সমিতির নেতৃবৃন্দ আমরা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন সহজেই। তাই ১০ মিনিটেই সভা শেষ করে দিলেন। জানালেন যেমন ছিল ইতিহাস তেমনই থাকবে। এও বললেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও ইতিহাসের প্রতি সংবেদনশীল। আমরা খুশি মনে চলে এলাম। কিন্তু পরে হতাশার সঙ্গে বুঝতে পারলাম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের এটি ছিল রাজনৈতিক বক্তব্য। অবশ্য এর মধ্যে যদি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমি আমার বক্তব্য ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত।

আমাদের দুশ্চিন্তা অন্য জায়গায়। এভাবে জনস্বার্থবিরোধী সরকারি সিদ্ধান্ত একে একে ক্ষমতার দাপটে বাস্তবায়িত হতে থাকলে একসময় হতাশ মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলবে। সরকার ও সরকারি যন্ত্রসমূহের প্রতি আস্থার সংকট কখনো স্বস্তিদায়ক হতে পারে না। যেখানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ভূমিকা রাখবে সেখানে সরকারি সিদ্ধান্ত যদি মানুষের কল্যাণ হরণ করে তখন স্বাভাবিকভাবে সরকারের প্রতি বিরাগ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। আমরা কখনোই চাইব না সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাক।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্যের বিধান অপরিহার্য

(৫ পাতার পর)

আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।' এই অনুচ্ছেদ মোতাবেক 'সংসদে সংসদ নেতার ক্ষমতা কর্তৃত্ব এতটাই, যেকোনো সরকারি দলের সদস্যকে তার স্বাধীন চিন্তা ও মত দলের বেদিতে সমর্পণ করতে বাধ্য হতে হয়। এখানে পুরো ক্ষমতা যেকোনো সময় যেকোনো প্রধানমন্ত্রীর অনুকূলে থাকবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান, ইংল্যান্ডের 'মাদার পার্লামেন্টে' এমন কর্তৃত্ববাদী বিধানের অস্তিত্ব নেই। মেম্বারগণ দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দেয়ার বা মত দেয়ার পুরো অধিকার সংরক্ষণ করেন। এটাই আসলে ব্যক্তি স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এমন ত্রুটি নিয়ে চলার অর্থই হচ্ছে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিপদের মুখোমুখী করা। তাই যেকোনো শাসনব্যবস্থা পিউরিফিকেশনের জন্য তথা বিশুদ্ধতার জন্যই ক্ষমতাসীন দল ও ক্ষমতার বাইরে থাকা দলকে একসাথেই কাজ করতে হবে। যেমন আমাদের দেশে বিশুদ্ধ সংসদীয় শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা দরকার। কেননা এর সাথে একজন সংসদ সদস্যের স্বাধীনতা ও অধিকার জড়িত রয়েছে। যে ভয় থেকে সংবিধানে ৭০ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে সেটা পরিষ্কার করতে চাই। প্রথমেই বলে রাখি, যদি কোনো সংসদীয় দল কোনো বিষয়ে নীতিগত বা কোনো স্পর্শকাতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। তাহলে এর যৌক্তিকতার দিকটি সংসদীয় দলে খোলামেলাভাবে আলোচনা করা, সে আলোকে সবার মতকে গুরুত্ব দেয়া হলে, সে বিষয়ে দলে সবাইকে নিয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হলে এর সুফলে গোটা জাতিই উপকার পাবে। সে ক্ষেত্রে সবার একমত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে কোনো সঙ্কট হওয়ার কথা নয়। আমরা কোনো বিষয়েই আজকের নিরিখে কথা বলছি না। মনে রাখতে হবে সব দিন সমান চিন্তা চেতনা বোধ বিবেচনা কোনো সময়ই এক রকম হতে পারে না। তাই সব ক্ষেত্রেই সেইফ সাইডে থাকার কথা ভাবতে হয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ব্যক্তিকে প্রায়ই বিপথগামী করতেই পারে। তাহলে কোনো মানুষের বিপথগামী হওয়ার সুযোগটা রাখতে হবে। এমন বিধান রাখার পক্ষে গোঁ-ধরার ভূমিকার জন্য তাদের এখন হয়ত সময় এসেছে অনুতপ্ত হওয়ার।

আমরা লক্ষ্য করছি, বহু কিছু নিয়ে এখন পথেঘাটে সমালোচনা হচ্ছে। অথচ এসব বিষয় নিয়ে সংসদে কোনো আলোচনা পর্যালোচনা হওয়ার কোনো খবরই আমাদের কাছে নেই। অথচ সংসদ দাবি রাখে, সরকারের সব মৌলিক বিষয় নিয়ে সেই ফোরামে আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন; এমন আলোচনায় অংশ নেয়া প্রতিটি সংসদ সদস্যের অধিকার সব দেশে যেখানে সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর। সেখানে সদস্যগণ এই অধিকার পুরো মাত্রায় 'এনজয়' করেন। আমাদের এখানে এর মারাত্মক ব্যত্যয় ঘটছে। এতকাল দেখা গেছে, যে দল সরকারের নির্বাচনী শরিক, তথাপি তাদের বসানো হয়েছে 'অপজিশন বেঞ্চে' যা মূলত সংসদে একটা বিরোধী দল আছে এমন নাটক সাজানো। সব সময়ই সেই অনুগত বিরোধী দলের আনুগত্যের পরীক্ষায় 'ফার্স্ট ক্লাস' পেয়ে এসেছে। কিন্তু কেন জানি না, তারা এখন সংসদের ভেতরে নয়, মিডিয়ার সম্মুখে সরকারে সমালোচনা করছেন। হয়তো এ-ও একটা কৌশল হতে পারে, পরবর্তী নির্বাচনে অন্যরা নির্বাচনে না এলে, তাদের দিয়ে আবার 'প্রক্সি' দেয়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

যাই হোক, এমন সব অনিয়ম তখন হওয়া সম্ভব হয়, যখন শাসন ব্যবস্থায় এমন একটা 'জগাখিচুড়ির' অবস্থা বিরাজ করলে, শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রভাব প্রতিপত্তি, কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করে যায়। তবে কোনো দক্ষ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, জনদরদী নির্বাহীর অধীনে প্রশাসন পরিচালিত হলেও সেখানেও ওপরে যে 'সিচুয়েশনের' কথা উল্লেখ করেছি, সেখানেও এমন ব্যত্যয় ঘটার সম্ভাবনার বিষয়টি উড়িয়ে দেয়ার কোনো অবকাশ নেই আর যে প্রধান নির্বাহীর কথা উল্লেখ করেছি, তেমন গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি যেখানে পাওয়া যাবে না, এমন ভাবাটা খুব বেশি বলে মনে রাখতে হবে। তাই যেখানে কেবলই 'সম্ভাবনা, চান্সের' প্রশ্ন। তবু এগিয়ে চলায় জাতির বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

শুধু সংসদ নয়, সব প্রতিষ্ঠানের একটা চলার পথ নির্দেশিকা, কিছু ঐতিহ্য ও নর্মস অবশ্যই থাকে। তবে যদি কর্মীরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ ও অনীহা দেখায় তবে সেসব প্রতিষ্ঠান মসৃণভাবে চলতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের প্রতি যাদের আন্তরিকতা নিষ্ঠা ও কমিটমেন্ট থাকে, তারা এসব বিধি ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করে। তাতে সে প্রতিষ্ঠান যথানিয়মে চলতে সক্ষম হয়। ঠিক দেশের সর্বোচ্চ পরিষদেরও একটি কার্যপ্রণালী বিধি রয়েছে। সংবিধানের ৭৫(১)(ক) অনুচ্ছেদের আলোকে সেটা রচিত হয়ে থাকে বলে এর সাংবিধানিক গুরুত্ব রয়েছে। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারেই সংসদ সদস্যদের সরকারের জবাবদিহি করা নানা বিধান রয়েছে। অতীতে আমরা দেখেছি, সাবেক স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী ও তার পূর্ব ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী সংসদ পরিচালনায় ছিলেন অদ্বিতীয়। তারপর যারা সংসদ পরিচালনার দায়িত্বে এসেছেন স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে, তারা সেই দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেননি। ফলে সংসদও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি, আজও নয়। অথচ সংসদই সংসদীয় ব্যবস্থায় মূল 'রোল প্লে' করে। কেননা সংসদই সরকারের জবাবদিহি করার প্রধান এবং একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সংবিধানে ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত রয়েছে, 'মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।' এতদসত্ত্বেও সংসদ সদস্যরা যদি সংসদের 'গাইড বুক' তথা কার্যপ্রণালী বিধি রপ্ত করতে সক্ষম না হন, তবে সংসদে কথা বলা, সরকারের জবাবদিহি করা কঠিন বলে মনে হবে। মনে রাখতে হবে, সংসদ পল্টন ময়দান নয় যে যা ইচ্ছা তাই তিনি বলতে পারবেন। তার বক্তব্য বিধি মোতাবেক না হলে স্পিকার তার মাইক বন্ধ করে দেবেন। একমাত্র সংসদ নেতার এই প্রিভিলেজ রয়েছে যে, তিনি কথা বলতে দাঁড়ালেই মাইক পাবেন।

আমরা আবারও ফিরে যাই আমাদের এখানে ক্ষমতার ভারসাম্য কতটা কী রয়েছে। যেসব দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব আছে বটে, তবে তিনি বিধি বিধানের উর্ধ্বে নন, অবশ্যই তাকে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে শতভাগ জবাবদিহি করতে হবে। আইনের একচুল পরিমাণ ব্যত্যয় ঘটানো তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। শুধু বিরোধী দলের কাজেই নয় প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের কাছেও অ্যাকাউন্টেবল। পত্রিকা সচেতন পাঠক মাত্রই ওয়াকিবহাল, ব্রিটিশ প্রধান বরিস জনসন ইদানীং কী পরিমাণ হেনস্ত হচ্ছেন সে দেশে। কোভিড চলাকালে তার দফতরে মাত্র ক'জন স্টাফ নিয়ে নিজের জন্মদিনে একটা কেক কেটেছিলেন। তাতে কোভিড আইনের ব্যত্যয় ঘটার কারণে পার্লামেন্টে এবং সে দেশের সংবাদ মাধ্যমে কী পরিমাণ নাস্তানাবুদই না তাকে হতে হয়েছে। এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনার পরও সমালোচনা তার পিছু ছাড়ছে না। এমন কি এতটুকু হয়েছে যে, তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার কথা শোনা গেছে। প্রকৃত পক্ষে এটাই গণতন্ত্র এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের 'এসেন্স' যা এদেশে অনুপস্থিত।

আমাদের এখানে কি এসব কল্পনা করা যায়? অথচ 'গণতন্ত্র গণতন্ত্র' বলে চিৎকার চেঁচামেচির কি কোন অংশে কম হয়? আসলে সব মেকি ও লোক দেখানোর যত সব নাটক। দেশে এখন দ্রব্যমূল্য, মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ, সড়কে মানুষের মৃত্যুর মিছিল, কালোবাজারি মজুদদারি- সমস্যা তো বেসুমার। কেউ কি শুনেছেন, এসব সমস্যা নিয়ে সংসদে কোনো আলোচনা? এসব কি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়? এসব কি আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না? সম্প্রতি এক জাতীয় দৈনিকের প্রধান খবরের শিরোনাম ছিল 'কারসাজিতেই সয়াবিনে সঙ্কট'; সাব হেডিং ছিল ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস করে ভুল করেছি- এটাই আমার ব্যর্থতা : বাণিজ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীর এমন বক্তব্যের জন্য করুণা হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ দেশের নীতি বর্জিত ব্যবসায়ীরা কবে কথা রাখেন? ব্যক্তিগত লাভ লোকসান ভিন্ন কোনো কালে জনদুর্ভোগের কথা কি তারা ভেবেছেন? এমনটা বুঝতে না পারাটা অবশ্যই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। শুধু বাণিজ্যমন্ত্রী নন, এমন বহুমন্ত্রীই রয়েছেন যাদের মুখে ঘন ঘনই এমন মন্তব্য শুনি। এসব রাজনৈতিক নির্বাহীরা রাজপথে, মাঠে ময়দান গরম করতে পারদর্শী বটে; কিন্তু তাদের দিয়ে প্রশাসন পরিচালনার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে, কোন বিবেচনায় জানি না যার ফলাফল মানুষ মরমে মরমে বুঝতে পারছে।

আমরা কথা শেষ করতে চাই, এভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব একটি দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতোই কঠিন। এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর সব কিছুই করা হয়। তা ভুলে গেলে চলবে না।



ভারতে ৩ দিনের রিমান্ডে পি কে হালদার

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন আদালত ।

দুদিনের অভিযানে শনিবার (১৪ মে) প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদার ধরা পড়েন ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ফাঁদে । এ সময় পি কে হালদারের স্ত্রী ও ভাই প্রাণেশ হালদারসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয় । রোববার (১৫ মে) বারাসাতের আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে তাদের ১৭ মে পর্যন্ত ইডি হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক ।

কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে সুকুমার মৃধার বিশাল বিলাসবহুল বাড়ির সন্ধান পায় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা । সুকুমার মৃধা পি কে হালদারের অর্থ দেখভাল করতেন । স্থানীয়রা মৃধাকে মাছ ব্যবসায়ী হিসেবে জানতেন । পি কে হালদার ছিলেন সুকুমার মৃধার প্রতিবেশী । ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, এ দুজনের যোগসাজশেই বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে ।

অশোকনগরে একাধিক সম্পত্তির মালিক হয়েছেন হালদার-মৃধা জুটি । এর মধ্যে শুক্রবার (১৩ মে) তিনটি বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় । যার একটিতে এতদিন একাই থাকতেন সুকুমার মৃধার জামাতা বাংলাদেশি নাগরিক সঞ্জীব হালদার । পি কের ভাই প্রীতিশ হালদারও থাকতেন সুকুমার মৃধার বাড়িতে । স্থানীয়দের কাছে তিনি প্রাণেশ হালদার নামে পরিচিত ছিলেন ।

পি কে হালদারের আরেক সহযোগী স্বপন মিত্রের বাড়িতেও অভিযান চালায় গোয়েন্দা সংস্থা । তল্লাশি চালিয়ে একাধিক নথি পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা । পরে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকেও আটক করা হয় ।

গোয়েন্দা সংস্থাটি বলছে, শুধু অশোকনগর নয়, কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন এলাকা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অভিজাত এলাকায় পি কে হালদার চক্রের একাধিক বাড়ি ও অফিসের সন্ধান পাওয়া গেছে । সেখানেও তল্লাশি চালিয়েছে ইডি ।

পি কে হালদার কীভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন, সেই রহস্যের জট এখনো খোলেনি ।

২০১৯ সালের ২২ অক্টোবর রাত পর্যন্ত দেশেই ছিলেন প্রশান্ত কুমার হালদার । ২৩ অক্টোবর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চিঠি দেয় ইমিগ্রেশনকে । দুপুর ২টা ৪৩ মিনিটে হোয়াটসঅ্যাপে আবারও তার বিদেশে যাওয়া ঠেকাতে বলে দুদক ।

দুদক এবং ইমিগ্রেশন বিভাগ যখন চিঠি চালাচালি করছে তখনো সীমান্ত পাড়ি দেননি পি কে হালদার । আদালতে জমা দেওয়া ইমিগ্রেশন পুলিশের তথ্য বলছে, দুদকের আনুষ্ঠানিক চিঠি পাওয়ার দুই ঘণ্টা আগে যশোরের বেলাপোল সীমান্ত দিয়ে দেশ ছাড়েন পি কে হালদার ।

বিষয়টি শুধুই কাকতালীয় ছিল, নাকি প্রশান্ত কুমারকে পালাতে কেউ সহায়তা করেছিলেনএই প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি । যদিও ইমিগ্রেশন বিভাগ এবং দুদক একে অপরের ওপর দায় চাপিয়ে আসছে ।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, দেশ ত্যাগের পর পি কে হালদারের অবস্থান নিয়ে একেক সংস্থা একেক রকম তথ্য দিয়ে আসছে । কখনো বলা হয়েছে তিনি কানাডায় আছেন, আবার কখনো শোনা গেছে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডের কথা । একবার দেশে ফেরার ইচ্ছা পোষণ করলেও নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন গ্রেফতার না করার । সেই আশ্বাস না মেলায় টিকিট কেটেও ফেরেননি প্রশান্ত কুমার ।

নিম্নকক্ষ ডুমার প্রতিরক্ষা কমিটির হুঁশিয়ারি

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠজন ডুমা (রুশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ) প্রতিরক্ষা কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান আলেক্সি জুরাভলিভ । শনিবার গর্বের সঙ্গে তিনি বললেন, এ অস্ত্রের আঘাতে ২০০ সেকেন্ডে ব্রিটেন, আর মাত্র ১০ সেকেন্ডে উড়ে যাবে ফিনল্যান্ড ।

জুরাভলিভ দাবি করেন, ফিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ন্যাটোতে যোগ দিতে উসকানি দিচ্ছে । ইউরা নিউজ আউটলেটকে তিনি বলেন, 'ফিনল্যান্ড যদি নর্থ আটলান্টিক ব্লকে যোগ দিতে চায়, তাহলে আমাদের লক্ষ্য একেবারেই বৈধ । রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা পুরোপুরি যৌক্তিক ।' তিনি আরও বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের রাষ্ট্রকে হুমকি দেয়, তবে আমাদের কাছে শয়তান-২ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে এবং তারা যদি মনে করে রাশিয়ার অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়, তবে তাদের হাতে থাকবে শুধু পারমাণবিক ছাই । ফিনল্যান্ড যদি মনে করে তারা মার্কিনিদের সঙ্গে মিশে গেছে, তবে আমি বলব, লাইনে দাঁড়ান ।'

রাশিয়া এখন ফিনল্যান্ডের সঙ্গে তার সীমান্তে পারমাণবিক অস্ত্র পুনঃস্থাপন করবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কেন? আমাদের দরকার নেই ।' শয়তান-২ প্রসঙ্গ এলে রুশ প্রতিনিধি বলেন, 'এটা দিয়ে সাইবেরিয়া থেকে ব্রিটেনে আঘাত করতে পারব । যদি আমরা কালিনিন গ্রাদ থেকে আঘাত করি, তবে এটি ব্রিটেনে পৌঁছাতে লাগবে ২০০ সেকেন্ড । আর মাত্র ১০ থেকে ২০ সেকেন্ডে এটি পৌঁছে যাবে ফিনল্যান্ড ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করে জুরাভলিভ বলেন, 'আমরা দীর্ঘ সময় ধরে সহ্য করি, কিন্তু চিরকাল নয় । সারা বিশ্ব ইতোমধ্যে জেনে গেছে, যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটাতে সম্ভাব্য সবকিছু করবে । তারা পারমাণবিক হামলার দিকে না যাওয়ার চেষ্টা করবে । কিন্তু তারা পুরো ইউরোপকে রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করবে । এশিয়ার পরিস্থিতিকে উত্তেজিত করবে । তারা তাদের সব সমস্যার জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে দায়ী করতে পারবে, যেমনটি তারা আগে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় করেছিল ।' তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাশিয়া কি প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অবশ্যই । রাশিয়ার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লে এটা করতে আমরা বাধ্য হব ।' এ প্রসঙ্গে তিন যোগ করে বলেন, 'ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন এখন একটি জোটে যোগ দিতে যাচ্ছে-যারা রাশিয়াকে ধ্বংস করতে চায় । তারই জবাবে আমরা তাদের ধ্বংস করে দিতে চাই ।' বাল্টিক দেশ লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে তাদের গুঁড়িয়ে দেব ।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা অবশ্যই এসব চিনাবাদামকে (আঙুলে টিপে খোসা খুলতে হয়) ভয় পাই না । এরা দুর্গন্ধযুক্ত পোকার মতোই বাজে ।'

ফিনল্যান্ডে রাশিয়ান বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ: আজই ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার চূড়ান্ত ঘোষণা দিতে পারে ফিনল্যান্ড । গত বৃহস্পতিবার প্রাথমিক ঘোষণাটি আসার পরপরই দেশটিতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধের হুমকি দিয়েছিল মস্কো । শনিবার অর্থ পরিশোধ না-হওয়ার অজুহাতে ফিনল্যান্ডের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে ক্রেমলিন । রাশিয়ার এমন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ফিনিশ গ্রিড অপারেটর ফিনগ্রিড এ ঘাটতির জন্য বিকল্প উৎসের সন্ধান করবে তারা । নর্ডিক দেশটি নিজস্ব বিদ্যুৎ চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ আমদানি করে রাশিয়া থেকে । ফিনল্যান্ডের ফিনগ্রিডের পাওয়ার সিস্টেম অপারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রিমা পাইভিনেন বলেছেন, 'রাশিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে তাতে কী! আমরা সুইডেন থেকে বিদ্যুতের আমদানি বাড়িয়ে দেব । পাশাপাশি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব ।'

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা নর্ডিক বলেছে, 'এই পরিস্থিতিটি ব্যতিক্রমী এবং আমাদের বাণিজ্য ইতিহাসের বিশ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো এমন ঘটনা ঘটল ।'

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটঃ তিন বছর কোন আয় করতে পারেনি

(প্রথম পাতার পর)

নাইনে করে যখন মহাকাশে প্রথম স্যাটেলাইটটি পাঠিয়েছিল বাংলাদেশে, তখন দেশটি মহাকাশে পদচিহ্ন আঁকা এলিট দেশগুলোর ক্লাবে প্রবেশের গৌরব অর্জনের পাশাপাশি এটা থেকে অনেক আয় করারও স্বপ্ন দেখেছিল ।

কিন্তু চার বছর পর এসে কর্তৃপক্ষ বলছে, নানা কারণে উৎক্ষেপনের প্রথম তিন বছরে স্যাটেলাইটটি থেকে কোন আয় করতে পারেনি বাংলাদেশ । ফলে খরচ উঠে আসার যে প্রাথমিক হিসেব নিকেশ করা হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে এই খরচ উঠতে আরো বেশি সময় লাগবে ।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ তৈরি এবং উৎক্ষেপণে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, যা উৎক্ষেপণের সময় বলা হয়েছিল, পরবর্তী সাত বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০২৫ সালের মধ্যে তুলে আনা সম্ভব হবে ।

কিন্তু স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপনের চার বছর পূর্তিতে এসে পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বিবিসিকে বলেছেন, 'চার বছরের মধ্যে প্রথম তিন বছরে আমরা নানা কারণে কোন আয় করতে পারিনি । কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা আয় করতে শুরু করছি ।'

বাফেলোয় বন্দুক হামলায়

(প্রথম পাতার পর)

এলাকায়এ বন্দুক হামলার নিন্দা জানিয়েছেন । এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, 'বাফেলো সুপার মার্কেটে গুলির ঘটনা আমি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি । আমরা স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছি । আপনি যদি বাফেলোতে থাকেন, অনুগ্রহ করে এলাকাটি এড়িয়ে চলুন এবং আইন প্রয়োগকারী ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করুন ।'

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সংবাদ সম্মেলন করেন বাফেলো সিটির মেয়র বায়রন ব্রাউন । তিনি বলেন, 'গুলিবিদ্ধ ১০ জন ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন । এ ঘটনায় আমরা খুবই মর্মাহত । পুলিশ ঘটনা অনুসন্ধান করছে । সন্দেহভাজন হামলাকারী পুলিশের হেফাজতে রয়েছে । আমরা তার সঠিক পরিচয়নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছি ।'

বন্দুক হামলার পরপরই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে । পুলিশ জানায়, হামলাকারী তাদের হেফাজতে রয়েছে । তবে তার নাম-পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি । এ ঘটনায় বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন কমিউনিটিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ।

বাফেলো সিটির কমন কাউন্সিল অ্যাসিসট্যান্ট সাহী চৌধুরী মিডিয়াকে বলেন, 'আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে স্থানীয় পুলিশ ও কর্মকর্তাদের সহায়তা করছি । বাংলাদেশীসহ সবাইকে ঘটনাস্থল এড়িয়ে চলার অনুরোধ করছি ।'

স্থানীয় বাংলাদেশী ক্রিকেটার ইমন সিদ্দিকী বলেন, 'দুপুর আড়াইটার দিকে আমি মাঠে খেলার জন্য বাসা থেকে বের হয়েছি, এমন সময় গুলির শব্দ পাই । পরে একের পর এক পুলিশের গাড়ি আসতে দেখি । পুরো এলাকা তারা ঘিরে ফেলেছে ।'

ইকবাল হায়দার চৌধুরী থাকেন নিউইয়র্ক সিটিতে । তিনি বাফেলোতে বেড়াতে এসেছেন । জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মাঝে মধ্যেই বাফেলোতে বেড়াতে আসি । এখানে এখন অনেক বাংলাদেশী বসবাস করেন । আজ বেড়াতে এসে এমন ঘটনার সম্মুখীন হব, ভাবতে পারিনি ।'

বাফেলোর ডাউনটাউন থেকে তিন মাইল উত্তরে যে সুপার মার্কেটে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে বেশির ভাগ কৃষ্ণাঙ্গের বসবাস । তবে পুরো বাফেলো সিটিতে অবশ্য বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী বসবাস করেন । তাদের মধ্যে এখন বন্দুক হামলার আতঙ্ক বিরাজ করছে ।

সংশ্লিষ্টদের মতে, বন্দুক হামলার ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, যা কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না । এ জন্য দরকার কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ ।

ভারতে আজীবন সম্মাননা পেলেন

আলমগীর-রুনা লায়লা

(প্রথম পাতার পর)

প্রখ্যাত অভিনেতা আলমগীর ও প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা দম্পতি । কলকাতার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ডের ১৯তম আসরে তাদের এ সম্মাননা দেওয়া হয় ।

এ প্রসঙ্গে মোবাইল ফোনে কলকাতা থেকে আলমগীর বলেন, "এর আগেও আমি কলকাতায় 'উত্তম কুমার অ্যাওয়ার্ড'সহ আরও বেশকিছু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছি । এটা সত্যি, সম্মাননা প্রাপ্তিতে আমি খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হই না বা খুব বেশি ভালোলাগার প্রকাশ ঘটেনা বা প্রকাশ করতে পারি না । তবে অবশ্যই সম্মাননা পেলে ভালো লাগে । কলকাতায় আমাকে এবং রুনাকে যারা আজীবন সম্মাননায় ভূষিত করেছেন তাদের ধন্যবাদ ।

নিঃসন্দেহে একটু বেশিই ভালোলাগার এ কারণে, আমি এবং রুনা একসঙ্গে একই মঞ্চে আজীবন সম্মাননা পেয়েছি ।" রুনা লায়লা বলেন, 'এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি আমি মনে করি দুই বাংলার শিল্পীদের মেলবন্ধনের একটি অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানে দুই বাংলার অনেক শিল্পীই সম্মাননা পেয়েছেন । সবার জন্যই শুভ কামনা, ভালোবাসা । আর আমি এর আগে চ্যানেল আই আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে একই মঞ্চে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছিলাম । তো এবার যেহেতু আমরা দুজনেই একসঙ্গে একই মঞ্চে আজীবন সম্মাননা পেলাম, এটা আসলেই অনেক সম্মানের, আনন্দের এবং একটু অন্যরকম ভালোলাগার তো বটেই ।' প্রসঙ্গত, এর আগে একই অনুষ্ঠানে প্রয়াত নায়করাজ রাজ্জাক, নায়িকা ববিতাও আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হন ।

জাতিসংঘে আল জাজিরার সাংবাদিক শিরিনকে হত্যার নিন্দায়

(প্রথম পাতার পর)

ইসরায়েলি পুলিশের হামলার পরে বিশ্বসংস্থার এই পদক্ষেপ এলো । ইসরায়েলি পুলিশ দাবি করেছে, পাথর নিক্ষেপের পর তারা ওই পদক্ষেপ নেয় । শেষকৃত্যের জন্য সমবেত লোকজনের ওপর পুলিশের হামলার সময় শিরিনের কফিন শবযাত্রীদের কাঁধ থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয় ।

বুধবার অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিনে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর অভিযানের খবর সংগ্রহ করার সময় শিরিন আবু আকলা (৫১) গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন । তার মৃত্যুতে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ।

ïµবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বলেছে, এর সদস্যরা অবিলম্বে এ হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ, স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে ।

বিবৃতিটি ইসরায়েল সম্পর্কিত কোনো ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদের ঐক্যের এক বিরল ঘটনা । তবে কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, সমালোচনামূলক বিবৃতিটির ভাষা নিয়ে কঠিন বিতর্ক হয় ।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, চীন যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দিয়ে বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যায়ের নিন্দা, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সামরিক অভিযানের খবর সংগ্রহের সময় সুরক্ষার আহ্বান জানানো অনুচ্ছেদগুলো বাদ দিতে সফল হয় । এর বদলে বিবৃতির ভাষ্যে বলা হয়েছে, সাংবাদিকদের 'বেসামরিক লোক হিসেবে' সুরক্ষা দেওয়া উচিত ।

আমিরাতের নতুন প্রেসিডেন্ট শেখ আল নাহিয়ান

(প্রথম পাতার পর)

ন্সিল । শনিবার এই ঘোষণা দেওয়া হয় । প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য শনিবার ফেডারেল সুপ্রিম কাউন্সিলের সভা হয় । এতে ফেডারেল সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্য থেকে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয় ।

৬১ বছর বয়সী এই নেতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের স্থলাভিষিক্ত হবেন । তিনি দেশটির তৃতীয় প্রেসিডেন্ট হলেন । সেইসঙ্গে তিনি আবুধাবির ১৭তম শাসক হলেন । এর আগে শনিবার (১৪ মে) ৭৩ বছর বয়সে মারা যান প্রেসিডেন্ট শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ।

প্রয়াত প্রেসিডেন্ট শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানে ভাই শেখ মোহাম্মদকে আরব বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে মনে করা হয় । তিনি পশ্চিমা দুনিয়ায় 'এমবিজেড' নামে ব্যাপক পরিচিত । ব্রিটেনের রয়্যাল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্টের স্নাতক এই ক্রাউন প্রিন্স উপসাগরীয়অঞ্চলের অন্যতম সেরা সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে আছেন ।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট ও আবুধাবির শাসক শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের মৃত্যুতে দেশটিতে ৪০ দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে । গতকাল থেকে পতাকা অর্ধনমিত রেখে এই শোক পালন করা হচ্ছে ।

সেইসঙ্গে শনিবার থেকে দেশটির সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান তিন কার্যদিবস বন্ধ রয়েছে । আমিরাতের প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয় এই ঘোষণা দেয় ।

পিকে হালদারের বান্ধবী প্রীতি : বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গী অবন্তিকা-রুনাই

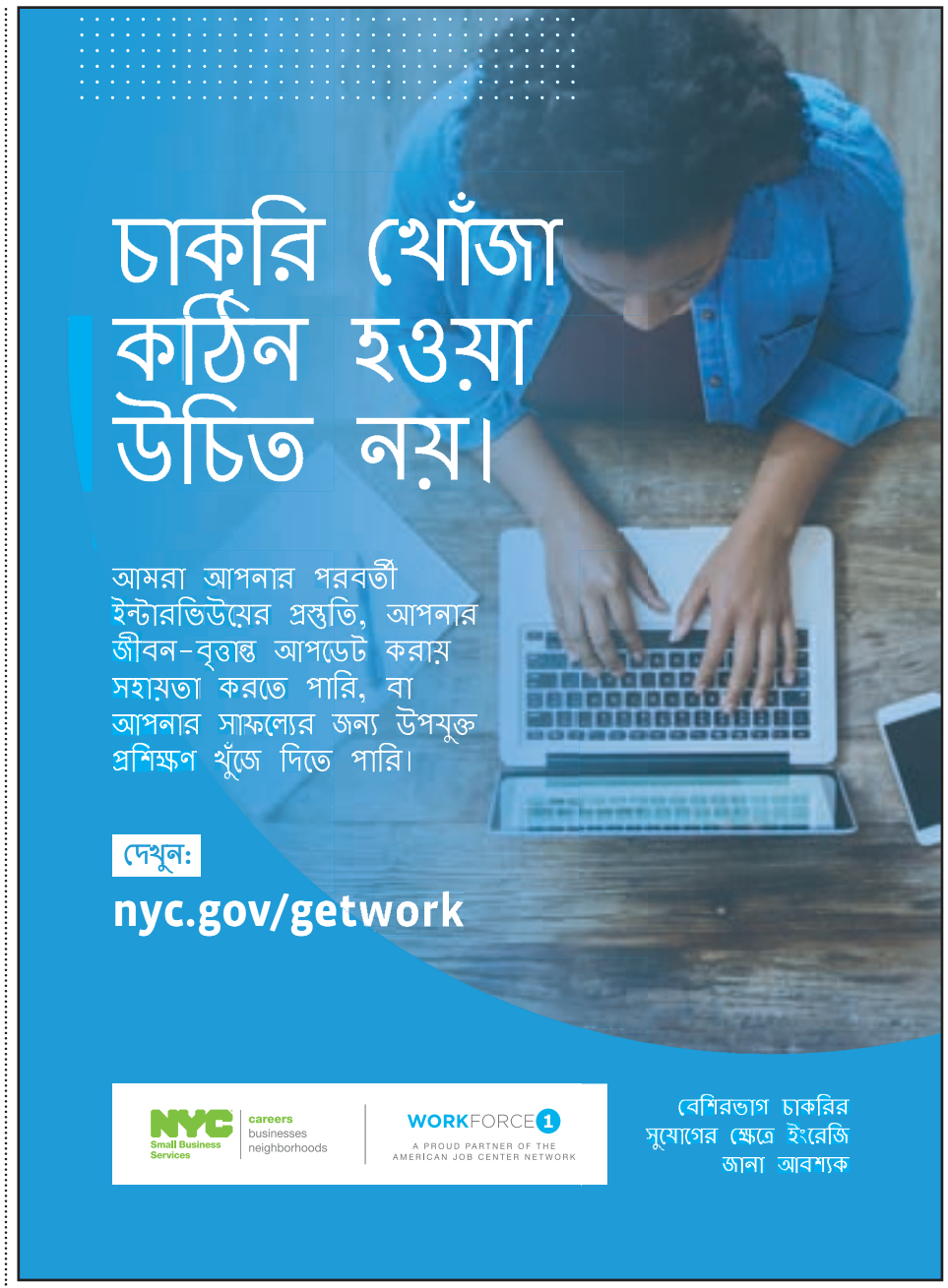
১৫ বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ নারীর নামে ৮৬৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ

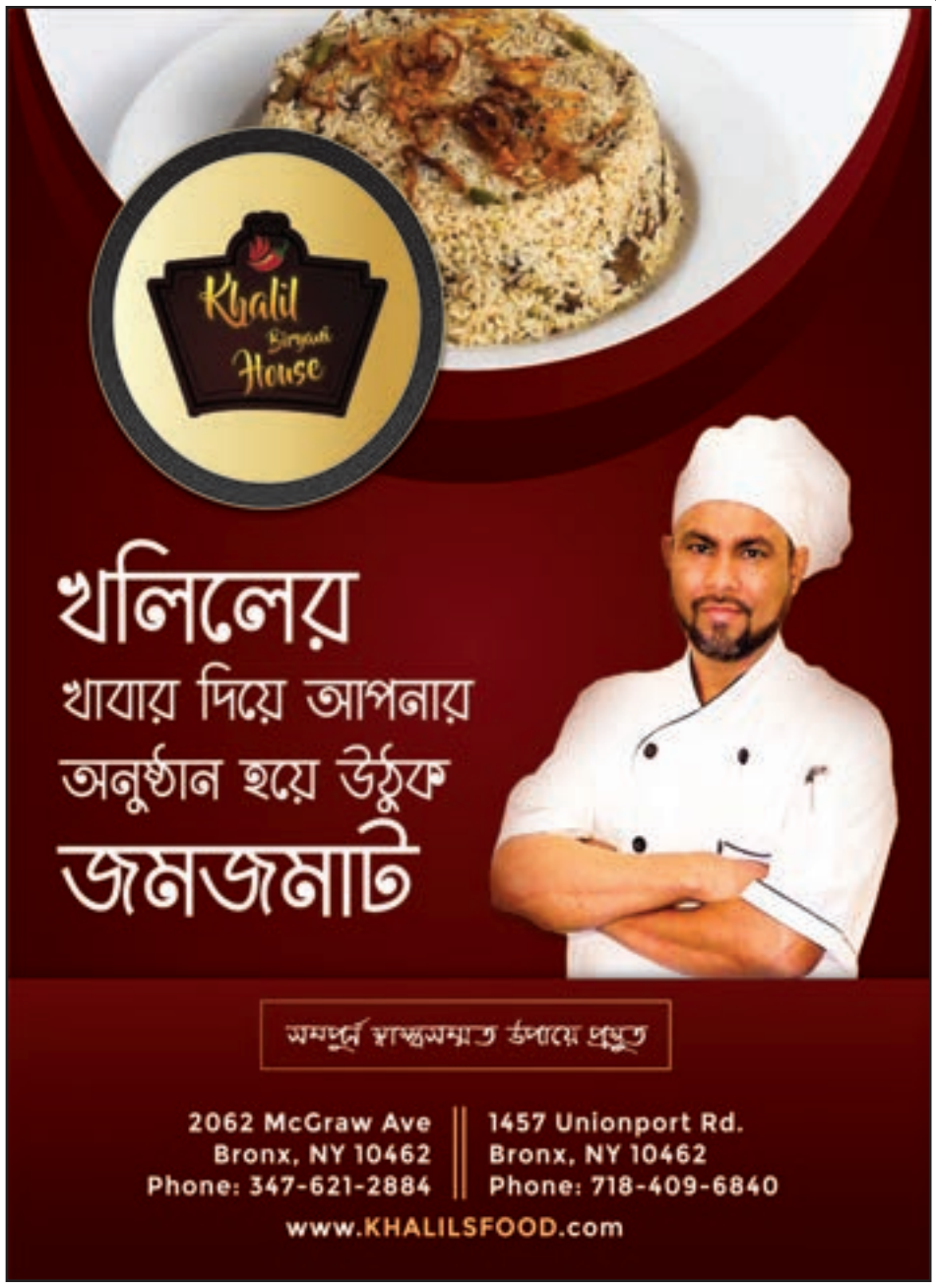
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গ্রেফতারের পর দেশের আর্থিক খাতের শীর্ষ জালিয়াত পিকে হালদার (প্রশান্ত কুমার হালদার) এখন 'টপ অব দ্য কান্ট্রি'। এমনকি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির খবর ছাপিয়ে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি। বিদেশে তার সম্পদের পাহাড় গড়ার খবর এখন সবার মুখে মুখে। পাশাপাশি পিকের বান্ধবী প্রীতির তথ্যও চলে এসেছে সামনে। শুধু কলকাতা বা কানাডায় সম্পদের পাহাড় নয়, দেশেও তার ১৫ বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ নারীদের ব্যাংক হিসাবে পাওয়া গেছে অন্তত ৮৬৭ কোটি টাকা। উপহার, গাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয়, দেশে-বিদেশে ভ্রমণসহ নানা অজুহাতে তাদের দেওয়া হয়েছে এই মোটা অঙ্কের অর্থ। পিপলস লিজিংসহ চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ অর্থ নারীদের নামে-বেনামের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

দুদক সূত্র জানায়, পিকে হালদার তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অবন্তিকা বড়ালকে ধানমন্ডিতে ৪ কোটি ৩৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকার একটি ফ্ল্যাট (বাড়ি নং-৩৯, রোড নং-১০/এ) কিনে দেন। অবন্তিকা তার আয়কর নথিতে ওই মূল্য প্রদর্শন না করে গোপন করেন। তার ব্যাংক হিসাবেও ১০ কোটি টাকার বেশি স্থানান্তর করা হয়। যা চারটি আর্থিক খাত থেকে হাতিয়ে নেন পিকে হালদার। পিকে হালদারের দুর্নীতি ও অর্থ পাচারে সহযোগিতা, অবৈধ সম্পদ অর্জনসহ গুরুতর অভিযোগে অবন্তিকা বড়ালকে অনেক আগেই গ্রেফতার করেছে দুদক। দুদকের জালে আটকে পড়া পিকে হালদারের আরেক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নাহিদা রুনাই। রুনাই ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ফাইন্যান্সের হেড অব বিজনেস। তার কথায় চলত ওই প্রতিষ্ঠান। তার কথায় অনেক কাগুজে প্রতিষ্ঠানকে ঋণের নামে কোটি কোটি টাকা বের করে দেওয়া হয় বলে বিএফআইইউর কাছে তথ্য রয়েছে। তার নিজের হিসাবেও স্থানান্তর করা হয়েছে বিপুল অঙ্কের অর্থ। রুনাইকেও গ্রেফতার করেছে দুদক। অবন্তিকা ও রুনাই-দুজনেই এখন কারাগারে। পিকে হালদারের বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রুনাই। পাপিয়া নামক এক নারীকে ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের পরিচালক দেখিয়ে আরেকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এফএস থেকে ১২০ কোটি টাকা তুলে দেন। শুভ্রা রানী নামের এক নারীকে ৮০ কোটি টাকা দেন। সুস্মিতা নামে এক নারীকে একটি কাগুজে প্রতিôানের কর্ণধার দেখিয়ে ৭০ কোটি টাকা ঋণের নামে বের করে দেন পিকে হালদার। লামিয়া নামে ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের এক নারী সহকর্মীকে তিনি বিদেশে ঘুরতে নিয়ে যেতেন। সুন্দরী ওই তরুণী দুদকের কাছে জবানবন্দিতে তা স্বীকারও করেছেন। একইভাবে সাজিয়া রহমান নামে ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের আরেক সুন্দরী তরুণী সহকর্মীকে বিভিন্ন মদের পার্টিতে নিয়ে যেতেন পিকে হালদার। তিনি তার অবৈধ অর্জিত অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে বান্ধবীসহ ঘনিষ্ঠদের নামে সরিয়ে নেন।

আরও জানা গেছে, কখনো ঋণের নামে, কখনো বিনোদন ভাতার নামে আবার কখনো অবৈধ টাকা আড়াল করতে পিকে হালদার বান্ধবীর নামে ব্যাংকে টাকা স্থানান্তর করেন। তাদের কিনে দেন দামি ফ্ল্যাট ও গাড়ি। শিমু রয় নামে তার আরেক ঘনিষ্ঠ নারীর নামে ৬৫ কোটি টাকা সরানো হয়। এ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য রেপটাইলস ফার্ম নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নামে এ টাকা নেওয়া হয়। পূর্ণিমা রানী নামের একজনকে এমটিবি মেরিন লিমিটেড নামক কাগুজে প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা তুলে দেন পিকে হালদার। হলি নামে একজনকে ৭০ কোটি টাকা তুলে দেওয়া হয়। আরেক নারী অবন্তিকার নামে একটি কাজে প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণ দেখিয়ে ৮৪ কোটি টাকা তুলে দেন পিকে হালদার। তার বান্ধবী সুপ্তি চৌধুরীর নামেও বিপুল অর্থ সরানো হয়। তিনি গোপনে কানাডায় পাড়ি জমিয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ঋণের নাম করে শাহনাজ নামে এক নারীকে ৬০ কোটি টাকা, সুস্মিতাকে ৬২ কোটি টাকা, সামিয়া বেগমকেও প্রায় একই পরিমাণ অর্থ দেন পিকে হালদার। অনিন্দিতা মৃধা নামে এক নারীকে উইন্টেল ইন্টারন্যাশনাল নামক ঠিকানাবিহীন কাগুজে প্রতিষ্ঠানকে ৭০ কোটি টাকা কৌশলে তুলে দেন। পিকে হালদারের সঙ্গে এই অনিন্দিতাও গ্রেফতার হয়েছেন বলে জানা গেছে। পিকে তার ঘনিষ্ঠ অতশীকে দেন ৮০ কোটি টাকা। এদের সবাইকে এখনো আইনের আওতায় আনতে পারেনি দুদক। তবে এদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

পিকে হালদার পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আইএলএফএসএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। তার বিরুদ্ধে ২৭৪ কোটি ৯১ লাখ ৫৫ হাজার ২৫৫ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। এ মামলায় দুই দফায় পিকে হালদারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও ফ্রিজ করা হয়।









২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

কালেক্টিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার

আমাদের যোগ্য শিক্ষকদের সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন



Ridwana Rahman
704 SHSAT Score
Perfect 4.5 on both State Tests
Stuyvesant High School

আমরা স্বল্প ব্যয়ে আমাদের টিমের অতি যোগ্যতা সম্পন্ন
"টিউটরদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী
ইনডিভিজুয়েলি শিক্ষা দিয়ে থাকি"

শিরীন আখতার
বিএসএ, ইউএসএ
এমএমএস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিডি
প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি

ডা. শামীমা
নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, গ্র্যাজুয়েট, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
ইনস্ট্রাক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি



Mohammad Rahman
Perfect Scores on SAT Sections
Bronx High School of Science
Fordham University



Fatima
1550-SAT Score
Medical Student,
Graduated from Hunter H. School

Address:

40-04, 73rd Street, 3rd Fl, Roosevelt Ave,
Jackson Heights, NY 11377

Tel: 718-200-6084



Farha
Engineering
NYU



Hien
1550 - SAT Score
University of Pennsylvania

আমাদের টিউটররা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১% এর মধ্যে এবং তারা সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন সেগুলো হচ্ছে

- কর্ণেল
- কলাম্বিয়া
- ফোর্ডহ্যাম
- নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- ইউপিএন
- হান্টার কলেজ হাইস্কুল
- স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুল
- ব্রুক্স হাইস্কুল অফ সায়েন্স

SHSAT	SAT
UPTO 704	1580+

নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে:

- SHSAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই স্ট্রাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে চান্স পেয়েছে।
- SAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ১৫০০+ স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে।
- আমাদের ছাত্ররা তাদের গ্রেডে শীর্ষ ১% এর মধ্যে রয়েছে।
- আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই শীর্ষ মিডল, হাইস্কুল এবং আইভি লীগসহ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ হারে চান্স পেয়েছে।
- আমাদের ৯৫% ছাত্র স্টেট টেস্টে পারফেক্ট স্কোরসহ ইংলিশ ও ম্যাথ উভয় বিষয়ে ৪ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



Sebastian
1550-SAT Scores
Perfect AP Scores
Cornell University



Tasnia
Medical Science Major At NYU
With Merit Scholarship

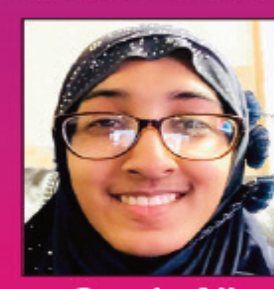


Sharmin
9 AP Course & 4.0 GPA
1510 - SAT Score
Bronx H. School of Science

রমাদ্বানে বিশেষ ছাড়!



Raz Bill
1540 - SAT Score
Fordham University



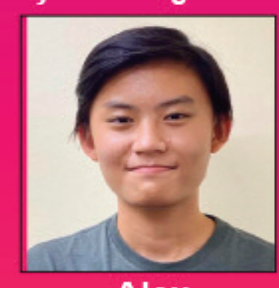
Suraia Ali
1580 - SAT Score
PSAT: Perfect Scores
Stuyvesant High School

বিস্ময়কর স্বল্পমূল্যে SHSAT SAT
তে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।
ফোন করুন

718-200-6084



Jonathan XU
700+ SHSAT Score
Graduated Stuyvesant H.S



Alex
Honor Roll Student in
Hunter High School

SHAH NAWAZ 2022

A SHAH VOTE IS A SURE VOTE

VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A

TUE
JUNE 28
2022

FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT

Shah Nawaz ShahNawazDistrictLeader@gmail.com 646-591-8396
www.shahnawaz.nyc

Paid for by Friends for Shah Nawaz

চট্টগ্রাম সমিতি কর্তৃক আয়োজিত



GOLDEN AGE HOME CARE

চট্টলা প্রবাসের বৃহৎ বৈশাখী পথ মেলা ও ঈদ-পুর্নমিলনী

Date & Time:
SUNDAY, MAY 22, 2022
10am to 7:30 pm
Place: **MCDONALD AVE**
(Bet. Church & Ave C), BROOKLYN

স্টলের জন্য যোগাযোগ:
For Stall, Contact:
মোঃ ইকবাল হোসেন (347)-513-4728
রবিউল চৌধুরী (212) 542-0398
মোঃ শফিকুল আলম (646-457-5746)

প্রধান অতিথি: শাহানা হানিফ
কাউন্সিল মেম্বার, ডিস্ট্রিক্ট ৩৯, ব্রুকলীন, সিটি কাউন্সিল, নিউইয়র্ক

বিশেষ অতিথিবৃন্দ
নুরুল আলম নুরু
সভাপতি- বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)

আরিফ আহমেদ আশরাফ
সাধারণ সম্পাদক- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা।

মেলা উদ্বোধক:

নুরুল আজিম
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর

মোহাম্মদ আবু তাহের আহ্বায়ক ৯১৭-৭৭৫-৪১৭৮	**আলী নুর** চেয়ারম্যান ৮৫৬-৩৭১-৮৩০২	**মীর কাদের রাসেল** প্রধান সমন্বয়কারী ৬৪৬-৬৬০-০২৮৭	**মোঃ আরিফুল ইসলাম** সদস্য সচিব ৬৪৬-৯৩২-৪৩৪২
মোঃ ইকবাল হোসেন যুগ্ম আহ্বায়ক ৩৪৭-৫১৩-৪৭২৮	**আবুল কাশেম** কো-চেয়ারম্যান ৩৪৭-২৮৩-৪২০৪	**মোহাম্মদ হোসেন** সমন্বয়কারী ৯১৭-৭১৭-৮৯৪৮	**মোঃ মহিম উদ্দীন** যুগ্ম সদস্য সচিব ৯১৭-৩৬২-৩০২৯

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: মাকসুদুল হক চৌধুরী (৯১৭) ৮৫৪-৪১৪৪, তারিকুল হায়দার চৌধুরী (৭১৮)-৬০৭-৯০০২, কামাল হোসেন মিঠু (৫১৬) ৭৮৪-৯৭০৬, নুরুল আনোয়ার (৭১৮) ৩০৬-৭২৮৮

উপদেষ্টা:
মোহাম্মদ হানিফ, সৈয়দ এম রেজা, কাজী আজম, আল জুবায়ের মানিক, মোহাম্মদ ইলিয়াছ মিয়া, গোলাম সামদানী, সরওয়ার জামান চৌধুরী, আবছার উদ্দীন, এ.কে.এম.ওয়াহিদী, হাসান চৌধুরী, মোরশেদ রিজভী চৌধুরী, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, এডভোকেট নিজাম উদ্দিন, মাষ্টার নাসির উদ্দীন, এটিএম নজির, নুরুল আজিম, নুরুল আলম, কাজী নয়ন, মোঃ সেলিম হারুন, খোরশেদ খন্দকার, প্রফেসর সোলায়মান।

সার্বিক সহযোগিতায়:
মাসুদ সিরাজী, মহিউদ্দীন চৌধুরী খোকন, রবিউল চৌধুরী, মোঃ শফিকুল আলম, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পরিমল কান্তি নাথ, মোঃ হারুনুর রশিদ, মোঃ আইয়ুব আনসারী।

সহযোগিতা:
মাহাবুবুল আলম, জাফর চৌধুরী, তারিক চৌধুরী দিপু, পারভেজ সাজ্জাদ, বদিউল আলম, ইব্রাহিম দিপু, এরশাদ ওয়ারিশ, মেজবাহ উদ্দীন, কাউছার চৌধুরী, করিম উল্লা মাষ্টার, মোঃ সারোয়ার আলম, মোঃ ইসা, জামাল চৌধুরী, জাবেদ হোসেন, বখতেয়ার উদ্দীন, আক্তার হোসেন, ফজলুর রহমান চৌধুরী রিংকু, সাইফুদ্দীন খান স্বপন, নজরুল ইসলাম, নাজিম উদ্দীন, মোহাম্মদ নাদের, মোঃ আজীম, আবদুল করিম, শওকত স্বজন, আরিফ চৌধুরী, জাবেদ উদ্দীন, হোসেন পারভেজ আলম, আলি আকবর বাপ্পী, মোঃ টি আলম, মোঃ আকতার, মোঃ আজম, মোঃ কাউছার, মোঃ শফি।

স্পন্সর



এনাম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, সাংস্কৃতিক পর্ব

মিডিয়া পার্টনার
CHANNEL i | নবযুগ | iB TV USA

মনির আহমেদ সভাপতি ৭১৮-৪১৫-২৫২৮	**মোহাম্মদ সেলিম** সাধারণ সম্পাদক ৩৪৭-৪১৬-০৬৩২

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
CHITTAGONG ASSOCIATION OF NORTH AMERICA, INC.

প্রচারে: ইকবাল হায়দার চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক



সাহিত্য সাময়িকী

রৌদ্রজলে
সোহরাব পাশা

নানাবিধ প্রস্তুতিরপাঠ থাকে পূর্ণতার

নীলঘোড়া ডাকে, রাত্রি দ্রুত হেঁটে যায়
রৌদ্রজলে
জলধর্ম পড়ে না মানুষ
আত্মজীবনী শেষ হয় না গতি ও গন্তব্যে

মুছে যাওয়ার শব্দ ও রেখার জ্যামিতি
ছাদজুড়ে
নীলঘোড়া হেঁটে যায় ধীর পা'য়
আকাশ ক্রমশ নিচু হয়ে আসে
মেঘচোখে

ওপাশে জ্যোৎস্নার ভেতর গভীর গর্ত খোঁড়ে
অন্ধ অজগর
হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ডানাঅলা বুনোমেঘ।

ভাগশেষ
জহুরুল ইসলাম

অবশেষে এসে বুঝা গেলো-
তুখোড় হাত।
কতো কায়দা,
আরো কতো কায়দা দালালের হাতে।
এখন পালে বাতাস।

জবাচোখ চেয়ে থাকে হাতের আঙ্গুলে,
বিদ্যুৎ চমকায়-
আপনার চোখে মোটা ছানি।

আমাদের বকুলের ঘ্রাণ আছে,
শুয়ে রবো- যাবো না আর।
যেদিন ফিরবে- কথা হবে মুখোমুখি।

দিয়ে গেলাম সব।
এখন ফিরে যাবো সোনালি মাঠে হলুদ বিকেলে।

বৈশাখী মেঘের কাছে
সোমা মুৎসুদ্দী

বৈশাখী মেঘের কাছে জল চেয়ে চাতকের যেমন হা-পিত্যেশ,
তেমনি আমিও চাই বৈশাখী মেঘের কাছে মন ও মননের জল।
শুদ্ধ সংগীত ও ধ্রুপদী নৃত্যের তালে হে বৈশাখী মেঘ,
বৃষ্টিকে ঝরাও এই পৃথিবীর বুকে রাঙিয়ে দিতে ভাসিয়ে দিতে
নির্মল ও সুন্দর করে দিতে এই অন্তর।

চোখ ও চশমা
খসরু পারভেজ

খালি চোখে যাকে দেখা যায়
তা দেখার জন ্য তোমার চশমার কোনো প্রয়োজন নেই
চশমার লেন্স তোমাকে কখনো করুণা করতে পারে
কিন্তু তুমি বুঝবে না ভালো ও মন্দের পার্থক্য

চশমাটা খোলো, এদিকে তাকাও
দেখো, কীভাবে জীবন বাঁচে
কীভাবে মাঠের দেবতারা বেঁচে থাকে
কীভাবে চশমা ছাড়াই ওরা বর্জ ্যভরা পৃথিবীকে দেখে

তোমার দুচোখে ছানি, অনন্ত গ্লুকোমা
ক্রমে ক্রমে এক অবিনাশী ঘূণ
কুরে কুরে খেয়েছে তোমার চোখের কর্ণিয়া, রেটিনা
এখন তোমার চোখ বলে কিছু নেই

যখন তোমার চশমা আর চোখ একাকার হয়ে যায়
তখনই তুমি অন্ধ।

সেই চোখ
জেবুন্নেছা জ্যোৎস্না

গোলাপ আমাকে পাগল করে-
তবে, আমি নতজানু হবো তার কাছে
এক গোছা ঘাস ফুলে যে বিস্ময় নিয়ে বলে,
'দেখো, কি অসম্ভব সুন্দর বুনো ফুলে মাঠ ছেয়েছে'!

বরফ ক্রিস্টাল এরিক লেকের জলে
প্রতিবিম্বিত জ্যোৎস্নার অলৌকিক আলোতে
নার্সিসাসকে নয়, আমি ইকোর কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি করবো
যে প্রবারণার পূর্ণিমায় পাহাড়ের চূঁড়ায় উচ্চস্বরে বলে,
'ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসো আজ, দেখে যাও
কি মারাত্মক মরণাস্ত্রের রূপসী চাঁদ উঠেছে'!

আমি চাই সেই চোখ-
যে চোখে আকাশের পেঁজা মেঘ রং বদলায়-
ঝরা পাতারা নির্ঝরে নিজেকে শূন্যে ওড়ায়-
শিশুর সারল্যে সকল দুঃখরা প্রবারণার ফানুসে
অরোরা-বোরিয়ালিসে হঠাৎ রাত্রিরে চমকায়!

আর আমি, সারাদিনের মুগ্ধতা শেষে
সন্ধ্যায় কম্পিত অধরে অধীর অপেক্ষায় থাকি,
প্রেমাগুনের সেই দীঘল দুটি রামধনু চোখে
পৃথিবীর আশ্চর্যতম সূর্যাস্তটি পান করবো বলে!

দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ
শ্যামল বণিক অঞ্জন

দ্রৌপদীরা আজো অরক্ষিত।
কলিযুগে কলিগুলো ঝরে যায় হঠাৎ আসা ঝড়ে নিমেষেই,
চলে বস্ত্রহরণ প্রকাশ্য দিবালোকে!
মহাভারতের সেই দুর্যোধন দু:শাসনের বংশধররা আজ অকুণ্ঠ মগ্ন
ভোগ শোষণে ক্ষুধা নিবারণের ঘৃণ্য প্রয়াসে।
কামনার পান পাত্রে বুঁদ হয়ে
বিকৃত উল্লাসে মেতে তৃপ্ত হয়
লুটে নিয়ে অবলার যত্নে রক্ষিত অমূল্য রতন।
দুরু দুরু বুকে নিভৃতে গুঁমরে কাঁদে শঙ্কিত মাতৃকুল!
পঞ্চপান্ডবের আগমন প্রত্যাশার প্রার্থনায় নিমগ্ন অহর্নিশ।

দুটি কবিতা
রানাকুমার সিংহ

বিষুববৃত্ত

ডিজিটাল নোটবুকে জ্বলে অন্তর শিখা!
অদ্ভুত প্রেমের জালে লাফায় চিৎকার
পথ আটকায় চতুর সম্ভাষণ-দেয়ালের
শৈবাল জানায় চিন্তার নিমন্ত্রণ

বিষুববৃত্তে বসে শুনি ঘুমপাড়ানি গান...

শৈবাল-সময়

অন্দরে চৈত্রের খরা-বাহিরে অকুল শ্রাবণ
পা টিপে টিপে সম্মুখে
বুঝি না সেই চোখের পরিভাষা, আহ্বান
পেছনে শৈবাল-সময়!

অহেতুক নিদ্রা নামে নাগরিক দুপুরে।

রবীন্দ্রনাথ ও আমি
আদ্যনাথ ঘোষ

একটা সমুদ্র এসে ঢুকে গেল আমার বুকের ভেতর। সেখানে জলের খেলায় শুধু রোদ সন্তান। উচ্ছল সৈকতে খেলা করে সৃষ্টির উড়ুক্কু পাখি। শুধু জোয়ারের ফেনায় পাতার গুনগুন গান। বিন্দু বিন্দু জলকণা প্রতিটি অক্ষর হয়ে বর্ণমালায় ঝরে পড়ে বোধবৃক্ষের শিকড়ের গায়। প্রতিটি অক্ষর যেন আকাশ, পাহাড়, নদী আর শিল্পিত ডানা। স্বপ্নের পরানরঙা পাখি। জীবন ভূগোল নিয়ে জ্ঞানের পানসি ভেসে চলে উজান স্রোতে। রবীন্দ্রনাথ তখন সমুদ্রের উজান থেকে বয়ে আসা নদীর বুকে বোটে সাঁতরায় আর খুঁজে চলে মানুষের হৃদয়ের পানসি। তাই আমিও খুঁজে চলি মানুষের অন্তরে আটচালা ঘরের ভূগোলবিদ্যার ছয়খানা ঘর।

জিকির
আদিল মাহমুদ

পৃথিবীর সমস্ত মায়া নিয়ে
আতরের গন্ধে
নিঃশব্দ ময়ূরের ঠোঁটে
জেসমিন ফুলের পথ ধরে
আমরা এক বছর হেঁটেছি
একসাথে-
সুন্দর কিছু গোলাপে
নির্জন বৃষ্টির দিনে
ভালোবাসার মায়াজালে!

সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দে
ঘরে ফেরা পাখির ডাকে
জুঁইফুলের জ্যোতির্ময় সুবাসে
প্রাণের স্পন্দিত অনুভবে-
অনুপমে
হৃদয়ের শাখে শাখে
এক অস্থির আনন্দে
আমাদের দিন কেটেছে
প্রেমের বেদম জিকিরে!

অথচ আজ তুমি বেমালুম ভুলে আছো
আমাদের সম্পর্কের কথা।
যেভাবে কুরআন ভুলে যায়
তারাবি না পড়ানো হাফেজ-

NYC পাবলিক স্কুলগুলো
আপনার ভাষায় কথা বলে

আপনার সন্তানের স্কুল থেকে ভাষাগত পরিষেবা অনুরোধ করুন!

আরো তথ্যের জন্য অথবা ভাষাগত পরিষেবা বা ল্যাংগুয়েজ সার্ভিসেস সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে, দেখুন:

schools.nyc.gov/Hello

NYC Department of Education
Translation and Interpretation Unit

মা হতে যাওয়া পরীমনি



বিনোদন ডেস্ক: মা দিবসে মা হতে যাওয়া পরীমনির ছবি দেখল নেটিজেনরা। মমতাময়ী মায়েদের স্মরণে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার 'বিশ্ব মা দিবস' পালন করা হয়। বিশেষ এই দিনটি পালনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব থাকেন তারকারাও। মায়ের সঙ্গে ছবি কিংবা অল্প কথায় তারা শেয়ার করেন নিজেদের অনুভূতি! এবারের মা দিবসেও একই চিত্র দেখা গেছে।

যদিও চলতি সপ্তাহেই বেবিবাম্পের ছবি দিয়েছিলেন অন্তঃসত্ত্বা পরী। মা দিবসের রাতে আরও একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেন এই নায়িকা।

নতুন এই ছবিতে দেখা যায়, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে পরীমনি। আর পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আছেন স্বামী শরিফুল রাজ। ছবিতে পরীর বেবিবাম্প পুরোপুরি স্পষ্ট। ক্যাপশনে মা দিবসের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এই নায়িকা গর্ভ ধারণের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পর্যায়ে আছেন বলেও জানান। সমুদ্রপাড়ে পরী-রাজের ছবিটি তুলেছেন আরিফ আহমেদ নামের একজন আলোকচিত্রী।

স্বামী ও নানাকেই ঘিরেই এখন পরীমনির পৃথিবী। ঈদের দিন তিনজনের কয়েকটি ছবি শেয়ার করে তৃপ্ত মনের অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন চিত্রনায়িকা। লিখেছেন, এবার মনে হচ্ছে আল্লাহ পুরো দুনিয়াটা আমার করে দিয়েছে... আলহামদুলিল্লাহ। আমার ঘর এখন রাজ। আর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটা আমার নানা ভাই। তারা আমার সঙ্গেই আছে, আমি পরিপূর্ণ।

১৮৭০ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পৈশাচিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে শান্তির প্রত্যাশায় জুলিয়া একটি ঘোষণাপত্র লেখেন। এরপর যুদ্ধ শেষে পরিবারহীন অনাথদের সেবায় ও একত্রীকরণে নিয়োজিত হন মার্কিন সমাজকর্মী আনা রিভিজ জার্ভিস ও তার মেয়ে আনা মেরি জার্ভিস।

এ সময় তারা জুলিয়া ওয়ার্ড ঘোষিত মা দিবস পালন করতে শুরু করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে আনা রিভিজ জার্ভিস ১৯০৫ সালের ৫ মে মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর আনা মেরি জার্ভিস মায়ের শান্তি কামনায় ও তার সম্মানে সরকারিভাবে মা দিবস পালনের জন্য প্রচারণা চালান। তিন বছর পর ১৯০৮ সালের ১০ মে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার আন্দ্রেউজ মেথডিস্ট এপিসকোপাল চার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম মা দিবস পালিত হয়।

এরপর ১৯১২ সালে এই দিবসটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচারণা শুরু হয়। এই প্রচারণা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ কানাডা, মেক্সিকো, চীন, জাপান, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায়। এই প্রচারণার প্রেক্ষিতে ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে মা দিবস ও জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই প্রতিটি দেশে মায়েদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই দিনটি উৎসর্গ করা হয়। দেশে দেশে পালন করা হয় বিশ্ব মা দিবস।

বাংলাদেশেও ঘটা করে পালন করা হয় মা দিবস। শোবিজ অঙ্গনের তারকারাও এদিন মাকে শুভেচ্ছা জানান, ভালোবাসা জানান, সোশ্যাল হ্যান্ডেলে না বলা কথা প্রকাশ করেন। তবে এবার পরীমনি মা হতে যাওয়ার চিত্রটা দেখালেন।

সবাইকে বোকা বানালেন সোনাক্ষী



বিনোদন ডেস্ক: ইনস্টাগ্রামে এক পুরুষের কাঁধে মাথা রেখে অনামিকার আংটি দেখিয়ে সবাইকে বোকা বানালেন সোনাক্ষী সিনহা। ক্যাপশনে লিখেছিলেন, 'আজ আমার জীবনের বড় একটা দিন।' সবাই ধরেই নিয়েছেন বাগদান সেরে নিয়েছেন 'দাবাং' গার্ল। বুধবার রাতে আসল ঘটনা ফাঁস করলেন সোনাক্ষী।

ব্যবসায়ীরূপে আবির্ভূত হচ্ছেন, সে হিসেবে সত্যিই দিনটি তাঁর জন্য ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর SOEZI নামের কোম্পানি নখের প্রসাধনী তৈরি করবে। ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় শত্রুঘ্নকন্যা এসব তথ্য জানান। সেই ভিডিওতে দেখা গেল নানা রঙের নেইলপলিশের সম্ভার। নিজের ব্র্যান্ডের মডেল হলেন অভিনেত্রী নিজেই। তাও অভিনব পন্থায়।

অনেকেই ধারণা করেছিলেন, অভিনেত্রী হয়তো সবাইকে বোকা বানাচ্ছেন। সেটাই সত্যি হলো। তবে সোনাক্ষী কিন্তু লাভবান, এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টেই প্রচারের আলো পুরোটাই কেড়ে নিলেন।

স্বামীর সঙ্গে নিউইয়র্কে পছন্দের রেস্তোরাঁয় ক্যাটরিনা



বিনোদন ডেস্ক: গত ডিসেম্বর মাসে বিয়ে করেছেন বলিউডের জনপ্রিয় জুটি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল। এখনও হানিমুন সময় পার করছেন এই তারকাজুটি। এই মুহূর্তে তারা রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। গত ৯ মে সোমবার সকালে নিউইয়র্ক থেকে সামাজিক মাধ্যমে ছবি শেয়ার করছেন তারকা এই জুটি। নিউইয়র্কে ক্যাটরিনার একটি পছন্দের রেস্তোরাঁ রয়েছে। সেটার নাম 'বাব্বি'জ'। এখানকার খাবার বেশ প্রিয় ক্যাটরিনার। এবার ভিকিকে নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হয়েছেন সেখানে। মেকআপ ছাড়া ক্যাটরিনার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন নেটিজেনরা।

ছবিতে মনোরম সবুজ শার্টে দেখা গেছে ক্যাটরিনাকে। তাকে জড়িয়ে বসে আছেন ছাই রঙের হুডি পরা ভিকি। জানলার কাচে প্রিয় রেস্তরাঁর নাম। সেখানে গিয়ে ডায়েট ভুলে লোভনীয় প্যান কেক খেয়ে ছবি তুলে তা পোস্টও করেছেন ইনস্টাগ্রামে। কয়েকদিন আগে পুলে জলকেলি করার ছবি দিয়েছিলেন ক্যাটরিনা। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে রাজস্থানে বিয়ে করেন এই জুটি। তারপর থেকে একের পর এক নিজেদের যুগল ছবি দিয়ে ভক্তদের আলোচনায় থাকছেন।

গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন ভাবনা



বিনোদন ডেস্ক: অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা যুক্তরাজ্যের রেজ্যাম গ্লিন্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলেন। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি সনদপত্রও হাতে পেয়েছেন। আনন্দঘন সেই মুহূর্তের বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

উচ্ছ্বসিত ভাবনা বলেন, 'পড়াশোনা নিয়ে প্রতিবেশীরা একটু খোঁচা দিয়ে কথা বলতেন প্রথম থেকে। তবে মা-বাবা সব সময় পাশে ছিলেন। লেখাপড়ার এই জার্নিটা আমার কাছে সোজা ছিল না। তবে চেষ্টা করে গেছি নিজের মতো করে।' ভাবনা তাঁর এই ডিগ্রি অর্জনের সব কৃতিত্ব দিতে চান মা-বাবাকে। তিনি বলেন, 'তাঁরা কখনো আমাকে শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কথা বলেননি। তাঁদের এই উদারতার কারণেই মনে হয়েছে আমাকে পড়তে হবে। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছি বলে পড়াশোনা শেষ হয়নি। আমি শুধু শুরু করেছি। আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে চাই। একটা দিনও আমি বসে থাকতে চাই না।'

ভাবনা খোঁচা দেওয়া মানুষগুলোর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তারা না থাকলে এই অর্জন হতো না বলে জানিয়েছেন। বলেন, 'যারা আমাকে ছোট করে, টেনে ফেলে দিতে চায়, আমাকে দেখলে হাসে, আমি সত্যিই তাদের ভালোবাসি। তারা আছে বলেই আমি নিজের মতো করে চলতে পারি।'

এবার সিনেমার মাঠে ক্রিকেটার ধোনি



বিনোদন ডেস্ক: ভারতের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি এবার সিনেমার মাঠে খেলবেন। তামিল ছবি প্রযোজনা করবেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার। শুধু প্রযোজনাই নয়, অভিনয়েও দেখা যাবে 'ক্যাপ্টেন কুল'কে। এর আগে ২০১৬ সালে বলিউডে নির্মিত হয়েছে তাঁর বায়োপিক 'এম এস ধোনি : দ্য আনটোল্ড স্টোরি'।

বক্স অফিসেও দারুণ সাফল্য পেয়েছিল ছবিটি। এবার নিজেই নেমে পড়বেন সিনেমার মাঠে। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ছবিটিতে অভিনয় করবেন জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী নয়নতারা।

ধোনি এখন আর ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য নন, শুধু আইপিএল খেলেন। এবারের আসর শেষ হলেই সিনেমার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন ধোনি। প্রযোজনার বাইরে 'অথর্ব' নামের এক পৌরাণিক গল্পের ওয়েব সিরিজের নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন ধোনি। রমেশ তামিলমানি রচিত ওই ওয়েব সিরিজটির প্রযোজকও ধোনি এন্টারটেনমেন্ট।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে ধোনিকে দেখা গেছে পৌরাণিক যোদ্ধার বেশে। সেখানে 'দৈত্য-দানব'দের সঙ্গে লড়াই করছেন ধোনি। ধারণা করা হচ্ছে, ক্রিকেটের মাঠ থেকে সিনেমার মাঠে নামার বিষয়ে ধোনিকে উৎসাহিত করেছেন তাঁর স্ত্রী সাক্ষী।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কবি-সাহিত্যিক রেজা নুরের ‘নিরীহ হাওয়ার নদী’ কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

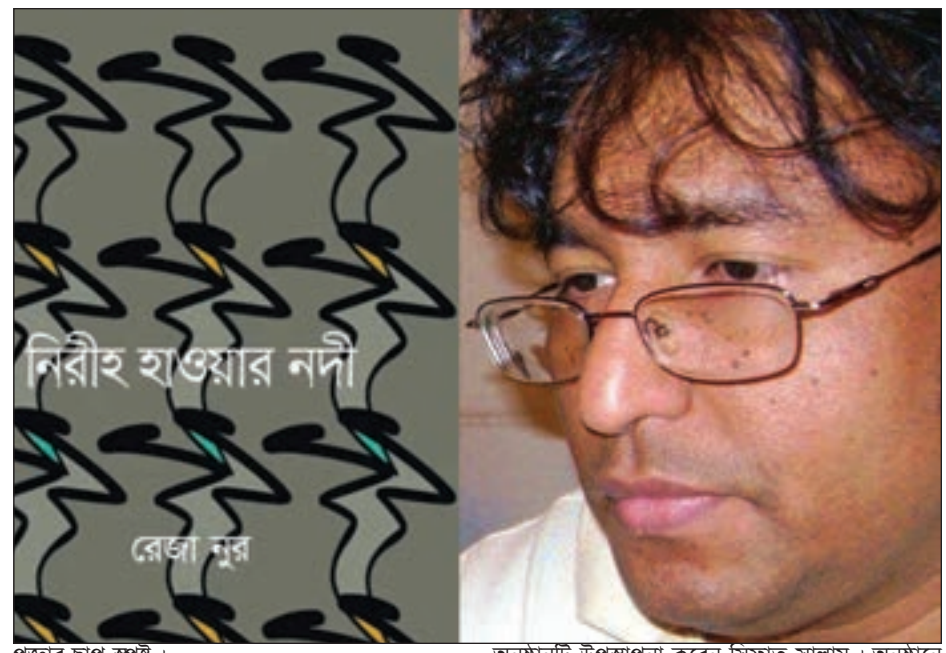


নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিশিষ্ট কবি ও কথাসাহিত্যিক রেজা নুর এর ১৬তম বই ও চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ ‘নিরীহ হাওয়ার নদী’ এর মোড়ক উন্মোচন হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১ এপ্রিল রাজধানী ঢাকার স্প্রেক্টা কনভেনশন সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে হয় বলে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। উক্ত অনুষ্ঠান দেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক ও সুধীজনের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

উল্লেখ্য, রেজা নুর ৬ মার্চ ১৯৭০ সালে যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার হানুয়ার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস, ঝিকরগাছার বললায়। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ অনার্স ও মাষ্টার্স সম্পন্ন করে ঝিকরগাছা মহিলা কলেজে ইংরেজির প্রভাষক হিসাবে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। এরপর তিনি ১৯৯৬ সালের ১৬ নভেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস শুরু করেন। পাঁচ বছর নিউইয়র্ক সিটিতে থাকাকালে তিনি সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর স্টাফ রাইটার ও সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের সাউথ ইসটন শহরে, স্ত্রী নিগার সুলতানা লীনা ও তিন সন্তান যথাক্রমে দীনা, সামিন ও আমীরাকে নিয়ে বসবাস করেন। কবিতা লেখা, ইংরেজি থেকে অনুবাদ, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রেজা নুর এর বিচরণ। তার প্রকাশিত বই ১৬টি। সম্পাদিত সাহিত্যের কাগজ ‘অনুরণন’।

‘নিরীহ হাওয়ার নদী’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বায়োফার্মা লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রেজা নুরের বড় ভাই বিশিষ্ট চিকিৎসক মোঃ মিজানুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বেতাপাা নিউজ প্রেজেন্টার ও এক্সিলেন্ট কর্পোরেশন-এর জেনারেল ম্যানেজার জিনাত রেহানা লুনা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও ‘নিরীহ হাওয়ার নদী’ কবিতার বই থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন সিফাত সালাম। কবির জীবন, কর্ম ও প্রকাশিত বইয়ের উপরে আলোচনা করেন কবি ও কথাশিল্পী জব্বার আল নাঈম, কথাশিল্পী ফিরোজ আশরাফ, কথাশিল্পী শামস সাঈদ, কবি ও নাট্যকার বীরেন মুখার্জী, কবি সাম্মি ইসলাম নীলা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হক বাচ্চু, প্রিন্সিপাল অফিসার সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডিরেক্টর রবিউল হাসান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কবি রেজা নুর ও তাঁর কাব্য প্রতিভায় উচ্চ প্রশংসা করে বলেন তাঁর লেখায় বিষয়ভিত্তিক কবিতা, বাক্যের গঠন ও বিন্যাস, শব্দের প্রয়োগ ও প্রজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট।



নিজের লেখালেখি নিয়ে বলতে গিয়ে কবি রেজা নুর বলেন, লেখার অভ্যাসটা দীর্ঘদিনের। তাই প্রবাসে গিয়েও ভুলতে পারি না। কারণ, লেখার নেশা রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। কবিতা কখনই ছাড়া যাবে না। কবিতা আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাব না কেনো, আমাকে থাকতে হবে লেখার সঙ্গে। তিনি বলেন, বইটা মেলায় করার পরিকল্পনা ছিল। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তা হয়ে ওঠে না। আমার বিশ্বাস এই কাব্যগ্রন্থের কবিতা সত্যিকার পাঠকের হৃদয় আলোকিত করবে। পাঁচ ফর্মার বইটি ধ্রুব এষের আঁকা প্রচ্ছদে প্রকাশনা সংস্থা রণন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন সিফাত সালাম। অনুষ্ঠানে এ বি ব্যাংকের হেড অব ব্রাঞ্চ মোফাজ্জেল হক ওয়াসীম, নাভানা গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার রাজীব চৌধুরী অনি, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাক্তন অফিসার ও উইন মিয়াকি লিমিটেড-এর প্রাক্তন প্রোডাক্ট ম্যানেজার বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট মোঃ আসাদুজ্জামান সাজ্জাদ সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

লেখালেখির পাশাপাশি কবি রেজা নুর তার গ্রামভিত্তিক বেশ কিছু সামাজিক কাজ পরিচালনা করে আসছেন। এরমধ্যে মসজিদ-মাদ্রাসা-শিশু শিক্ষালয়, ইয়াতীমখানা, হিফজখানা নির্মাণ, এলাকা ভিত্তিক রাস্তা নির্মান, পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর



ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্ভাব্য সর্বোত্তম নীতি কাঠামোর আশ্বাস দিয়ে বাংলাদেশের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'আমি এখন আমাদের ব্যবসা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সহজ করার জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য নীতি কাঠামো এবং জোরালো সম্ভাবনার বিষয়ে আপনাদের আশ্বস্ত করব।' মঙ্গলবার (১০ মে) প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে সফররত ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ বিজনেস ডেলিগেশনের সঙ্গে বৈঠককালে এই আহবান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, আমেরিকান কম্পানিগুলো এ সুবিধা গ্রহণ করবে এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, আইসিটি, অবকাঠামো, হালকা প্রকৌশল পণ্য, মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক পণ্য, অটোমোবাইল, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ, সিরামিকের মতো সম্ভাব্য খাতে আরো বিনিয়োগ করবে।'

তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে আপনারা অনুকূল পরিবেশ বুঝতে সক্ষম হবেন এবং আপনারা বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিনিয়োগের আস্থা অনুভব করতে পারবেন। তিনি উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশ এখন আরএমজি, চামড়া, প্লাস্টিক, পাট, আইসিটি, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং আরো অনেক খাতে অত্যাধুনিক উৎপাদন কারখানার জন্য স্বীকৃত। এখন আমাদের 'সময়' এবং অনুগ্রহ করে আমাদের অনুকূল পরিবেশে বিনিয়োগ ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়ার 'সময়' তৈরি করুন।'

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বন্ধুত্ব অভিন্ন মূল্যবোধ ও অংশীদারিমূলক স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'এটি আমাদের সম্প্রসারিত সার্বিক ব্যাবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।'

'আমেরিকান বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এবং অন্যান্য বাণিজ্য সুবিধার মাধ্যমে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক আরো জোরদার করা যেতে পারে উল্লেখ করে সরকারপ্রধান বলেন, বাংলাদেশ একটি উপযুক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে তার অন্যতম সম্ভাব্য অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইউএস চেম্বারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন এই সফর এবং প্রাসঙ্গিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে মতবিনিময়ের ফলে প্রত্যাশিত ব্যবসা থেকে ব্যাবসায়িক অংশীদারত্ব আরো অন্বেষণ হবে এবং নিশ্চিতভাবে বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে এবং উভয় দেশের বেসরকারি খাত উপকৃত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে স্নাতক হওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার আকাঙ্খা রয়েছে। তিনি বলেন, 'সে কারণে আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলো থেকে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো বেশি বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন।'

বাংলাদেশকে এখন একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভৌত অবকাঠামোর পাশাপাশি দেশটি বিনিয়োগ ও ব্যবসাসংক্রান্ত নিয়ম-কানুন উন্নত ও সহজ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের সবচেয়ে উদার বিনিয়োগ নীতি রয়েছে এবং বিদেশি বিনিয়োগ সংসদের আইন এবং দ্বিপক্ষীয় চুক্তি দ্বারা সুরক্ষিত।

সম্প্রতি বাংলাদেশের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতের আওতায় আনা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা কিছু মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের সড়ক, রেলপথ ও নৌ যোগাযোগের উন্নয়ন করছি। আপনারা যদি চান তবে আমরা শুধু আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি জোন নির্ধারণ করে দিতে পারি।'

তিনি আরো বলেন, 'জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ এবং দক্ষ জনশক্তির বিকাশে আমাদের ফোকাস নিশ্চিত করে এখানে বিনিয়োগকারীরা প্রতিযোগিতামূলক মজুরিতে দক্ষ মানবসম্পদ পাবে। সরকার আমাদের নাগরিকদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির কৌশল অনুসরণ করছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিবিদ এবং সংস্থাগুলো দ্বারা টেকসই হিসেবে স্বীকৃত।'

বাংলাদেশে অবস্থানকালে আগত অতিথিরা সবাই নিশ্চিতভাবেই মেগা অবকাঠামো প্রকল্পগুলো দেখবেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'এগুলো আরো বেশি প্রত্যক্ষ করে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিশ্বস্ত উন্নয়ন অংশীদারদের অন্যতম এবং আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য এফডিআই এবং রপ্তানি বাজারের একক বৃহত্তম উৎস।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত পাঁচ বছরে রপ্তানির পরিমাণ তিন বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের বেশি বেড়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে ৭.৬ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।

ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের বোর্ড চেয়ার জে আর প্রাইর, ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের বোর্ড সদস্য এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিজনেস এক্সিকিউটিভরা সভায় বক্তব্য দেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, অ্যাম্বাসাডার অ্যাট লার্জ এম জিয়াউদ্দিন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমেদ কায়কাউস বৈঠক সঞ্চালনা করেন।

সূত্র: বাসস

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)



দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
লেড বিষ সম্বন্ধীয়
বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
ভুল চিকিৎসা
মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
কাজের সময় দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
মিনিমাম প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SEC

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SEC এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



চিটাগাং এসোসিয়েশনের পথমেলা ২২ মে

(শেষের পাতার পর)

২২ মে রোববার ব্রুকলীনের স্থানীয় চার্চ এভিনিউ ও এভিনিউ সি এর মাঝে ম্যাগডোনাল্ড এভিনিউতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই মেলা আয়োজনের জন্য সিটি প্রশাসনের অনুমতি পাওয়া গেছে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের প্রথম নির্বাচিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কাউন্সিলম্যান শাহানা হানিফ। মেলায় থাকবে রকামারী স্টল আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলাটি সফল করতে গঠন করা হয়েছে পথমেলা কমিটি-২০২২। খবর ইউএনএ'র।

জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে গত ৯ মে সোমবার বিকেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে চিটাগাং এসোসিয়েশন ও পথমলা কমিটির নেতৃবৃন্দ মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মেলা কমিটির সদস্য সচিব আরিফুল ইসলাম। এসময় এসোসিয়েশনের সভাপতি মনির আহমদ, মেলা কমিটির আহ্বায়ক ও এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবু তাহের, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাসান চৌধুরী, নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম।

সংবাদ সম্মেলনে আরিফুল ইসলাম তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, চট্টগ্রাম সমিতি এই প্রবাসের একটি অন্যতম বৃহৎ সংগঠন। দীর্ঘ প্রায় এক দশক থেকে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী পথ মেলা আমরা ব্রুকলীনের ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ (বিটুউইন চার্চ এভিনিউ এবং এভিনিউ সি)-তে অনুষ্ঠিত করে আসছি। বিগত ২ বছর কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আমরা পথ মেলা করতে সক্ষম হইনি। এবার বাংলা নববর্ষ এবং ঈদ পরবর্তি সময়কে আমরা পথমেলার জন্য উপযুক্ত সময় হিসেবে বেঁচে নিয়েছি। তাই এবারের পথ মেলার নাম হবে 'ঈদ পুনর্মিলনী ও বৈশাখী পথমেলা'। সব সময় মেলার প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের প্রচলন থাকলেও আমরা এবার সঙ্গত কারণে মেলার ঘোষণা নিয়ে আপনাদের সম্মুখে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি। আমরা দীর্ঘদিন থেকে এই পথ মেলার আনুসাংঙ্গিক প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করে আসছি এবং ঘোষণা দেয়ার পুর্বে মেলার অনুমোদনের অপেক্ষা করেছি। সে হিসেবে আমরা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং কমিউনিটি বোর্ড থেকে আগামী ২২ মে রোববার আমাদের পথ মেলার অনুমোদন পেয়েছি।

আরিফুল ইসলাম বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সিটি কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ আমাদের এই মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও আরো অনেক সিটি এবং স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। মেলায় প্রতিবারের মতো এবারো নানা ধরনের রকমারি খাবার, পোশাক, খেলনার স্টলের ব্যবস্থা থাকবে এবং থাকবে বাচ্চাদের জন্য আকর্ষণীয় রাইড। সাংস্কৃতিক পর্বে থাকবে স্থানীয় এবং বাংলাদেশী শিল্পীদের সংগীত, নৃত্য, কবিতা আবৃতি ইত্যাদি পরিবেশনা। মেলাটি সফল করতে তিনি সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

VISIT
JERUSALEM
Al-Aqsa : Bethlehem : Hebron : Jericho
28 May - 4 June
$3550 Per Person
INCLUDED:
6 Night Accomodation's
Daily Breakfast
Ground Transport to Hotel and Airports
Guided Tour.
Round Trip Airfare
Must have US Passport with a validity of at least six month from the date of travel.
Contact
বাংলা ট্যুর ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
> বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
> ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
> আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে
MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package
WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ফ্রাশ, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারফাইন বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সিলেটে আল ফয়েজ ফাউন্ডেশনের হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত







সিলেট: সিলেটের জামেয়া ক্বাসিমুল উলুম দরগাহ মাদরাসার শিক্ষাসচিব ও মুহাদ্দিস মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী বলেছেন, বাংলাদেশী হাফেজরা আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অর্জন করে বিশ্বের দরবারে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন। তিনি বলেন, কোরআন তিলাওয়াতে মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটে, কুরআন মানুষকে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করে। তাই যুব সমাজকে কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়নে মনোযোগী হতে হবে। তিনি আরও বলেন, কুরআনে কারীম মানব জাতির হেদায়েত, কল্যাণ, শান্তি ও পরকালীন মুক্তির নির্দেশনা। কোরআন তিলাওয়াতে মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটে, কুরআন মানুষকে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করে। তাই বিশ্বের তরুণ ও যুব সমাজকে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়নে মনোযোগী হতে হবে এবং কুর-আনকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারক-বাহক হিসেবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গত ৭ মে শনিবার সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার খাগাইল বাজারে আল ফয়েজ ফাউন্ডেশনের হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। আল ফয়েজ ফাউন্ডেশন সিলেটের চেয়ারম্যান ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মাওলানা রশীদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া কাজির বাজার মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা শাহ মমশাদ আহমদ, আল-ফয়েজ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ মাওলানা ফয়জুর রহমান, যুক্তরাজ্যের ডিআইজি জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, কোম্পানীগঞ্জের ৬নং দক্ষিণ রণিখাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন ইমাদ, সিলেট জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ এহসান উদ্দিন, মাস্টার রুহুল আমীন ও গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজ কল্যাণপরিষদের সাবেক সভাপতি হাফিজ আবদুল মুবিন।

এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা জালাল উদ্দিন,হিফজুল কোরআন প্রতিযোগীতার বিচারকমমন্ডলী যথাক্রমে হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও হাফেজ মাওলানা রশিদ আহমদ ও খাগাইলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা আতিকুর রহমান প্রমুখ।

ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান হুসাইন সেলিমের যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ফাউন্ডেশনের সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান হাফেজ সাজিদুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মাহবুবুর রহমান ও ফাউন্ডেশনের সদস্য মুফতি কয়েস আহমদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে তেলাওয়াত করেন শাহীন আলম। নাশীদ পরিবেশন করেন হাফিজ হুসাইন হাসিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা জালাল উদ্দিন, মাওলানা আতিকুর রহমান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার বিচারক হাফেজ মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও হাফেজ মাওলানা রশিদ আহমদ।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা রশীদ আহমদ বলেন, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বাধিক মসজিদ-মাদরাসা ও দ্বীনের প্রচারক রয়েছেন। তাই দেশের প্রতিটি মসজিদে সাবাহি মক্তব চালুকরণে আলেম-ওলামা ও হাফেজদের এগিয়ে আসতে হবে এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাইকে ভুমিকা পালন করতে হবে। তিনি কুরআনের খেদমতে সার্বজনীনতা বজায় রেখে দলমত নির্বিশেষে সকল বিবেদ ভুলে সবাইকে একত্রে কাজ করার আহবানও জানান।

অনুষ্ঠান শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ মাওলানা ফয়জুর রহমান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



স্বপ্ন সত্যি হবেই

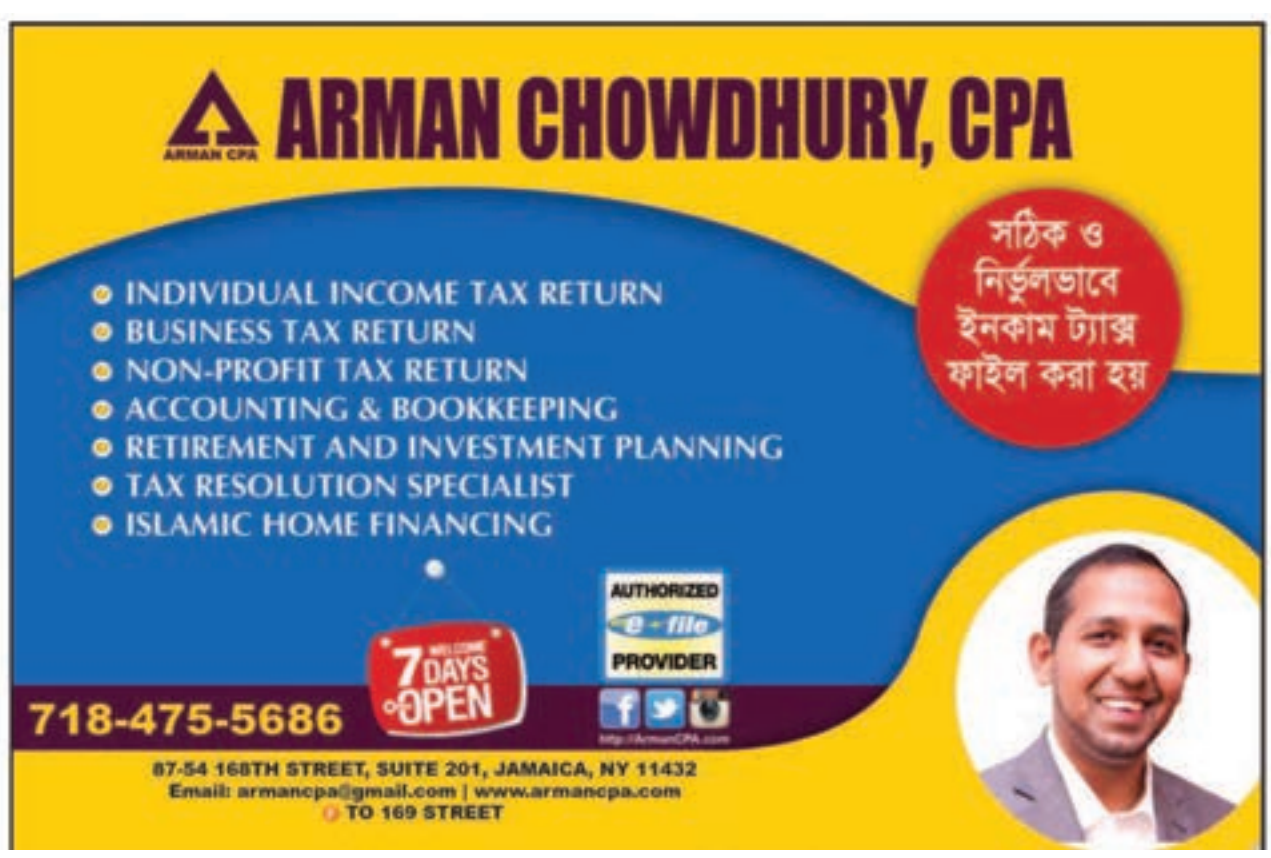
পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ এখন আমেরিকায়

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'স্বপ্ন সত্যি হবেই.....' এই শ্লোগান নিয়ে আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের রাজধানী ঢাকায় একটু নিরাপদ আশ্রয় (বাসা-বাড়ী-এপার্টমেন্ট) করে দেয়ায় উদ্যোক্তা হিসেবে হাউজিং প্রতিষ্ঠান 'পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লিমিটেড' এখন আমেরিকায়। দেশের জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনকৃত (নং-জাগৃক/৬২) প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে প্রবাসীদের জানাতে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ আলীনূর ইসলাম যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসেছেন। মঙ্গলবার (১০ মে) তিনি নিউইয়র্কে এসে পৌছেছেন। খবর ইউএনএ'র।

পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লিমিটেড-এর যুক্তরাষ্ট্রের কান্ট্রি ডিরেক্টর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়ের পাশেই, ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে ২২ কিলোমিটার এবং পদ্মা সেতু থেকে ১৩ কিলোমিটারের মধ্যেই 'পুষ্পধারা প্রকল্প'। ৫, ১০ ও ২০ কাঠা জমিরি প্লটের প্রতি কাঠা জমির মূল্য ৭ লাখ টাকা। আর প্রতি কাঠার বুকিং মানি মাত্র ২০ হাজার টাকা এবং ডাউন মেন্টে মাত্র ২০%। জমিটি এককালীন ৫০% মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রি করে নেওয়ার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। রয়েছে মাসিক হারে কিস্তিতে কেনার সুবিধা।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, বিশ্বস্থতা আর স্বচ্ছতার সাথে পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লিমিটেড-এর প্রকল্পের সাথে প্রবাসীদের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং সরাসরি কথা বলতেই প্রতিষ্ঠানটির এমডি সৈয়দ আলীনূর ইসলাম যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসেছেন। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় করবেন এবং বিস্তারিত জানাবেন। পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লিমিটেড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তিনি সংশ্লিস্টদের www.pushpodhara.com ওয়েবসাইট ভিজিট করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।







আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগেও দল কিনলেন শাহরুখ খান

স্পোর্টস ডেস্ক: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) অন্যতম জনপ্রিয় দল কলকাতা নাইট রাইডার্স গ্রুপ এবার দল কিনল আরব আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগে। আমিরাতের লিগে আবুধাবি ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনা করবেন তারা। অর্থাৎ দলটির নাম আবুধাবি নাইট রাইডার্স।

ইউএই টি-টোয়েন্টি লিগের চেয়ারম্যান খালিদ আল জারুনির সঙ্গে এ নিয়ে নাইট কর্ণধার শাহরুখ খানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। চুক্তির বিষয়টি এক বিবৃতি দিয়ে নিশ্চিত করেছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ।

বিবৃতে আমিরাত ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ইউএইর টি-টোয়েন্টি লিগ এটা ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে, নাইট রাইডার্স গ্রুপ আবুধাবি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা ও পরিচালনা করবে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের মর্যাদাপূর্ণ এ টি-টোয়েন্টি লিগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকবে আবুধাবি নাইট রাইডার্স।

বিবৃতি এসেছে বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের পক্ষ থেকেও। শাহরুখ বলেছেন, গত কয়েক বছর ধরেই আমি নাইট রাইডার্স ব্র্যান্ডকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমিরাতের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সম্ভাবনা কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি আমরা। এই লিগের অংশ হতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত। এটি সফল হবে নিশ্চিত।

নাইট রাইডার্স ব্র্যান্ডকে শাহরুখ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন ইতোমধ্যে। তার গ্রুপটি সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত চারটি দল কিনেছে।

আইপিএলের পর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) ও যুক্তরাষ্ট্রের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট মেজর লিগ ক্রিকেটেও (এমএলসি) দল কেনা আছে শাহরুখের নাইট রাইডার্সের।

আমিরাতের এই লিগে খেলবে মোট ছয় দল। শাহরুখের নাইট রাইডার্স ছাড়া অন্য পাঁচ দলের মালিকানা নিশ্চিত হয়ে গেছে। সেগুলো হলো– ভারতের আদানি গ্রুপ, ক্যাপ্রি গ্লোবাল, রিলায়েন্স স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ভেঞ্চার লিমিটেড ও জিএমআর গ্রুপ এবং ইংল্যান্ডের ল্যান্সার কেপিট্যাল।

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী-মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এই লিগ। তবে প্রথম আসরটি চলতি বছর জুনে আয়োজন করতে চান এর আয়োজকরা। সে হিসেবে আগামী ২৯ মে আইপিএল শেষ হওয়ার পর পরই আমিরাতে বসতে পারে নতুন এই টি-টোয়েন্টি লিগ।



‘আমরা কেন ভারতের পেছনে দৌড়াব?’

স্পোর্টস ডেস্ক: পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) বর্তমান চেয়ারম্যান রমিজ রাজা দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পিসিবি চেয়ারম্যানের এ কাজ ভালো লাগেনি সাবেক চেয়ারম্যান এহসান মানির। তার দাবি পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে ভারতকেই এগিয়ে আসতে হবে।

এহসান মানি বলেন, আমি সবসময় পরিষ্কারভাবে বলে এসেছি যে, ভারতের যদি সিরিজ খেলার ইচ্ছা থাকে তাহলে পাকিস্তানের মাটিতে এসেই তাদের খেলতে হবে। আমি সিরিজ আয়োজনের বিপক্ষে না, তবে আমি সবসময়ই আমাদের নিজেদের সম্মান আর স্বকীয়তাকে সবার ওপরে রেখেছি। তিনি আরও বলেন, আমরা কেন ভারতের পেছনে দৌড়াব? তাদের পেছনে ছোটা আমাদের উচিত না। যখন তারা নিজেরা তৈরি থাকবে, তখন আমরাও প্রস্তুত থাকব।

ইবাদতদের সামর্থ্য দেখে অবাক ডোনাল্ড

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশের উইকেটে পুরোনো বলে ভালো করা কঠিন। এমনটি মনে করেন পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড। নতুন বলে ‘হট জোনে’ বোলিং করে পুরোনো বলের জন্য ধৈর্য ধরার মন্ত্র শেখালেন তিনি। চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার অনুশীলনের পর ডোনাল্ড বলেন, ‘অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকার উইকেটে বল সোজা আসে। নতুন বলে ভালো করা তাই গুরুত্বপূর্ণ।



অনুশীলনে আমরা জোর দিয়েছি নতুন বলের ওপর। এটা গুরুত্বপূর্ণ। হট জোন পেতে চেষ্টা করতে হবে। খুব বেশি বৈচিত্র্য বা ইনসুইং-আউটসুইংয়ের পেছনে ছোটা যাবে না। প্রক্রিয়া ঠিক রাখতে হবে।’

ডোনাল্ডের বোলিংয়ের মূল ছিল আগ্রাসন। ব্যাটারের শরীর তাক করা বাউন্স দিতেন। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সেই গুণ কি আছে? ডোনাল্ড বলেন, ‘এই মানসিকতার ছেলেদের দেখছি। তারা শিখতে চায়, এটাই সবচেয়ে বড় বিষয়। আমার কোচিংয়ের দর্শন হলো মানসিকতা, মনোভাব আর সৃজনশীলতা। সব ব্যাটারকে যদি ব্যাক অব দ্য লেন্থে টানা বল করে যান, তাহলে সাফল্য পাবেনই। এ নিয়ে আমরা অনুশীলনে কথা বলি। আজ (কাল) বোলারের ওপর চাপ তৈরি করে অনুশীলন করেছি।’ তিনি বলেন, ‘শরীফুলের পারফরম্যান্সে আমি খুশি, বিশেষ করে ওর ওয়ানডে সিরিজের পারফরম্যান্সে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওকে দেখেছি। তার বোলিং ছিল নজরকাড়া। বাংলাদেশ যেবার যুব বিশ্বকাপ জেতে, সেবার দারুণ বোলিং করেছে সে। বড় চমক ছিল ইবাদত ও খালেদের বোলিং। তাদের সামর্থ্য দেখে আমি অবাক হয়েছি। ডারবান টেস্টে তারা দারুণ করেছিল। নতুন রাজার (রেজাউর রহমান) এনার্জিও আমার পছন্দ হয়েছে।’

মোস্তাফিজের টেস্ট থেকে দূরে থাকা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘মোস্তাফিজের টেস্ট খেলার বিষয়টি সম্পর্কে বলা কঠিন। ইংল্যান্ডের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট বলেছিলেন, ক্রিকেটাররা একসময় ১২ মাস খেলার জন্য প্রস্তুত ছিল, এখন সেটা কমে এসেছে নয় মাসে। মোস্তাফিজের ব্যক্তিগত পছন্দ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। এটা পুরোপুরি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।’ তিনি বলেন, ‘আমি মোস্তাফিজের ভক্ত। সাদা বলে সে দারুণ এক বোলার। আমি রোমাঞ্চিত। এর একটা কারণ, ছেলেরা শিখতে চায়। সাদা বলের কথায় যদি আসি, সামনে বিশ্বকাপ। তাই আমাদের একটু লাগাম টানতে হবে। ছেলেরা ভালোই করছে।’

মাঝপথেই কাউন্টি ক্রিকেট ছেড়ে দেশে ফিরলেন আফ্রিদি

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্যারিয়ারের প্রথমবারের মতো কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে গিয়েও তা শেষ করার আগেই দেশে ফিরেছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। ইংল্যান্ডের উইকেটে দারুণ পারফর্ম করে যাচ্ছিলেন তিনি। মিডলসেক্সের হয়ে তিন ম্যাচ খেলেই তুলেছেন ১৪ উইকেট! এর পরও এবারের কাউন্টি-যাত্রা তাকে থামাতেই হলো। এর একমাত্র কারণ, পাকিস্তানের সিরিজ আসছে সামনেই। দেশের হয়ে খেলতে মাঝপথেই কাউন্টি ছাড়লেন এ পাকিস্তানি পেসার।



আগামী ৮, ১০ ও ১২ জুন ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডে খেলবে পাকিস্তান। সেই তিন ম্যাচে অংশ নিতেই ইংল্যান্ড ছেড়ে দেশে ফিরেছেন পাকিস্তানী এ পেস সেনসেশন। এপ্রিলে শুরু হওয়া কাউন্টিতে যোগ দিয়ে প্রথম ম্যাচে বিশ্বের শীর্ষ টেস্ট ব্যাটার মারনাস লাবুশেনকে আউট করেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। এর পর তিন ম্যাচ শেষ হতে তার ঝুলিতে জমা পড়ে ১৪ উইকেট। তার অনবদ্য পারফরম্যান্সে ভর করে সাসেক্স, লেস্টারশায়ার ও গ্ল্যামরগানের বিপক্ষে জয় পায় মিডলসেক্স। এমন উইকেটশিকারি পেসারকে হারিয়ে বেশ হতাশ কাউন্টি দলটি। হতাশ হলেও আফ্রিদির সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে তার কাউন্টি ক্লাব।

এ বিষয়ে মিডলসেক্সের ক্রিকেটবিষয়ক প্রধান অ্যালান কোলম্যান বলেন, ‘শাহিন আমাদের হয়ে দারুণ ক্রিকেট খেলছিল। কিন্তু তার দেশের হয়ে খেলার সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান করেছি। সে পাকিস্তানের হয়ে তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটই খেলে। এর ফাঁকেই সময় বের করে মিডলসেক্সের হয়ে খেলতে এসেছিল সে।’







মানিকগঞ্জ কল্যাণ সমিতি'র ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মালেক

(শেষের পাতার পর)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী উপরোক্ত কথা বলেন। গত শুক্রবার (১৩ মে) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আওকাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টিও ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. বর্ণালী হাসান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, মূলধারার রাজনীতিক তৈয়বুর রহমান হারুন, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মাসুদুর রহমান, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল, হাফিজুর রহমান পিন্টু, এডভোকেট লুৎফর রহমান হিমেল, আলিয়ার রহমান। অথিথিবৃন্দ ছাড়াও অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন নূরুল আমীন মুকুল, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক লুৎফর রহমান জুবায়ের প্রমুখ।

আল্লাহ ওয়াকীল, আল্লাহই যথেষ্ট

(শেষের পাতার পর)

ও ভরসার ভিত্তিস্বরূপ যার ওপর নির্ভর করা যায়। নিজের যাবতীয় বিষয় যার হাতে সোপর্দ করে দেয়া যায়। পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভ করার জন্য যার দিকে রুজু করা যায়। সুতরাং মুসলমানদের সবকিছু তাঁর হাতে সোপর্দ করে দেয়া উচিত।

আল্লাহ বলেন,"আমি ইতপূর্বে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশনার মাধ্যম করেছিলাম এ তাকিদ সহকারে যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে নিজের অভিভাবক করো না।"(সুরা বণী ইসরাঈল: ২) হযরত মুসা আ:-এর শিশুকাল থেকে নিয়ে তাঁর নবুয়তী জিন্দিগী ও পারিবারিক জিন্দিগীর পুরোটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষ গুণ 'ওয়াকীল' বা মহাতত্বাবধায়ক মহা অভিভাবক-এর উজ্জল নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা তাদের আওলাদ যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় উঠিয়েছিলাম এবং নূহ একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল।"(সুরা বনী ইসরাঈল:৩) অর্থাৎ নূহ ও তাঁর সাথীদের বংশধর হবার কারণে একমাত্র আল্লাহকেই অভিভাবক করা তোমাদের জন্য শোভা পায়। কারণ তোমরা যার বংশধর তিনি আল্লাহকে নিজের অভিভাবক করার বদৌলতেই মহাপ্লাবনের মহাধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৬৩ বছরের জিন্দিগী ছিল আল্লাহর মহাঅভিভাবকত্বের আরেক উজ্জল নিদর্শন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" আর যাদেরকে লোকেরা বললো ঃ "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো।" তা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছেঃ "আমাদের জন্য আল্লাহই যতেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো তত্বাবধায়ক।" (ইমরান ঃ ১৭৩) "এ তো আল্লাহ তোমাদের রব! তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা। কাজেই তাঁর বন্দেগী করো। তিনি সবকিছুর তত্বাবধায়ক।"(আনয়াম ১০২) উহুদ থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে গিয়েছিল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আমাদের সাথে তোমাদের আবার মোকাবিলা হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময় এগিয়ে এলে আর তার সাহসে কুলালো না। তাই সে মান বাঁচাবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলো। গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। সে মদীনায় পৌঁছে মুসলমানদের মধ্যে এ খবর ছড়াতে লাগলো যে, এ বছর কুরাইশরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা এত বড় সেনাবাহিনী তৈরী করছে যার মোকাবেলা করার সাধ্য আরবের কারো নেই। এ ঘোষনার পর রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃঢ়তায় মুসলমানদের ঈমান আরো বেড়ে গেল। পনেরো শত প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদ বদরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। তারা বলে উঠলো আমাদের জন্য আল্লাহই যতেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো তত্বাবধায়ক। ঠিকই রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের নিয়ে বদরে হাজির হলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান দু'হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকলো। কিন্তু দুদিন পথ চলার পর সে সাথীদের বললো, এ বছর যুদ্ধ করা সংগত হবে না। আগামী বছর আমরা আসবো। কাজেই নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে ফিরে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আটদিন বদর প্রান্তরে অপেক্ষা করলেন। কাফেররা ফিরে গেছে এ খবর পাওয়ার পর তিনি সংগী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"কাজেই হে নবী এমন যেন না হয়, তোমার প্রতি যে জিনিষের অহি করা হচ্ছে তুমি তার মধ্য থেকে কোন জিনিষ বাদ দিবে এবং এ কথায় তোমার মন সংকুচিত হবে এ জন্য যে, তারা বলবে "এ ব্যক্তির ওপর কোন ধনভা-ার অবতীর্ণ হয়নি কেন" অথবা "এর সাথে কোন ফেরেস্তা আসিনি কেন?" তুমি নিছক সতর্ককারী। এরপর আল্লাহই সব কাজের ব্যবস্থাপক।"(সুরা হুদঃ১২)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহই সব কাজের ব্যবস্থাপক'। আল্লাহর এ গুণবাচক নামটির ক্ষমতা ও মহানত্ব অনুধাবন করার জন্য পুরো আয়াতটি বক্তব্য বুঝতে হবে। মক্কা এমন একটি গোত্রের কেন্দ্রভূমি যার ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট সমগ্র আরবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগোত্রটি যখন অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে, ঠিক তখনই সেই জনপদের এক ব্যক্তি উঠে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তোমরা যে ধর্মের পৌরহিত্য করছো তা পরিপূর্ণ গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। এহেন অবস্থায় এ কথা বলার ফলে জনপদের কতিপয় অত্যন্ত সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া বাদবাকি সমস্ত লোকই যে তাঁর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটাই স্বাভাবিক, এর পরিণতি এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কেউ জুলুম-নির্যাতনের সাহায্যে তাঁকে দাবিয়ে দিতে চায়। কেউ মিথ্যা দোষারূপ এবং আজে বাজে প্রশ্ন-আপত্তি ইত্যাদি উত্থাপন করে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কেউ বিদ্বেষমূলক বিরূপ আচরণের মাধ্যমে তার সাহস ও হিম্মত গুড়িয়ে দিতে চায়। আবার কেউ ঠাট্টা-তামাশা, পরিহাস, ব্যাংগ-বিদ্রুপ ও অশীল-কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে তার কথাকে গুরুত্বহীন করে দিতে চায়। এভাবে কয়েক বছর ধরে এ ব্যক্তির দাওয়াতকে মোকাবেলা করা হতে থাকে। এ মোকাবেলা যে কত হৃদয়বিদারক ও হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে তা সুস্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁর নবীর হিম্মত অটুট রাখার জন্য তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ভালো ও অনুকুল অবস্থায় আনন্দে উৎফুল হয়ে উঠা এবং খারাপ ও প্রতিকুল অবস্থায় হতাশ হয়ে পড়া মূলত নীচ ও হীনমন্য লোকদের কাজ। আল্লাহর দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি নিজে সৎ হয় এবং সততার পথে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে অগ্রসর হয় সে-ই আসলে মর্যাদার অধিকারী। কাজেই যে ধরণের বিদ্বেষ, বিরূপ ব্যবহার, ব্যাংগ-বিদ্রুপ ও মূর্খজনোচিত আচরণ দ্বারা যে মোকাবেলা করা হয়, তার ফলে যেন রাসুলের দৃঢ়তা ও অবিচলতায় ফাটল না ধরে এবং অহীর মাধ্যমে তাঁর সামনে যে মহাসত্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে তার প্রকাশ ও ঘোষনায় যেন তিনি একটু কুণ্ঠিত ও ভীত না হয়। যারা আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র উকিল হিসাবে তাঁর ওপর নির্ভরশীল হয়, কেউ মানুক বা না মানুক যা সত্য মনে করবে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে এবং কোন প্রকার কমবেশী না করে তা বলে যেতে থাকবে, পরিণাম আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। কর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহই যতেষ্ঠ।"(সুরা আহযাব:৩) এ বাক্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভর করে তা সম্পন্ন করো এবং সারা দুনিয়ার মানুষ যদি বিরোধীতায় এগিয়ে আসে তাহলেও তার পরোয়া করো না। মানুষ যখন নিশ্চিত ভাবে জানবে উমুক হুকুমটি আল্লাহ দিয়েছেন তখন সেটি পালন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে তার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এরপর তার মধ্যে কল্যাণ, সুবিধা ও প্রজ্ঞা খুঁজে বেড়ানো সেই ব্যক্তির নিজের কাজ নয় বরং কাজ হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তাঁর হুকুম পালন করা। বান্দা তার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ হাতে সোপর্দ করে দেবে, তার জন্য আল্লাহই যতেষ্ট। তিনি পথ দেখাবার জন্যও যতেষ্ট এবং সাহায্য করার জন্যও। আর তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চয়তাও দেন যে, তাঁর পথনির্দেশের আলোকে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি কখনো অশুভ ফলাফলের সম্মুখীন হবে না।

আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা ঈমানেরই অংশ। যারা পূর্ণ ঈমানদার তারা আল্লাহর ওপরই ভরসা করেন। হযরত ইয়াকুব আ: সন্তান ইউসুফ আ: কে হারিয়ে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় তাঁর আরেক প্রিয় সন্তান বিন ইয়ামীনকে মিশরে বাদশাহর দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর সন্তানেরা চাপ দিলে অনিচ্ছা সত্বেও তিনি রাজি হলেন। এবং তাদেরকে কিছু পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, যা আল কুরআনে তার বক্তব্যকে আল্লাহ হুবহু উল্লেখ করেছেন। "তারপর সে (ইয়াকুব আ:) বললো,"হে আমার সন্তানেরা! মিসরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না। তাঁর ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না, তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং যার ভরসা করতে হয় তাঁর ওপরই করতে হবে।"(সুরা ইউসুফ:৬৭) ইউসুফের পর তার ভাইকে পাঠাবার সময় ইয়াকুবের আ: মন কত দুশ্চিন্তাগস্থ হয়ে পড়েছিল। তবু আল্লাহর প্রতি আস্থা এবং সবর ও আত্মসমর্পনের দিক দিয়েও তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে থাকায় তিনি এই সন্তানটিকেও তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। এবং মহান ওয়াকীল মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি ইয়াকুব আ:-এর এই নির্ভরশীলতার পুরস্কার এভাবে দিলেন যে, অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাঁর সন্তানদের তাঁর বুকে ফিরিয়ে দিলেন। সুতরাং চরম সঙ্কটে ও বিপদে যারা আল্লাহকে ওয়াকীল হিসাবে তাঁর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়, আল্লাহ তাঁদের রক্ষা করেন।



জেরুজালেম ওয়াকিং ট্যুর

হাবিব রহমান

সকাল আটটায় হোটেলের লবিতে গিয়েই দেখলাম আমার ট্যুর গাইড অপেক্ষা করেছে। আগেরদিন ফোনে কথা হয়েছিলো। নাম আয়াদ মাহফুজ। ফিলিস্তিনের বাসিন্দা। চমৎকার ইংরেজী বলে। প্রফেশনাল ট্যুর গাইড। আগামী যে কয়েকদিন জেরুজালেম থাকবো সেই হবে আমার রাহবার বা পথপ্রদর্শক। নিউইয়র্কের বিমানে উঠিয়ে দিয়ে তার ছুটি।

আমি কাছে যেতেই উঠে এসে বুকে বুক লাগিয়ে কোলাকুলি করলো। তারপর হাতে ধরিয়ে দিলো বড় সড় একটা ব্যাগ।

আমি খুব একটা অবাক হলাম না। আর এও জানি এর ভেতর কি আছে। এই ব্যাগ সংস্কৃতি আরব ট্যুর গাইডদের ব্যবসার একটি অংশ। ব্যবসা বল্লে কথাটা হয়তো বা রূঢ় শোনায়। ভদ্রভাবে বলা যায় আতিথেয়তা। আরবীয়রা যখন কোন নতুন অতিথি কারো সাথে দেখা করতে যায় তখন খালি হাতে যায়না। সাথে ফলমুল বা কিছু খাবার দাবার সাথে করে নিয়ে যায় উপহার হিসাবে। আমি প্রায়শই মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করি। তাই তাদের এই উপহারের ধর্মটা আমার জানা। আমি যখন প্রথমবার মিশর ভ্রমণে যাই তখন আমার ট্যুর গাইড ইব্রাহিম ইলদীব একজন লোকের মাথায় চাপিয়ে একটা বড় ঝুড়ি ভর্তি করে ফল নিয়ে এসেছিলো। সেদিন আমি অবাক হয়েছিলাম। অজানা অচেনা একজন মানুষের জন্য এত ফল কেউ কিনে আনে! ইব্রাহিম সেদিন জানিয়েছিলো এটাই আরবীয় রীতি। (যদিও মিশর আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তারা আরবীয় সংস্কৃতিই অনুসরন করে) তাই এসব দেখে এখন আর আমি অবাক হইনা।

আয়াদকে বল্লাম, এতসব না আনলেও পারতে। ও শুধু হাসলো। আমি রুম সার্ভিসের হাতে ব্যাগটি দিয়ে বল্লাম রুমে পৌঁছে দিতে। তারপর আয়াদের সাথে পথে নামলাম।

গেটের বাইরে গিয়ে দেখলাম আয়াদ সাথে গাড়ী এনেছে। জানতে চাইলাম আজতো সারাদিন ওয়াকিং ট্যুর, গাড়ী কেনো! আয়াদ বল্লো শুরুতে যেতে হবে পুরনো জেরুজালেমের বাইরে মাউন্ট অলিভে। ওখান থেকে ফিরে পুরনো জেরুজালেমে ঢুকলে আর গাড়ী লাগবেনা। তখন শুধুই হাঁটা। আর এই হন্টন ট্যুর আগামী দু'দিন চলবে।

আমি আর কোন কথা না বাড়িয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। আয়াদ বসলো ড্রাইভারের পাশে। গাড়ী ছুটে চল্লো মাউন্ট অলিভের দিকে।

আয়াদ জানালো-এই অলিভ মাউন্টেইন জেরুজালেমের ওয়ালের বাইরে পূর্বদিকে কিড্রন উপত্যকায় অবস্থিত। এটি মুসলমান, হুদি. খৃস্টান তিন ধর্মের লোকের কাছে পবিত্র। পাহাড়টি ৩.৫ কিলোমিটার লম্বা যা জেরুজালেমকে ঘিরে আছে। যীশু তার জীবনের বেশী-রভাগ সময় এখানেই প্রার্থনা করে কাটিয়েছেন। এমনকি যেদিন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো সেদিনও তিনি এখানেই ছিলেন। এটাকে পবিত্রভূমির অন্যতম জেলা হিসাবে গণ্য করা হয়। পুরো মাউন্টেইনটি প্রাচীনজলপাই গাছদ্বারা বেস্টিত ছিলো। বর্তমানে এখানে ৮টি জলপাই গাছ রয়েছে যা ২ হাজার বছরেরও পুরনো।

মাউন্ট অলিভে রয়েছে প্রাচীন গোরস্থান যেখানে আনুমানিক ১লক্ষ ৫০ হাজার খ্রিস্টান ব্যক্তির কবরস্থান রয়েছে। যার মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও রয়েছেন। খৃস্টানরা এখানে কবরস্থ হওয়াকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যীশু স্বর্গ থেকে এখানেই অবতরণ করবেন।

আরো অনেক কারণে এই মাউন্ট অলিভ বিখ্যাত। এই পাহাড়েই ঈসা (আঃ) এর উপর আসমানী কিতাব ইঞ্জিল তথা বাইবেল নাজিল হয়। দুই হাজার বছর আগে ঈসা (আঃ) এর বিচরণ ছিল এই মাউন্ট ওলিভে। মাউন্ট ওলিভের অবস্থান বাইতুল মুকাদ্দসের পুর্বদিকে।

এখান থেকে গোটা জেরুজালেম শহরটা দেখা যায়। দেখা যায় পাথর গাঁথা ৫ হাজার বছরের পুরনো শহর


হাবিব ভাই উইথ আয়া

এবং তার মধ্যমনি সোনার পাতে মোড়া-ডোম অব রক যা সকালের নরম আলোয় ঝলমল করে উঠে। যীশুও ঠিক এখান থেকেই ২ হাজার বছর আগের জেরুজালেমকে দেখেছিলেন।

গির্জার চূড়া ও মসজিদের মিনার হতে তখনও অনেক দেরি। পুরনো শহরের আশপাশে তখন ছিল শুধু কাঁটাঝোপ। আজকের মতো রাস্তাঘাট, অট্টালিকার চিহ্নও ছিল না।

আমি দাঁড়িয়ে আছি জেরুজালেমের সেই বিখ্যাত মাউন্ট অব অলিভে ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে। এখানে চমৎকার একটা ভিউ পয়েন্ট আছে। এখান থেকেই পুরো জেরুজালেম শহরটা দেখা যায়। ডোম অব দ্য রকের সোনালী গম্বুজের উপর দুপুরের রোদ পরে চক চক করছে। চমৎকার ভিউ নিয়ে অনেক গুলো ছবি তুলে গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

আবার শুরু হলো গাইডের লেকচার পর্ব।

আমার চোখ ছিলো জানালা দিয়ে বাইরে। আর কান দিয়ে শুনছিলাম গাইডের লেকচার। ফিলিস্তিনের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলছিলে সে।

আল্লাহ বলেন, পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তার বান্দাকে রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত-১)

জেরুজালেম হলো ইসরা বা রাসুলুল্লাহর (সা.) রাত্রিকালীন ভ্রমণের সর্বশেষ জমিন। এখানে তিনি সকল নবীর নামাজের ইমামতি করেন। তার পর তিনি এখান থেকে উর্ধ্ব আকাশে ভ্রমণ করেন।

এর দ্বারা আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন, বিশ্ব ধর্মীয় নেতৃত্ব ইহুদীদের কাছ থেকে নতুন রাসুল, নতুন কিতাব ও নতুন উম্মতের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এখানে যদি ফিলিস্তিনীদের গুরুত্ব না থাকত, তা হলে আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে মক্কা থেকেই সরাসরি উর্ধ্ব আকাশে ভ্রমণ করাতেন। মসজিদুল আকসা, ফিলিস্তিন হলো মুসলিমদের প্রথম কিবলা। যার দিকে মুখ করে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিরা ১০ বছর নামাজ আদায় করেছেন। আল-কোরআনের ৫ স্থানে মহান আল্লাহ ফিলিস্তিনকে বরকতময়, পুণ্যময় ভূখন্ড বলেছেন।

জেরুজালেম আসার আগে বিস্তর হোম ওয়ার্ক করে এসেছি। অনেক পড়াশুনা করেছি দেশটির উপর। কিন্তু এখানে এসে মনে হচ্ছিলো আগের পড়াশুনা গুলো ছিলো যেন থিউরিটিক্যাল। জেরুজালেম এসে বিভিন্ন ঐতিহ-াসিকসস্থানে দাঁড়িয়ে যখন গাইডের মুখে বিভিন্ন ইতিহাস শুনছিলাম তা যেন একটা নতুনত্ব নিয়ে একটা নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে চোখের সামনে হাজির হচ্ছিলো।

গাড়ী যাচ্ছিলো পুরনো জেরুদালেমের ওয়ালের বাইরে দিয়ে।

ইহুদী ধর্মে এই প্রাচীন স্থানটিকে খুবই পবিত্রতম স্থান হিসেবে ধরা হয়। এখানেই গড়ে উঠেছে তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্দির ও ইহুদী নবীদের শিক্ষাকেন্দ্রও এখানেই। মক্কা ও মদিনার পরে আল আকসা মসজিদকে সবচেয়ে বেশি পবিত্রতম স্থান মনে করে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কাছে। ইসলাম ধর্মমতে মেরাজের রাতে এখান থেকেই উর্ধ্বাকাশ সফরে গিয়েছিলেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)।

খ্রিস্টানরাও তাদের বিশ্বাসের জায়গায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে জেরুজালেমকে।

জানালা দিয়ে আল আকসা মসজিদের রুপালী গম্বুজ চোখে পড়ছিলো। সৌদি আরবের মক্কার মসজিদুল হারাম এবং মদিনার মসজিদে নববীর পরই, মুসলমানদের কাছে পবিত্র স্থান জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ। খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ সালে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন হজরত সোলায়মান (আ.)। এরপর বিভিন্ন সময়ই এর সংস্কার করা হয়। দুটি বড় ও ১০টি ছোট গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটিতে প্রকাশ পেয়েছে নির্মাণশৈলীর এক মনোমুগ্ধকর প্রতিচ্ছবি। বিভিন্ন সময়ে মসজিদটি সংস্কারে ব্যবহার করা হয়। ঐতিহাসিকভাবেই আল-আকসা মসজিদ মুসলমানদের পবিত্র স্থান। তার পরও এটিকে পবিত্র স্থান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে ইউনেস্কো।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্তমান মসজিদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের যুগে মসজিদটি পুনর্নির্মিত ও সম্প্রসারিত হয়। এই সংস্কার ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে তার ছেলে খলিফা প্রথম আল ওয়ালিদের শাসনামলে শেষ হয়। ৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর এটি পুনর্নির্মাণ করেন। পরে তার উত্তরসূরি আল মাহদি এর পুনর্নির্মাণ করেন। ১০৩৩ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি ভূমিকম্পে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফাতেমীয় খলিফা আলি জাহির পুনরায় মসজিদটি নির্মাণ করেন যা বর্তমান অবধি টিকে রয়েছে।

বিভিন্ন শাসকের সময় মসজিদটিতে অতিরিক্ত অংশ যোগ করা হয়। এরমধ্যে রয়েছে গম্বুজ, আঙিনা, মিম্বর, মি-হরাব, অভ্যন্তরীণ কাঠামো। বর্তমানে জেরুজালেম দখলদার ইসরায়েলিদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মসজিদটি রয়েছে জর্ডানি/ফিলিস্তিনী নেতৃত্বাধীন ইসলামি ওয়াকফের তত্ত্বাবধানে।

এবার গাড়ী থেকে নামতে হবে। শুরু হবে পদযাত্রা।

বাংলাদেশ দূতাবাসে বাংলা নববর্ষ, ঈদ পুনর্মিলনী উদযাপন

ওয়াশিংটন ডিসি: ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বাংলাদেশ দূতাবাস শুক্রবার (১৩ মে) বাংলা নববর্ষ-১৪২৯ এবং ঈদ পুনর্মিলনী উদযাপন করেছে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়া ও জন কূটনীতি বিষয়ক আমেরিকান উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বাসেডর কেলি কেইডারলিং অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ







অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য অপরাজিতা হক এবং এডিটরস গিল্ডের সভাপতি ও একাত্তর টেলিভিশনের এডিটর-ইন-চিফ মোজাম্মেল বাবু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ সহিদুল ইসলাম।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কূটনীতিকরা, আমেরিকার সরকার ও পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তারা এবং বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত কেলি কেইডারলিং তার বক্তৃতায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, লাখ লাখ বাংলাদেশী দারিদ্র্য সীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং বাংলাদেশ এখন মধ্যমে আয়ের শ্রেণীতে প্রবেশ করেছে।

রাষ্ট্রদূত কেইডারলিং বলেন, তার দেশ এমন একটি দেশের সাফল্য গাঁথার অংশ হতে চায় যে দেশ অর্থনৈতিক শক্তিধর একটি দেশ হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সহিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের বর্ণাঢ্য ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, পহেলা বৈশাখ বাঙালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জাতির সার্বজনীন উৎসব। তিনি বলেন, অন্যদিকে ঈদুল ফিতর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব; যা তাদের আত্মশুদ্ধি, সহমর্মিতা ও দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি উল্লেখ করেন যে এই দুটি উৎসব স্বাধীনতা যুদ্ধের মৌলিক মূল্যবোধ উদযাপনের জন্য, যেখানে সকল ধর্ম ও জাতির মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করবে। যেমনটি আমাদের 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন।

রাষ্ট্রদূত সহিদুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙালী সমাজের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নীতিকে সমুন্নত রাখতে অটল রয়েছেন এবং তার দল আওয়ামী লীগ সমাজে ধর্মীয় উগ্রবাদের উত্থানের বিরুদ্ধে অবিরাম সমর্থন দিয়ে আসছে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যার মাধ্যমে বাংলা নববর্ষ ও ঈদুল ফিতর উদযাপনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইউএস পররাষ্ট্র দপ্তরের চার কর্মকর্তা বাংলায় কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি করেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত গায়িকা আনিলা চৌধুরীর গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই পর্ব শেষ হয়।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসাবে এর আগে চ্যান্সেরি প্রাঙ্গণ থেকে একটি 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বের করা হয়। ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রাটি দূতাবাসের পার্শ্ববর্তী সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

অনুষ্ঠান শেষে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী খাবার পরিবেশন করা হয় যা বিদেশী অতিথি কতৃক দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

বাংলাদেশী কলেজ ছাত্রী জিনাতের মৃত্যু নিয়ে ধূম্রজাল

(শেষের পাতার পর)

করেছে বলে পুলিশী রিপোর্টে বলা হয়েছে। কিন্তু এটা আমরা মনে করি না। ওই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ফল ফ্রম হাই' অর্থাৎ ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু। এটা আসলে 'হেইট ক্রাইম' (ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষমূলক হামলা)। এর প্রতিবাদে কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।" পরিবারের দাবী জিনাতের মৃত্যু হত্যাকান্ড।

মোহাম্মদ কবীর জানান, জিনাত হোসেনকে হত্যার প্রতিবাদে ১৬ মে সোমবার দুপুরে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিস সংলগ্ন সিটি হলের সামনে প্রতিবাদ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সকলকে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলতে হবে। এসময় জিনাতের কফিনের পাশে ছিলেন মরহুমার বাকরুদ্ধ বাবা আমির হোসেন। তিনি কেবলই কফিন ছুয়ে মেয়েকে অনুভব করছিলেন। জানাজা শেষে কফিন মসজিদের সামনে আনার পর জিনাতের মা জেসমীন হোসেন কান্নায় ভেঙে পড়েন। হুইল চেয়ারে ছিলেন জেসমীন। তখন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মাজেদা উদ্দিন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। একমাত্র কন্যার এমন মৃত্যুতে মা-বাবাসহ স্বজনের আহাজারিতে গোটা পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছিল।

এদিকে শনিবার বাদ জোহর ব্রুকলীনের বায়তুল জান্নাহ মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারে জিনাত হোসেনের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম হাফেজ মওলানা আশরাফউল্লা। জানাজায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। কফিনে জিনাতের মরদেহ মসজিদে আনা হলে সেখানে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। মা জেসমিন হৃদয় ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে উঠে 'মা তুই কি করলি।' জানাজা শেষে জিনাতের মরদেহ নিউজার্সীর একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জানা যায়, জিনাত হোসেন (২৪) গত বুধবার (১১ মে) দিবাগত আনুমানিক রাত ৯টার সময় ব্রুকলীনের এক সাবওয়ে (পাতাল ট্রেন) ষ্টেশনে মারা যায়। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালের খবর ছড়ায় যে, সে ট্রেনে কাটা পরে মৃত্যুবরণ করেছেন। ঘটনার সময় দূবৃর্ত্তরা তাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের নিচে ফেলে দেয়। সাথে সাথে সে মারা যায় (ইন্না লিল্লাহি রাজিউন)। জিনাত হোসেনের স্বজন ও শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে এমন দাবী সম্বলিত তথ্য পাওয়া গেলেও প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। পাশাপাশি জিনাত নিহত হওয়ার ব্যাপারে এনওয়াইপিডি অফিসিয়ালী কিছুই জানায়নি। পুলিশ শুধু বলছে জিনাতের মরদেহ ইউটিকা সাবওয়ে থেকে পাওয়া গেছে, তদন্ত চলছে। ফলে তার মৃত্যু নিয়ে ধ্রম্রজালের সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, নিহত জিনাত হোসেন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সভাপতি ডা. মোহাম্মদ ইনামুল হকের ভায়রা ভাই আমীর হোসেনের কন্যা। তাদের দেশের বাড়ী কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার জগতপুর গ্রাম। তার এক ভাই বাংলাদেশ পড়াশুনা করছে। জিনাত ২০১৫ সালে মা-বাবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে আভিবাসী হন। সে ব্রুকলীনের নাইথ এভিনিউতে পরিবারের সাথে বসাবাস করতো। ঘটনার সময় সে নিউইয়র্ক সিটির হান্টার কলেজ থেকে বাসায় ফিরছিলো। তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উদ্বেগ বেড়েছে অভিভাবকদের মাঝে। কেননা, বিপুল সংখ্যক স্কুল-কলেজ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিদিন সাবওয়েতে (পাতাল ট্রেন) চলা করতে হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন মিডিয়া ও সোসাল মিডিয়ায় প্রকাশিত জিনাতের হত্যার বিষয়ে ছবিটি প্রকৃতপক্ষে তাকে ধাক্কা মারার ছবি নয় ।ছবিটি ২০১৯ সালের।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

ব্রুকলীনের মাইমোনাইডেজ হাসপাতালের সিইও'র সাথে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়







বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন বরোর অত্যন্ত সনামধন্য সেবাকেন্দ্র মাইমোনাইডেজ হসপাতালের সিইও ও প্রেসিডেন্ট কেন গিভস ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডগলাস জ্যাবলন সহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনি আইল্যান্ড-এর টাকিস বায়টি রেস্টুরেন্টে এই প্রথম কোনো হাসপাতাল এর শীর্ষ কর্মকর্তার সাথে স্বাস্থ্য বিষয়ে কমিনিটি নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ইমার্জেন্সি রুম এ দীর্ঘ অপেক্ষা কমিয়ে আনা, নতুন প্রজন্মের পাস করা ডাক্তারদের বেশি বেশি রেসিডেন্সি করার সুযোগ দেয়া, হাসপাতাল ক্যাম্পাসের পার্কিং সমস্যা, রুগী রিলিজ করার সময় অনাহুত কাল ক্ষেপন, আরো বেশি বাংলা ট্রান্সলেটর নিয়োগ দেয়া সহ অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে সিইও এর কাছে দাবি জানান।

সিইও কেন গিবস তার বক্তব্যে সকল দাবী নিয়ে কথা বলেন এবং বাংলাদেশী নতুন ডাক্তারদের রেসিডেন্সি বিষয়ে তিনি আরো বেশি সুযোগ দেয়া হবে বলে জানান। অন্যান্য দাবীর ব্যাপারে তিনি বলেন এর অনেক গুলোই ইতিমধ্যে পূরণ করা হয়েছে বা প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনি বলেন আমরা সেবার ব্যাপারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য যাতে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে ব্যাপারে শতভাগ সচেস্ট থাকি। তিনি বলেন, আমরা চাই অন্যান্য কমিউনিটির মতো, আরো বেশি বেশি বাংলাদেশী এই হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিক। সে জন্যই আজকের এই 'রিলেসন বিল্ডিং মিটিং'। তিনি বলেন এই সরাসরি আলোচনায় অংশ নিতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। তিনি জানান দীর্ঘ ১১০ বছর যাবৎ এই হাসপাতাল সকল কমিউনিটির সেবা করে আসছে। সভায় হাসপাতালের পক্ষে ইসাম মাহাল্লা কমিউনিটি রিলেশনস অ্যাডভোকেট, ডোরিয়ান ব্রিটো ডিরেক্টর পপুলেশন হেলথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দর মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারের সভাপতি আবুল হাশেম, বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ-এর সভাপতি হেলাল উদ্দিন, গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, বেলাল মসজিদেও ইমাম ডক্টর মুফতি সায়েদ আনসারুল করিম, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ডাক্তার এনামুল হক, নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবিব, সন্দ্বীপ ইউনাইটেড এসপি'র সভাপতি এস এম ফেরদৌস, বায়তুল জান্নাহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, ডাক্তার সবুর প্রমুখ।

সভায় চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি মনির উদ্দিন, কোম্পানীগঞ্জ সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মোশারফ সবুজ, কুমিল্লা সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইউনুস সরকার, বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ-এর ইমাম হাফেজ আশরাফ উল্লাহ, দারুল জান্নাহ মসজিদ-এর আহসান উল্লাহ বাচ্চু সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠিনটির সার্বিক আয়োজনে ছিলেন অল এশিয়ান আমেরিকান ফাউন্ডেশন (ট্রিপল এ ফাউন্ডেশন) এর সভাপতি ও কমিউনিটির পরিচিত মুখ কাজী আজম। তাকে সার্বিক সহযোগিতা এবং সভাটি সঞ্চালনা করেন ট্রিপল এ ফাউন্ডেশন-এর সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ। সভাটি সঞ্চালনা করেন ত্রিপল এ ফাউন্ডেশন এর সেক্রেটারি ফিরোজ আহমেদ।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222



গাড়ি দুর্ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

(শেষের পাতার পর)

শনিবার (১৪ মে) রাত ১১টার দিকে টাউন্সভিল থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কুইন্সল্যান্ড পুলিশ। এ নিয়ে ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার তিনজন ক্রিকেটার মারা গেল।

সাইমন্ডসের মৃত্যুর বিষয়টি তদন্ত করছে কুইন্সল্যান্ড পুলিশ। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, পুলিশ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তিনি হার্ভে রেঞ্জের কাছাকাছি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু সম্ভব হয়নি। ১৯৯৮ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ক্যারিয়ারে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দুটি বিশ্বকাপ জেতেন সাইমন্ডস। এর মধ্যে আছে ২০০৩ সালের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজিরও। সেই তারকার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট।

এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান হ্যাভারসন জানিয়েছেন, 'অ্যান্ড্রু তার প্রজন্মের অন্যতম মেধাবী খেলোয়াড়। সে দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছে। কুইন্সল্যান্ডের ক্রিকেটের উন্নতিতেও তার অবদান অনস্বীকার্য। তার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। পাশাপাশি আমরা তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।'

১৯৭৫ সালে বার্মিংহামে জন্মগ্রহণ করা সাইমন্ডসের ইংল্যান্ডের হয়েও খেলার সম্ভাবনা ছিল। ১৯৯৫ সালে গ্লুচেস্টারশায়ারের হয়ে ১৬টি ছক্কাসহ ২৫৪ রান করলে ইংল্যান্ডের 'এ' দল থেকে ডাক পান তিনি। কিন্তু সাইমন্ডস সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। খেলেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। ১৯৯৮ সালে ওয়ানডেতে অভিষেক হয় তার।

২০০৩ সালের বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, শোয়েব আখতারদের সমন্বয়ে গড়া বোলিং ইউনিটের বিপক্ষে ১২৫ বলে ১৪৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাইমন্ডস। ওয়ানডেতে এ অলরাউন্ডারের সেঞ্চুরি সংখ্যা ৬টি।

দেশের হয়ে ২৬ টেস্ট, ১৯৮ ওয়ানডে ও ১৪টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সাইমন্ডস। টেস্টে ১ হাজার ৪৬২, ওয়ানডেতে ৫ হাজার ৮৮ ও টি-টোয়েন্টিতে ৩৩৭ রান করেন তিনি। তিন ফরম্যাটে তার উইকেটের সংখ্যা ১৬৫।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

কলকাতায় 'টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ড' পেলেন যারা

(শেষের পাতার পর)

প্রখ্যাত গায়িকা রুনা লায়লা দম্পতি। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার নজরুল মঞ্চে 'টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ড' এর ১৯তম আসরে আলমগীর ও রুনা লায়লার হাতে আজীবন সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

একই মঞ্চে দেশের শীর্ষ তারকা শাকিব খানকেও 'বীর' ও 'পাসওয়ার্ড' ছবির জন্য সেরা নায়কের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মিশন এক্সট্রিম ছবির জন্য সেরা নায়কের পুরস্কার পান আরিফিন শুভ। 'রেহেনা মরিয়ম নূর' এর জন্য পুরস্কার পান আজমেরী হক বাঁধন, 'রাত জাগা ফুল' সিনেমার জন্য মীর সাব্বির পুরস্কৃত হয়েছেন। একই ছবিতে গানের জন্য পুরস্কার জিতেছেন কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম।

এ বিষয়ে রুনা লায়লা বলেন, এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি দুই বাংলার শিল্পীদের মেলবন্ধনের একটি অনুষ্ঠান। এখানে আমরা দু'জনই একসঙ্গে আজীবন সম্মাননা পেলাম, এটা আসলেই অনেক সম্মানের, আনন্দের এবং অন্যরকম ভালোলাগার।

দর্শককে ঠকায় না বলেই ইত্যাদি আলাদা, অনবদ্যদর্শককে ঠকায় না বলেই ইত্যাদি আলাদা, অনবদ্য 'বীর' চলচিত্রের 'ভালোবাসার মানুষ তুমি' গানের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন কণ্ঠশিল্পী কোনাল। 'গোর' সিনোমার জন্য পুরস্কার জিতেছেন দীপান্বিতা মার্টিন। এছাড়া আনিকা, ইয়ামিন হক ববিসহ আরও অনেকে পুরস্কার পেয়েছেন।

শাকিব খান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'পাসওয়ার্ড এবং 'বীর' সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে আমাকে ২টি পুরস্কার দিয়য়ে সম্মানিত করার জন্য টেলিসিনকে ধন্যবাদ। এই পুরস্কার খুশি করেছে।

মীর সাব্বির বলেন, 'রাত জাগা ফুল' সিনেমার জন্য সেরা পরিচালক ও সেরা গায়িকার জন্য আমি ও মমতাজ বেগম 'টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ড ২০২২ পুরস্কৃত হয়েছি। মহান সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ এবং দর্শকের ভালোবাসায় 'রাত জাগা ফুল' এগিয়ে যাবে অনেকদূর ইনশাল্লাহ।

তিনি বলেন, পুরস্কার দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং সাহস যোগায়। আমি মনে করি 'রাত জাগা ফুল'র যাত্রা শুরু হলো। এর আগে বছরের শুরুতে 'বাবিসাব অ্যাওয়ার্ড' এ বাংলাদেশে ৬টি ক্যাটাগরিতে 'রাত জাগা ফুল' পুরস্কার লাভ করেছিল। আমাদের এই পুরস্কার 'রাত জাগা ফুল' এর সকল শিল্পী, কলাকুশলীসহ সকলের।

রোদ থেকে ভিটামিন ডি পাবেন কিভাবে?

(শেষের পাতার পর)

হাড়ক্ষয় বা অস্টিওপরোসিস, হৃদরোগ-স্ট্রোক, পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম বা দৈহিক স্থূলতারও কারণ হতে পারে ভিটামিন 'ডি'র ঘাটতি।

সারা বিশ্বের এখন ভিটামিন 'ডি'র ঘাটতি একটি বড় সমস্যা। দেহের মোট চাহিদার ৮০ শতাংশ ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায় সূর্যের আলো থেকে। সূর্যের আলো পড়লে এর প্রভাবে ত্বক ভিটামিন 'ডি' তৈরি করে। ফলে এটিই ভিটামিন 'ডি'র অন্যতম প্রধান উৎস। এ ছাড়া বিভিন্ন খাবার থেকে বাকি ২০ শতাংশ ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।

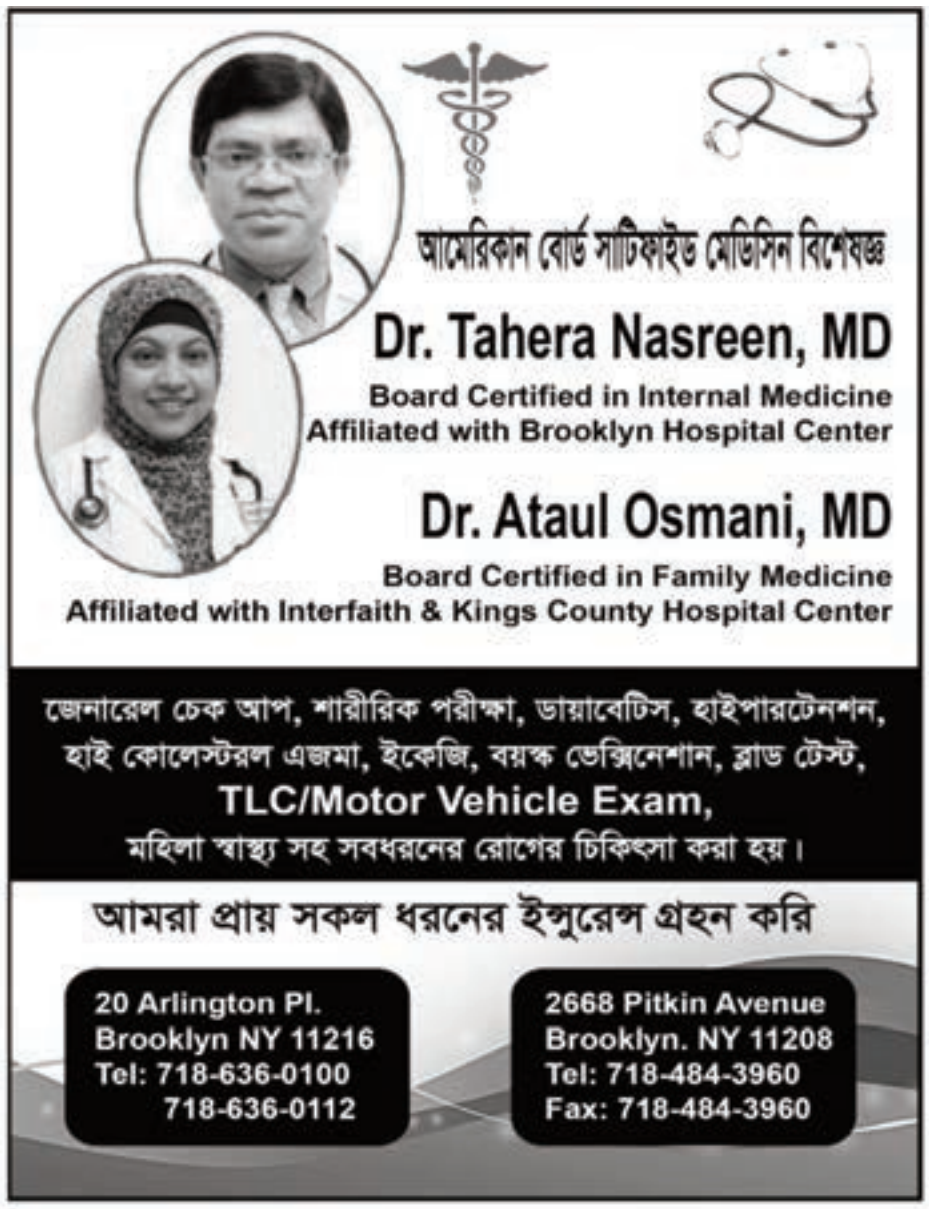
দিনের কখন, কিভাবে সূর্যের আলো থেকে বেশি ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়? কারাই বা সূর্য থেকে বেশি ভিটামিন 'ডি' সংগ্রহ করতে পারে? মেডিক্যাল নিউজ টুডের প্রতিবেদনে এ প্রশ্নের উত্তর মিলেছে।

দিনের যে সময় সূর্য থেকে বেশি ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়: দুপুরের ঠিক আগ মুহূর্তে সূর্য যখন আকাশের সবচেয়ে উঁচু স্থানে থাকে, তখনই শরীরের ত্বক সবচেয়ে বেশি ভিটামিন 'ডি' উৎপন্ন করে। তবে, সানস্ক্রিন ছাড়া দীর্ঘক্ষণ প্রচন্ড রোদে থাকা উচিত নয়।

যেভাবে রোদ পোহালে বেশি ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়: দেহের যত বেশি অংশ খোলা রেখে রোদে থাকবে, তত বেশি ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যাবে। যেমন- শুধু হাত-মুখ খোলা রেখে রোদে থাকার চেয়ে পিঠসহ শরীরের অন্যান্য অংশ খোলা রাখলে বেশি ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।

সূর্য থেকে দ্রুত ভিটামিন 'ডি' পায় যারা? : সূর্যালোক থেকে ভিটামিন 'ডি' তৈরিতে ত্বকের রঙ বিশেষ প্রভাব ফেলে। যেমন কারো ত্বকের রঙ যদি বেশি গাঢ় হয় (ত্বকে বেশি মেলানিন থাকলে), তাহলে তা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশে বেশি বাধা দেবে।

ফলে ভিটামিন 'ডি' উৎপাদন বিঘ্নিত হবে। এ জন্য যাদের গায়ের রঙ যত কালো বা গাঢ়, তাকে তত বেশিক্ষণ রোদে থাকতে হবে।







বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ২১৮ স্ট্রীট এবং ৮৮ এভিনিউতে ২ বেড, ২ বাথ ও লিভিং, কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-২৪২৮ অথবা ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০।

হেলপ ওয়ান্টেড

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউতে (বিএক্স ৩৬ বাস লেন) একটি কেনেডী ফ্রাইড চিকেন-এর জন্য লোক আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১ অথবা ৩৪৭-৮৬২-৪৭১৩

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৫১২-১৫২০
মে-১৬/২৩

সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডে ৪৮ স্ট্রীট এবং স্কীলম্যান এভিনিউতে সেমি বেইজমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেভেন ট্রেন সাবওয়ে ষ্টেশন সন্নিকটে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬ অথবা ৬৪৬-৫১২-১৫২০
মে-১৬/২৩

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয়

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুন: ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

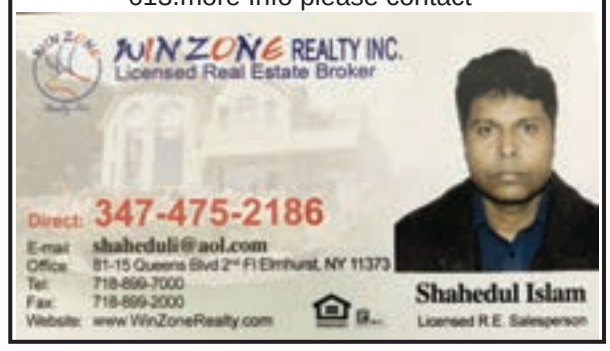
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি









ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চ দিবস আজ

(শেষের পাতার পর)

ঐতিহাসিক লংমার্চের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণ করে ভারতের পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এক কাতারে সমবেত হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। তার সে ডাকে সেদিন লাখ লাখ মানুষ সাড়া দিয়েছিল। বিশ্বজুড়ে তিনি এই সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক যাবতীয় আইন-কনভেনশনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এই ব্যারাজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যাচ্ছে। ইতিহাস বলে: দিনটি ছিলো ১৯৭৬ সালে ১৬ মে। সেই ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চ দিবস আজ। রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দান থেকে ফারাক্কা বাঁধ অভিমুখে লাখো জনতার সেই লং মার্চ রওনা হয় ফারাক্কা বাঁধ অভিমুখে। লংমার্চ শেষে কানসাট হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে বক্তব্য দেন মজলুম জননেতা। সেই থেকে ১৬ মে ফারাক্কা দিবস নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভারতের হুগলী নদীতে পানি সরবরাহ এবং কলকাতা বন্দরটি সচল করার জন্যই ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে ভারত। যার অবস্থান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা থেকে ১৮ কিলোমিটার উজানে ভারতের ভূখন্ডে গঙ্গা নদীর ওপরে।

জানা যায়, ফারাক্কা সমস্যার সূত্রপাত ঘটে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে। গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগের খবর জেনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পাকিস্তানী প্রতিবাদের উত্তরে ভারত ১৯৫২ সালে জানিয়েছিল যে, গঙ্গার বাঁধ নির্মাণ এখনও অনুসন্ধান পর্যায়েই রয়েছে। ১৯৬০ সালে ভারত প্রথম এ ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে ফেলে ভারত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার ফারাক্কা ব্যারাজ চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সরকারের অনুমতি ছাড়া করতেও পারছিল না। এ ক্ষেত্রে তারা কৌশলের আশ্রয় নেয়। প্রথমে ফিডার ক্যানেলে পানি প্রবাহের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক চালুর কথা বলে মাত্র ৪১ দিনের জন্য (২১ এপ্রিল '৭৫-৩১ মে '৭৫) ফারাক্কা বাঁধ চালু করা হয়। সেই পরীক্ষামূলক প্রত্যাহারই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর বিরূপ প্রভাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পদ্মা, মহানন্দাসহ দেশের বড় বড় সব নদী নাব্যতা হারিয়ে হয়ে পড়ে পানিশূন্য বালির চরাঞ্চল। ফারাক্কার প্রভাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পদ্মাসহ চার নদীই এখন মৃতপ্রায়।

স্থানীয়রা বলছেন, নদীতে এখন পানির প্রবাহ নির্ভর করে ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। শুষ্ক মৌসুমে পানি পাওয়া যায় না, আবার বর্ষায় হঠাৎ পানি ছেড়ে দিলে বন্যা এবং নদীভাঙন দেখা দেয়। পরিবেশবাদীরা বলছেন, নদী শুকিয়ে যাওয়ায় জীব-বৈচিত্রের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে।

নোলক বাংলাদেশ মেলা অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

জন ল্যু অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিথ ছিলেন।

সকাল ১১ টায় শুরু হওয়া মেলা রাত ৮টা পর্যন্ত চলে। তবে বিকাল ৫ টার দিকে বৃষ্টির কারনে মেলার কার্যক্রম ও বেচাকেনা বিঘ্নিত হয়। বেলা ১টার দিকে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন নোলক-এর উপদেষ্টা এবং মেলার আহবায়ক ফরহাদ তালুকদার। নোলক'র প্রেসিডেন্ট সেলিনা শারমীনও এসময় বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী পর্বে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

এছাড়াও মেলায় উপস্থিত ছিলেন মেলার আহবায়ক কমিটির কো কনভেনর মিল্টন আহমেদ, কো কনভেনর নুরুজ্জামান লাল্টু, মেলার উপদেষ্টা কামরুল আহসান





(চন্দন) ও সহ উপস্থাপক শেখ সিরাজ।

নিউইয়র্কেন বিপুল সংখ্যক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মেলায় তাদের স্টল সাজিয়ে বসে। বেলা যত বাড়তে থাকে মেলায় দর্শক সমাগমও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কিন্তু একসময় বৃষ্টি মেলায় স্বাভাবিকতায় বিঘ্ন ঘটায়।

মেলায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী চন্দন চৌধুরী, শাহ মাহবুব, মনিকা দাস, অনিক রাজ, নুরুজ্জামান লাল্টু প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করেন অন্তরা সাহা ও অন্তরা।

বৃষ্টির কারনে র‍্যাফল ড্রর পর্বটি বাতিল করা হয়। মেলায় সাংস্কৃতিক পর্বটি পরিচালনা করেন সোনিয়া এবং গোলাম মোস্তফা। মেলার টাইটেল স্পন্সর ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ'র ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী শাহ নাওয়াজ। স্পন্সর ছিলেন সিলেট মটর্স, মাকসুদুর রহমান, ডা. মালহোত্র, খলিল বিরিয়ানী, ডা. বর্ণালী হাসান, ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান, ষ্টেট ফার্মেসী, বাংলাদেশ ট্রাভেলস প্রভৃতি। সাউন্ড সিস্টেমে ছিলেন বিডি সাউন্ড-এর নিবির খান।

উল্লেখ্য, কোভিট নাইনটিনের পর খোলা আকাশের নীচে নিউইয়র্কে এটিই ছিলো প্রথম মেলা।

ডা. বর্ণালীর উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসে স্বাস্থ্যমেলা

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হয়। এফিসিয়েন্ট মেডিক্যাল কেয়ারের ডাঃ বর্ণালী হাসান এম ডি ছিলেন এ মেলার উদ্যোক্ত ।তাকে সহযোগিতা করেন ডাঃ মাহফুজুল হাসান, ডাঃ নাঈম, ইমরুল শাহেদ, বিপাদ ফুড কেয়ার, বাংলাদেশ ফার্মেসী, ইমিগ্রান্ডএন্ডার হোম কেয়ার, বারী হোম কেয়ার ও মেট্রোপ্লাস! স্বাস্থ্যমেলায় সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন জেবিবিএ (গিয়াস আহমেদ-তারেক হাসানের নেতৃত্বাধীন কমিটি)। স্বাস্থ্যমেলায় বাংলাদেশী প্রায় ২০ জন ডাক্তার এবং ভলান্টিয়ার অংশগ্রহন করেন এবং মেলায় সহযোগিতা করেন। মেলায় শতাধিক ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

বিজ্ঞানী রফিকউদ্দিন আহমেদের ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

প্রবাসী বিজ্ঞানী রফিকউদ্দিন আহমেদ (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। গত ১২ মে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে তিনি নিউইয়র্কের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন।

রফিক উদ্দিনের নাতি আয়ান হক মিডিয়াকে জানান, আগেরদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাঁকে একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎকরা স্ট্রোক করেছেন বলেন জানান। শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে তাঁকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। নিউইয়র্ক সময় শনিবার রাতে রফিক উদ্দিনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন চিকিৎসারা।

রফিক উদ্দিন আহমেদ ১৯৩৬ সালের ২০ আগস্ট সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার গঙ্গানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সত্তরের দশকে আলোচিত অ্যাপলো-১১ মহাকাশযানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ লোনার মডিউলের রাডার নকশা প্রণয়ন ও কারিগরি কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন।

১৯৬৮ সালে গ্রুম্মান অ্যারোস্পেস করপোরেশনে প্রকৌশলী হিসেবে যোগদানের মধ্যে দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকেসহ আরও কয়েকজন তড়িৎ প্রকৌশলীকে নাসা, অ্যাপোলো-১১ প্রকল্পের 'লুনার মডিউল প্রকল্পে' কাজ করার জন্য নির্বাচন করে। এ দলটি সেসময় মহাকাশযানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ লোনার মডিউল-এর রাডার নকশা প্রণয়ন ও কারিগরি কার্যক্রমে যুক্ত ছিলো। চন্দ্র অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন রফিক উদ্দিন।

তিনি নিউইয়র্কেই স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও দেশের সাথে সম্পর্ক ছিল তাঁর। রফিক উদ্দিন সিলেট বিভাগের বড় সামাজিক প্ল্যাটফর্ম সেভ সিলেট-এর চেয়ারম্যান ছিলেন।

প্রবাসী বিজ্ঞানী রফিকউদ্দিন আহমেদের ইন্তেকালে বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন

২৭ মে জেমিনি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান

(শেষের পাতার পর)

জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে ঐদিন সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেত সকল প্রবাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



সিলেট সদর এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

নিউইয়র্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক'র এক সভা কুইন্সের একটি রেস্টুরেন্টে গত ১০ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ডি.এম.রনেলের পরিচালনায় সভায় নতুন কমিটি গঠন ও কার্যপ্রনালী প্রনোয়নের আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের ট্রাস্টি কল্লোল আহমদ, প্রধান উপদেষ্টা সুফিয়ান খান, উপদেষ্টা যথাক্রমে এম.সি.কামাল, আলতাফ চৌধুরী ও হাসান চৌধুরী মাসুম, সংগঠনের সাবেক সভাপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ, মামুন আহমেদ, ইয়ামিন চৌধুরী, কমিনিটি ব্যক্তিত্ব মিসফাক আমদ মিশু, সাবেক নির্বাচন কমিশনার রিয়াজ উদ্দিন কামরানসহ সংগঠনের বর্তমান কার্যকরী সদস্যবৃন্দ। সভায় সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে আব্দুল মালেক খান (লায়েক)-কে সভাপতি, টিটো আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক এবং মুকুল হক-কে সহ সভাপতি করে পরবর্তী দুই বছরের জন্য নতুন কমিটি মনোনীত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কুইন বীস'র ঈদ রিউনিয়ন পার্টি ২১ মে

নিউইয়র্ক: আগামী ২১ শনিবার নিউইর্য়কের কুইন্সের তাজমহল রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হলে স্যোশাল মিডিয়া ফেসবুকের 'কুইন বীস' নামক গ্রুপের সদস্যদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে ঈদ রিউনিয়ন পার্টি। গ্রুপের সদস্যদের একত্রিত করে সুন্দর সময় কাটানোই হলো এই আয়োজনের উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করবেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রোকসানা মির্জা, ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ করবে মাজেদ ডিজেয়ার, নৃত্য পরিবেশন করবে দিনা ও নিমা এবং গেইম শো তে অংশগ্রহণ করবে গ্রুপ সদস্যরা।

'কুইন্ বীস'র এডমিন আনিকা তাসনিম, রুমা আহমেদ, তানসুরা হাসি ও নীহা বেবু জানান, নিউইর্য়ক ছাড়াও আশে পাশের অন্যান্য ষ্টেট থেকেও গ্রুপের সদস্যরা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

ঈদ রিউনিয়ন পার্টির গ্রান্ড স্পন্সর হলো ধামাকা ইভেন্টস এনওয়াইসি ও রিমি স্টাইল উইথ মি ইউএসএ। আরো স্পন্সর হিসেবে আছে রূপন্তী-প্রীত এ্যাম্পায়ার ইউএসএ, আরিফা মাই সপ ইউএসএ, দীপক ভার্মা আম্বা জুয়েলার্স, গিয়াস আহমেদ ইমিগ্রন্ট এল্ডার হোম কেয়ার, লিপি'স ফ্যাশন ইউএসএ, জী তানিয়া-জানাস কসমেটিকস্, জলি আরজে দেশী কালেকশনস্, এলাগ ফ্যাশন ও এক্সপার্ট গ্রুপ ইনক। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // May 16// 2022

মেয়ের অভিষেকে উচ্ছ্বসিত শাহরুখ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অভিষেকের অপেক্ষায় শাহরুখকন্যা সুহানা খান। জোয়া আখতারের 'দ্য আর্চিস' সিনেমার মাধ্যমে অভিষেক হচ্ছে তার। শনিবার (১৪ মে) নেটফ্লিক্সের ইনস্টাগ্রামে প্রকাশ হয়েছে সিনেমার পোস্টার। জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালে মুক্তি পাবে এটি। মেয়ের অভিষেকে বেশ উচ্ছ্বসিত শাহরুখ খান। ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন মেয়েকে। শুধু শাহরুখই নন, গৌরি খানও উচ্ছ্বসিত। তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট দেখলে তারই ধারণা পাওয়া যায়। মেয়েকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন কিং খান ও তার স্ত্রী। শুভেচ্ছার পাশাপাশি মেয়েকে পরামর্শও দিয়েছেন শাহরুখ। সিনেমার পোস্টার শেয়ার করে এ অভিনেতা মেয়ের উদ্দেশে লিখেছেন: 'মনে রেখো সুহানা, তুমি কখনো একেবারে নিখুঁত হতে পারবে না, তবে নিজের মতো হতে পারলে তার সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছবে।







নিউইয়র্কে আমানউল্লাহ আমান

হাসিনা সরকারের পতনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে জীবন দেবো

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): কেন্দ্রীয় বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী, ডাকসু'র সাবেক ভিপি এবং ঢাকা উত্তর বিএনপি'র আহ্বায়ক আমান উল্লাহ আমান বলেছেন, শেখ হাসিনার সরকার জিয়া-খালেদা-তারেকের জনপ্রিয়তায় ভয় পায় বলেই ক্ষমতায় থাকতে যা যা করার তাই করছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? দেশের জনগণ জেগে উঠছে। বিএনপি'র নেতৃত্বে 'গণবিরোধী, স্বৈরাচারী' এই সরকার পতনে প্রয়োজনে 'আমান-নাজিম'রা প্রাণ দেবে। ৯০-এর আন্দোলনের মতো ঢাকাকে অচল করেই হাসিনা সরকারের পতনে এক দফা আন্দোলন সফল করা হবে। তিনি বলেন, শ্রীলঙ্কার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সরকার জনবিরোধী হলে, জনগণ ক্ষেপে গেলে যা হয়, শ্রীলঙ্কায় তাই ঘটছে। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কে গ্রেটার ঢাকা জাতীয়তাবাদী ফোরাম ও কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বিএনপি নেতা আমান উল্লাহ আমান উপরোক্ত কথা বলেন। বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় উডসাইডস্থ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের বাসায় এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাকসু'র সাবেক এজিএস ও সাবেক এমপি নামি উদ্দিন আলম এবং কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ। এম এ বাসেতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সুরুজ্জামান সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদ, কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশনের সভাপতি আমিনুল ইসলাম কচি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি আরিফ আহমেদ চৌধুরী, সিনিয়র সহ সভাপতি গ্রেটার ঢাকা জাতীয়তাবাদী ফোরাম-এর সিনিয়র সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন, সভাপতি ফারুক হোসেন, আব্দুল করীম, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা জেলা বিএনপি'র প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন।

সভায় বক্তারা ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা, তৎকালীন ডাকসু'র ভিপি আমানের নেতৃত্বের প্রশংসা এবং তাকে ঢাকা উত্তর বিএনপি'র আহ্বায়ক মনোনীত করায় দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আমান উল্লাহ আমানকে বিএনপি'র মহাসচিব হিসেবে দেখার দাবী জানান। বক্তারা বলেন, আজকের কেরানীগঞ্জের রূপকার আমান উল্লাহ আমান। তিনি চারবারের এমপি, প্রতিমন্ত্রী হয়ে কেরানীগঞ্জ-ঢাকা ছাড়িয়ে জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন, দেশের মানুষের নেতা হয়েছেন। এজন্য ঢাকাবাসী, কেরানীগঞ্জবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত। বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের মধ্যকার বিভেদ-বিভক্তি দূর করার দাবী এবং শেখ হাসিনার পতন আন্দোলনে করণীয় সম্পর্কে তার মতামত প্রত্যাশা করেন।

সভায় আমান উল্লাহ আমান বলেন, আমরা দেশে আইনের শাসন চাই, রাতের ভোট নয়, জনগণের ভোটের সরকার চাই। তিনি বলেন, ৯০-এর আন্দোলনের সময় সারাদেশ সচল ছিলো আর ঢাকা অচল ছিলো বলেই স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতন হয়েছিলো। আগামী দিনের আন্দোলনে শুধু ঢাকা নয়, সারাদেশ অচল করেই শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটানো হবে ইনশাল্লাহ। এজন্য প্রস্তুতি চলছে। তিনি দেশ ও প্রবাসের দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

তিনি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাকর্মীদের বিভক্তি দূর করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবাসে জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সময়ের অভাবে বড় আকারে বিএনপির সভায় যোগ দিতে পারলাম না তবে ডা. মুজিব, আব্দুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদের সাথে আমার কথা হয়েছে। ইনশাল্লাহ সবাই মিলেমিশেই কাজ করবেন।

নাজিম উদ্দিন আলম বলেন, হতাশার কিছু নেই, স্বৈচারের পতন হবেই। দলের পরীক্ষিত নেতাদের যোগ্য স্থান দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন আন্দোলন গড়ে তুলতে কাজ চলছে। এখন দরকার দলীয় নেতা-কর্মী সকলের ঐক্য। তিনি বলেন, ৯০-এ আমান ভাইয়ের নেতৃত্বে দেশের ছাত্র সমাজ এরশাদ পতনের আন্দোলনে যে ভূমিকা রেখেছে, সেই পরীক্ষিত নেতা আমান ভাইয়ের নেতৃত্বেই আমরা ঢাকাকে অচল করে দিয়ে ভোট বিহীন হাসিনা সরকারের পতন ঘটাবো। ছবি: ইউএনএ

আইগ্লোবাল পাল্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হলো ডব্লিউইউএসটি

ভার্জেনিয়া: যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াস্থ ইনোভেটিভ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি-আইজিইউ'র এখন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি- ডব্লিউইউএসটি হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়েছে। গত ৬ মে, শুক্রবার এই পরিবর্তনের কথা জানিয়ে প্রেস স্টেটমেন্ট দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কে বার্ক। তিনি জানিয়েছেন, নামের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বার্ক জানান, ভার্জিনিয়ার হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল-এসসিএইচইভির সনদপ্রাপ্ত এবং অ্যাক্রেডিটেটিং কমিশন অব ক্যারিয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজেস (এসিসিএসসি) থেকে অ্যাক্রেডিটেড বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন থেকে নতুন নামেই পরিচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ইঞ্জিয়ার আবুবকর হানিপ জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন মিশন ভিশন ও উদ্দেশ্য একই থাকবে। এবং আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের জন্য দক্ষতা নির্ভর, মানসম্মত ও সাশ্রয়ী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সারা বিশ্ব থেকে এসে শিক্ষার্থীরা যেনো এখান থেকে সময়োপযোগী শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে সে ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট, বলেন তিনি।

আইজিইউর পুরোনো ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করে দক্ষতাভিত্তক কর্মশক্তি তৈরিতে সচেষ্ট থাকবে ডব্লিউইউএসটি, বলেন ড. বার্ক। শিক্ষার্থীরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রাধান্য, এমনটা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের জীবনটাকে বদলে দিতে ও সঠিক পথে পরিচালিত করতে কাজ করছি।

ডব্লিউইউএসটি-তে আমরা শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মকর্তা সকলেই এই পরিবর্তন আনতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি, বলেন ড. হাসান কে. বার্ক।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের অনুমোদনকৃত এই ডব্লিউই-উএসটি থেকে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে এমবিএ, এমএসআইটি, এমএসসিএস, বিএসবিএ এবং বিএসআইটি ডিগ্রি লাভের সুযোগ।

এখানকার শিক্ষার্থীদের জন্য ফেডারেল স্টুডেন্ট এইড্‌র অনুমোদন রয়েছে। এফ-১ ভিসার আওতায় যোগ্য ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা এখানে পড়তে আসতে পারে, ফলাফলভিত্তিক বৃত্তির মাধ্যমে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রদফতরের অনুমোদন ক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ বিনিময় করতে পারে জে-১ ভিসার আওতায়। এছাড়া ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর স্টেট অথরাইজেশন রেসিপ্রোসিটি এগ্রিমেন্ট (এনসি-এস-এআরএ)'র আওতায় অভ্যন্তরীণ ও এসএআরএ অনুমোদিত দেশগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা অনলাইন কোর্সে অংশ নিতে পারেন। এছাড়াও ভার্জিনিয়া স্টেট অ্যাপ্রুভিং এজেন্সির মাধ্যমে শিক্ষাসুবিধা জিআই বিল (আর) প্রদানেরও অনুমতি রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের।





এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC

3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710



JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER

حلال
HALAL
100% Quality Food

HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS

আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা

আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি

Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!

GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal

JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates · ETIHAD · SAUDIA · QATAR · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চ দিবস আজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আজ থেকে ৪৬ বছর আগে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অশীতিপর ভগ্ন শরীর নিয়েও এক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



বিজ্ঞানী রফিকউদ্দিন আহমেদের ইন্তেকাল

বিশেষ প্রতিনিধি: মানবাজাতির চন্দ্র বিজয়ের ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় যুক্ত আমেরিকা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ৩৯ পাতায়)

ছিনতাইকারী ব্যাগ ছিনিয়ে নিতে ধাক্কা দেওয়ার ফুটেজ ২০১৯ সালের

বাংলাদেশী কলেজ ছাত্রী জিনাতের মৃত্যু নিয়ে ধূম্রজাল

সোমবার সিটিহলের সামনে বিক্ষোভ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের হান্টার কলেজের শিক্ষার্থী বাংলাদেশী ছাত্রী জিনাত হোসেনের (২৩) মৃত্যুর ব্যাপারে নিউইয়র্ক পুলিশের বক্তব্য মানতে রাজি নন অভিভাবকেরা। পরিবারের পক্ষে তার নানা মোহাম্মদ কবীর গত শনিবার দুপুরে ব্রুকলীনে বায়তুল জান্নাহ মসজিদে অনুষ্ঠিত জিনাতের জানাজার সময় সমবেত মুসল্লিদের উদ্দেশে বলেন, 'জিনাত আত্মহত্যা (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এসবিএ পোর্টাল

এমদাদ চৌধুরী দীপু: ডলারের বস্তা নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এসবিএ এর। এসবিএ এর পুরো নাম সমল বিজনেস এডমিন্সটরেশন। এসবিএ করোনা মহামারীর সময় (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

চিটাগাং এসোসিয়েশনের পথমেলা ২২ মে

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মহামারী করোর জন্য গত দুই বছর পথমেলার আয়োজন করতে না পারলেও এবার চিটাগাং এসোসিয়েশনের পথমেলার আয়োজন করছে। আগামী (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

মানিকগঞ্জ কল্যাণ সমিতি'র ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মালেক

দেশ ও জাতির কল্যাণে আরো ভূমিকা রাখুন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন বলেছেন, নিউ-ইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশীরা আমরা কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ। নিউইয়র্কে আসলে এই প্রিয়জনদের সাথে কাছে পেয়ে ভালো লাগে। তিনি সবাইকে এক্যবদ্ধ থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে আরো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। মানিকগঞ্জ কল্যাণ সমিতি ইউএসএ'র ঈদ পূনমিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)



মানিকগঞ্জ কল্যাণ সমিতির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন

ডা. বর্ণালীর উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসে স্বাস্থ্যমেলা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে গত ১১ মে বুধবার জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য সচেতন মেলা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

২৭ মে জেমিনি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিনোদন ম্যাগাজিন জেমিনি'র সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান আগামী ২৭ মে শুক্রবার। এ উপলক্ষ্যে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নোলক বাংলাদেশ মেলা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে মহিলাদের সামাজিক সেবা সংগঠন নোলকের উদ্যোগে গত ১৪ মে শনিবার জ্যামাইকার সুসান এন্থনী হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলোখোলা মাঠে বছরের প্রথম বৈশাখী মেলা ১৪২৯। নিউ-ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



আল্লাহ ওয়াকীল, আল্লাহই যথেষ্ট

জাফর আহমাদ

মহান আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ওয়াকীল অর্থাৎ মহান অভিভাবক, তত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক, মহাপ্রতিনিধি। বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্যতা (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

গাড়ি দুর্ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অলরাউন্ডার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলথ টিপস

রোদ থেকে ভিটামিন ডি পাবেন কিভাবে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হলো ভিটামিন 'ডি'। ডায়াবেটিস, প্রজনন সমস্যা থেকে শুরু করে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বিনোদন

কলকাতায় 'টেলিসিনে অ্যাওয়ার্ড' পেলেন যারা

বিনোদন ডেস্ক: কলকাতার একমঞ্চে আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হলেন বাংলাদেশের কিংবদন্তি তারকা আলমগীর ও উপমহাদেশের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax: 718-262-0254
Email: Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com